Contents

নবম বর্ষ

৭ম সংখ্যা

তর্জ্জুমানুল-হাদীছ

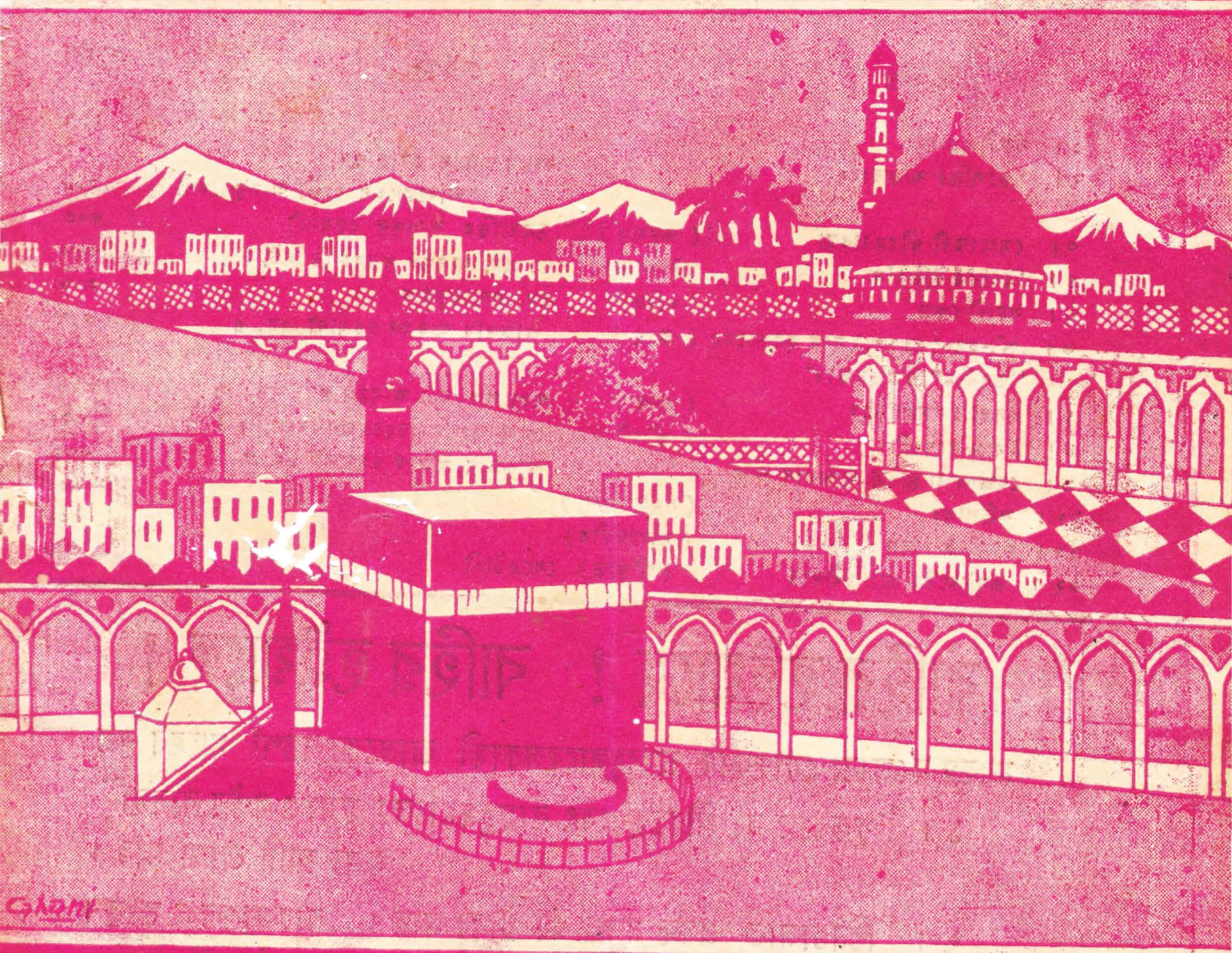

সম্পাদক

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,

এই সংখ্যার মূল্য ।০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।০

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

নবম বর্ষ—সপ্তম সংখ্যা

ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৭ বাং সেপ্টেম্বর ১৯৬০ ইং

বিষয় সূচী

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১। যরুরী ঘোষণা			২৯৭
২। সভাপতির অভিভাষণ		মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী	২৯৮
৩। মোহাম্মদী জীবনব্যবস্থা	(অনুবাদ)	মুনতাছির আহমদ রহমানী	৩০৫
৪। মিসরের ইতিহাস	(ইতিহাস)	ডঃ এম, আবদুল কাদের ডি-লিট,	৩১৩
৫। সমাধী ক্ষেত্র	(কবিতা)	এম, এনায়েতুল্লাহ	৩১৬
৬। আঁ-হযরতের (দঃ) যুগে কুরআনের "তদভীন" ও "তরতীব"	(প্রবন্ধ)	আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ	৩১৭
৭। ইসলাম সমন্বয় নহে	(প্রবন্ধ)	অধ্যাপক মোঃ আবদুল গণী এম, এ	৩২১
৮। ইমাম সাগানী	(জীবনী)	মোহাম্মদ মিজানুররহমান বি-এ, বি টি	৩২৭
৯। রেজাল বা চরিত্র অভিধান শাস্ত্র		আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ.	৩২৯
১০। কষ্টিপাথর	(সমালোচনা)		৩৩৫
১১। সাময়িক প্রসঙ্গ	(সম্পাদকীয়)		৩৩৬
১২। জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার	(স্বীকৃতি)	সেক্রেটারী	৩৩৮

বাহির হইয়াছে ! বাহির হইয়াছে !

মরহুম মওলানা মোহাম্মাদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী সাহেব কৃত

১। "গুরুবাদ বা পীরতন্ত্র এবং বায়তুলমালের জমা ও বণ্টন ব্যবস্থা" মূল্য চারি আনা মাত্র।

২। "তিনতালাক প্রসঙ্গ মূল্য এক টাকা মাত্র। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

[illegible]কাকারে নূতন সজ্জায় বাহির হইয়াছে, এখনই অর্ডার দিন !

পূর্বপাকিস্তান জমঈয়তে-আহলেহাদীস কি ? ইহার উদ্দেশ্য ও কার্যসূচী কি ? ইহার ধর্মীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্য কি ? জানিতে ও বুঝিতে হইলে—

পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলেহাদীস, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র

পাঠ করুন। নূতন সংস্করণ, মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

[illegible] দফতর : ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা—২।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুলহাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

নবম বর্ষ | সেপ্টেম্বর ১৯৬০ খৃস্টাব্দ, রবিউল আউওয়াল ও সানী ১৩৮০ হিঃ, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৭ বংগাব্দ | সপ্তম সংখ্যা

প্রকাশ স্থল ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

সূরত আল-ফাতিহার তফ্‌সীর সম্পর্কে

যরুরী ঘোষণা

মরহুম হযরত আল্লাম মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী সাহেব তর্জুমানুল হাদীসের অষ্টম বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যা পর্যন্ত সূরত আল ফাতিহার মহামূল্য তফ্‌সীর প্রায় সমাপ্ত করিয়া আনিয়াছিলেন কিন্তু অসুস্থতা নিবন্ধন বাকী অংশটুকু শেষ করিতে পারেন নাই।

আমরা আনন্দের সহিত ঘোষণা করিতেছি যে, তর্জুমানের আগামী সংখ্যা হইতে তফ্‌সীরের অবশিষ্টাংশ ইন্‌শাআল্লাহ প্রকাশিত হইতে থাকিবে। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামীয়াত বিভাগের স্বনাম ধন্য অধ্যাপক জনাব মওলানা শায়খ আবদুর রহীম সাহেব এম, এ, বি, এল, বি, টি, ফাযেলে দেওবন্দ উক্ত তফ্‌সীরের শেষাংশ রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

সম্পাদক, তর্জুমানুল-হাদীস।

www.ahlehadeethbd.org

সভাপতির অভিভাষণ

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী

[মরহুম ও মগফুর হযরত আল্লামা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আল কুরায়শী সাহেব তাঁহার আজীবন সাধনার ফল স্বরূপ জ্ঞানগর্ভ, তত্ত্ব ও তথ্যবহুল বহু পাণ্ডুলিপি রাখিয়া গিয়াছেন। ইন্‌শাআল্লাহ তর্জুমানের পৃষ্ঠায় উহার অধিকাংশই ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত এবং পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে। বর্তমান সংখ্যা হইতে পাবনা জেলা আহলে হাদীস কন্‌ফারেন্সে প্রদত্ত তাঁহার অপ্রকাশিত মহামূল্য অভিভাষণটির প্রকাশ শুরু হইল।—সম্পাদক]

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছাহেব, প্রতিনিধিবর্গ ও সমাগত বন্ধুগণ,

পাবনা জেলা আহ্‌লে হাদীস কন্‌ফারেন্সের প্রথম অধিবেশনে আপনারা আমাকে সভাপতি মনোনীত করায় আমি যে গৌরব ও সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছি তজ্জন্য আপনাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমার অযোগ্যতা ও শারীরিক অক্ষমতার কাহিনী সম্যকরূপে আপনাদের বিদিত থাকা সত্ত্বেও এবং পুনঃ পুনঃ আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াও আমি যে এই গুরুভারের দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিনাই তজ্জন্য যুগপৎভাবে হর্ষ ও বিষাদের এক অপূর্ব ভাব আমার ভিতর উদ্রিক্ত হইয়াছে। আনন্দের কারণ হইতেছে : আমার প্রতি আপনাদের গভীর স্নেহ ও বিশ্বাস ; সকল দিক দিয়া রিক্ত ও বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলার আহ্‌লে হাদীস জনমণ্ডলীর নিকট হইতে যে স্নেহ ও শ্রদ্ধা আমি লাভ করিয়া আসিতেছি, আমার নিষ্ফল জীবনের ইহাকেই আমি শ্রেষ্ঠতম সম্পদ বলিয়া মনে করি। যাহাতে এই স্নেহ ও বিশ্বাসের আমি যথোপযুক্ত পাত্র হইতে পারি,—করুণানিধান আল্লাহ তাআলার নিকট আমার তাহাই আকুল প্রার্থনা।

কিন্তু বন্ধুগণ, যখন আমি দেখিতে পাই যে, সমাজ, শিক্ষা ও রাজনীতি ক্ষেত্রের বহু যশস্বী আহ্‌লে হাদীস সুসন্তান বাংলা দেশে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আহ্‌লে হাদীসগণের জীবন মরণ সমস্যার সন্ধিক্ষণে তাহাদিগকে পরিচালিত করার, এমন কি তাহাদের নিজস্ব সভাসমিতিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায়না এবং এই সকল কার্যের জন্য অযোগ্য, অক্ষম ও মৃতকল্প ব্যক্তিদিগকে টানিয়া বাহির করিতে হয়,—তখন দুঃখে ও লজ্জায় সত্যই আমার মস্তক অবনত হইয়া আসে।

ভ্রাতৃগণ, সমাজের এই দুরবস্থা ও লজ্জাকর পরিস্থিতির দুইটি কারণ আমি নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছি। প্রধান ও প্রথম কারণ—Inferiority Complex—সৎসাহসের অভাব ও মানসিক দুর্বলতার প্রভাব। সুলভ জনপ্রিয়তা লাভ করিবার জন্য আমাদের মাননীয় ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সমাজের সংশ্রব বর্জন করিয়াছেন, এমন কি তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তাকেই অস্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সর্বস্বীকৃত বিদ্‌আতী প্রতিষ্ঠান সমূহেরও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন করেন, কিন্তু আহ্‌লেহাদীসগণের কোন নিজস্ব কার্য ও তৎপরতা তাঁহাদের সহানুভূতি লাভ করিতে সমর্থ হয়না। তাঁহাদের দেখাদেখি বাজারে সস্তা নেতার দলের মধ্যে আজ অনেকেই আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের সহিত তাঁহাদের যোগসূত্র ছিন্ন করিয়া বসিয়া আছেন। চাকুরীজীবী ও ছাত্রসমাজের মধ্যে এই মানসিক পীড়া উৎকটভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ফলে আজ অনেকের মনে আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেই গভীর সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে এবং অন্তকার অবস্থা যদি আগামীকল্যের পূর্বাভাষ হয় তাহা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইলে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, বর্তমান অবস্থার প্রতিকার-ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে আহলে-হাদীস সমাজের বিলুপ্তি অবধারিত হইয়া গিয়াছে।

এইরূপ সংকটের ভিতর পাবনা টাউনের আহলে-হাদীসগণ জেলা আহলেহাদীস কনফারেন্সের অধিবেশন আহ্বান করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আত্মরক্ষা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পৃথিবীর সকল দল ও আন্দোলনের মত যদি আহলেহাদীসগণের থাকে, তাহাহইলে তাঁহাদের পক্ষে বাঁচিয়া থাকার প্রচেষ্টা কখনও নিন্দনীয় হইতে পারেনা।

সমাজের এবং আহলেহাদীস আন্দোলনের বর্তমান দুরবস্থার আর একটি কারণ এই যে, অজ্ঞতার তুল্য শত্রু আর কিছুই নাই। আহলেহাদীস মতবাদ এবং উক্ত আন্দোলনের কার্যক্রমের সহিত পরিচয় লাভ না করার দরুণ যেমন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুসলমানগণ আহলেহাদীস আন্দোলনকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, স্বয়ং আহলেহাদীসগণের বর্ত্তমান বংশধররাও উক্ত অজ্ঞতা নিবন্ধন আত্মবিস্মৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। কোরআনে করিম আত্মবিস্মৃতিকে অনাচার—ফেসক নামে অভিহিত করিয়াছে এবং বিশ্বাসী দল যাহাতে আত্ম-বিস্মৃতির মহামারীতে আক্রান্ত না হন তজ্জন্য সাবধান করিয়া দিয়াছে যে

ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون !

সকল জাতি আল্লাহকে বিস্মৃত হইয়াছে, হে মুসলমান, তোমরা তাহাদের ন্যায় হইওনা, কারণ তাহারা আল্লাহকে ভুলিয়া তাহার অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ আপনাদের সত্তাকেই ভুলিয়া গিয়াছে, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে অনাচারী। হশর : ১৯ আয়ত। অনুষ্ঠিত আহলেহাদীস কন্‌ফারেন্স উল্লিখিত অজ্ঞতার বেড়াজালকে ছিন্ন করিবার পক্ষে সহায়ক হউক, সর্বসিদ্ধিদাতা আল্লাহ-তাআলার দরবারে আমরা ইহাই সমবেতভাবে প্রার্থনা করিব।

وان اريد الا الاصلاح مااستطعت وما توفيقى الا بالله' عليه توكلت واليه انيب ـ

মুসলমানদের মধ্যে ফের্‌কাবন্দী বা দলগত ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডি কায়েম হইবার পূর্বে আহলে হাদীস এবং মুসলমান উভয় শব্দের তাৎপর্য এক ও অভিন্ন ছিল, যাঁহারা মুসলমান ছিলেন তাঁহারা সকলেই আহলে হাদীস ছিলেন। ইমাম হাকেম তাঁহার মুছ্‌তাদরকে এবং হাফেয খতিব বাগদাদী তাঁহার শর্ফ আছহাবুল হাদীস গ্রন্থে ছনদসহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, বিখ্যাত ছাহাবী হযরত আবুছাইদ খুদরী (রাযিঃ) কোন মুসলমান যুবককে দেখিতে পাইলে বলিতেন মরহাবা! হযরত রসূলে করিম (দঃ) এর ওছিয়ত অনু-যায়ী আমি তোমাকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে তোমা-দের জন্য মজ্‌লিস প্রশস্ত করিয়া দিবার অর্থাৎ স্থান দান করিবার ও তোমাদিগকে রসূলুল্লাহর (দঃ) হাদীস বুঝাইবার আদেশ করিয়া গিয়াছেন। তোমরা আমাদের স্থলাভিষিক্ত ও আমাদর পরবর্তী **আহলে হাদীস**,—হাকেম এই হাদীসকে বোখারী ও মুসলেমের শর্তানুরূপ বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। মোছতাদরকে হাকেম : (১) ৮৮ পৃঃ (তলখিছ যহবীসহ) ও শর্ফ আছহাবুল হাদীস, ২১ পৃঃ।

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه انه كان اذا رأى الشاب قال : مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ! امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نوسع لكم فى المجلس وان نفهمكم الحديث ! فانكم خلوفنا واهل الحديث بعدنا !

হযরত আবুছাইদ রসূলুল্লাহর (দঃ) শিষ্য ছিলেন এবং ১২টী যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। বোখারী ও মুছলেম তাঁহার বাচনিক সর্বশুদ্ধ ১ হাজার ১ শত সত্তরটী হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ৭৪ হিজরীতে মদি-নায় পরলোক গমন করেন।

আবুছাইদ খুদরী (রাযিঃ) রসূলুল্লাহর (দঃ) শিষ্য-মণ্ডলীকে আহলে হাদীস নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং ছাহাবাদের শিষ্যমণ্ডলী তাবেয়ীগণকেও আহলে হাদীস বলিয়া আখ্যাত করিয়া গিয়াছেন।

ব্যক্তিগতভাবেও ছাহাবাগণের মধ্যে হযরত আবদুল্লা-বিনে আব্বাছ ও হযরত আবুহোরায়রা (রাযিঃ) আহলে হাদীসরূপে পরিচিত ছিলেন। হাফেয খতিব বাগ্‌দাদী তাঁহার বাগ্‌দাদের ইতিহাসের ৩য় খণ্ডের ২২৭ পৃষ্ঠায় ইহা উল্লেখ করিয়াছেন ও হাফেয যহবী তাঁহার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাবাকাতের প্রথম খণ্ডের ৩২ পৃষ্ঠায় ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমাম শা'বী ৪৮ জন ছাহাবার নিকট হইতে হাদীস শ্রবণ করেন এবং ৫ শত ছাহাবাকে দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তিনি সমুদয় ছাহাবাকে আহলে হাদীস নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইমাম শা'বী বলিয়াছেন। ما حدثت الا بما اجمع عليه اهل الحديث' قال الذهبى : يعنى به الصحابة رضى الله عنهم - যে সকল মছলায় **আহলে হাদীস**-গণ একমত হইয়াছেন, আমি কেবল সেইগুলি বর্ণনা করিয়াছি। হাফেয যহবী বলিতেছেন যে, ইমাম শা'বী আহলে হাদীস শব্দদ্বারা ছাহাবার দলের কথা বুঝাইয়াছেন,—তয্‌কেরাতুল হোফ্‌ফায (১) ৭৭ পৃঃ।

তাবেয়ী-শ্রেষ্ঠ হযরত শা'বী স্বয়ং আহলে হাদীসরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন, দেখুন বাগ্‌দাদের তারিখ (১) ২২৭ পৃঃ। উস্তায্‌ আবু মনসুর বাগ্‌দাদী তাঁহার অসুলে-দীন গ্রন্থে বলিতেছেন: রুম, আলজেরিয়া, সিরিয়া, আযরবাইজান, বাবুল আবওয়াব প্রভৃতি স্থানের মুছলেম উপনিবেশসমূহের অধিবাসী বৃন্দ **আহলে হাদীস** মতবাদের অনুসরণ করিতেন; ঐরূপ আফ্রিকা স্পেন এবং পশ্চিম সাগরের পাশ্চাদ্বর্ত্তী দেশসমূহের সমুদয় মুসলমান উপনিবেশসমূহের অধিবাসীরা **আহলে হাদীস** ছিলেন। পুনশ্চ আবিসিনিয়ার উপকূলবর্ত্তী ইয়ামেনের সমুদয় সীমান্তবাসী **আহলে হাদীস** ছিলেন।—(১) ৩১৭ পৃষ্ঠা।

ثغور الروم والجزيرة والشام وازربيجان وباب الا بواب كل اهلها كانوا على مذهب اهل الحديث كذلك ثغور الا فريقية واندلس وكل ثغر وراء بحر المغرب كل اهلها كانوا من اهل الحديث وكذلك ثغور اليمن على ساحل الزنج كان اهلها من اهل الحديث

উল্লিখিত স্থানসমূহে ছাহাবা ও তাবেয়ীন কর্ত্তৃক প্রাথমিক উপনিবেশগুলি স্থাপিত হইয়াছিল। যথা: শাম বা সিরিয়া দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকের সময় ১৪ হিজরীতে আমিনুল উম্মৎ আবু ওবায়দাহ বিনুল জার্‌রাহ এবং বীর কেশরী ছয়ফুল্লাহ খালেদ জয় করেন।

মেসোপটেমিয়াও হযরত ওমরের শাসনকালে সাআদ বিনে আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে বিজীত হয়।

আযরবাইজানও তাঁহার সময়ে মুগীরা বিনে শো'বা কর্ত্তৃক ২২ হিজরীতে অধিকৃত হয়।

আফ্রিকা ৩য় খলীফা হযরত ওস্মানের শাসনকালে ২৭ হিজরীতে ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন ও মসাবাহু আবদুল্লাহ বিনে সাআদ প্রভৃতি সাহাবাগণ অধিকার করেন।

স্পেন: সর্বপ্রথম হযরত ওসমানের সময়ে ২৭ হিজরীতে আবদুল্লাহ বিন নাফে' প্রভৃতি স্পেনে সৈন্য পরিচালনা করেন। অতঃপর ৯২ হিজরীতে বীর কেশরী তারিক বিনে যেয়াদ সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া লন।

হিন্দ:—হযরত ওমরের শাসনকালে ১৪ হিজরীতে বাহরায়েনের শাসনকর্ত্তা ওছমান বিনে আবিল আছের নির্দ্দেশক্রমে ছাহাবা ও তাবেয়ীগণ সর্বপ্রথম বর্ত্তমান বোম্বাই নগরীর ২১ মাইল দূরবর্ত্তী থানা নামক বন্দর আক্রমণ করেন। ইহার অনতিকাল পরেই ওছমান বিন আবিল আছের সৈন্যদল থানা অধিকার করেন। অতঃপর ১৭ হিজরীতে হযরত মুগীরা বিন শো'বা সিন্ধুর বন্দর দিবলের উপর সৈন্য পরিচালনা করেন। ৪৪ হিজরীতে আমির মাবিয়ার রাজত্ব কালে মুহাল্লব বিন আবি ছোফ্‌রার নেতৃত্বাধীনে মুসলমান সৈন্যগণ পুনরায় অভিযান করেন এবং আবদুর রহমান বিন আশ্‌ ছমরা কাবুল জয় করিয়া লন। ৮৬ হিজরীতে দিবলের জলদস্যুরা সিংহলের মুসলিম উপনিবেশের কতিপয় নারীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়ায় এরাক অধিপতি হাজ্জাজ বিনে ইউসুফ তাঁহার সপ্তদশবর্ষিয় ভ্রাতুষ্পুত্র অথবা পিতৃব্যপুত্র ইমাদুদ্দীন মোহম্মদ বিন কাসেমকে দিবলাধিপতি সম্রাট দাহিরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। সম্রাট দাহিরকে পরাস্ত করিয়া মোহাম্মদ বিন কাসেম হিন্দে স্থায়ীভাবে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

স্বনামধন্য ভূপর্য্যটক ও ঐতিহাসিক শম্‌সুদ্দীন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মোহাম্মদ বিনে আহমদ বেশারী মকদেসী ৩৭৫ হিজরীতে তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। সিন্ধুর তৎকালীন রাজধানী মনসুরার অবস্থার আলোচনা প্রসংগে লিখিয়াছেন :—

অধিবাসীবর্গ যোগ্য ও সদাশয়, এই স্থানে ইসলাম সজীব আছে এবং বিদ্যা ও বিদ্বানগণ বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা ধীশক্তি সম্পন্ন ও তীক্ষ্ণ জ্ঞানশীল, পুণ্যবান, ধর্মভীরু ও দানশীল অমুসলমানগণ সকলেই প্রতিমা-পূজক আর মুসলমানগণ অধিকাংশই আহলে হাদীস,—আহসানুৎতাকাসীম :— ৪৮১ পৃঃ।

ভ্রাতৃগণ, আপনারা দেখিতে পাইলেন যে, ছাহাবা ও তাবেয়ীন কর্তৃক পৃথিবীর যেসকল প্রান্তে মুসলিম উপনিবেশসমূহ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার অধিবাসীবৃন্দ সকলেই আহলেহাদীস ছিলেন। বিশেষতঃ হিন্দের সকল মুসলমান উপনিবেশে ইসলামের প্রথম আবির্ভাবের সময় হইতে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত আহলেহাদীস মযহাব প্রবল ছিল। পরবর্তীকালে ইসলাম জগতে ফেরকাবন্দী প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিতকাল পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানগণের প্রতিষ্ঠিত মযহব ছিল একমাত্র আহলেহাদীস।

ইসলাম আহলেহাদীস মতবাদের নামান্তর মাত্র ছিল বলিয়া সতন্ত্রভাবে তখন আহলেহাদীসরূপে অভিহিত হইবার কোন প্রয়োজন উপস্থিত হয়নাই। কিন্তু উত্তরকালে যখন খারেজী ও শিয়াদের দল প্রতিষ্ঠিত হইল ই'তেযাল ও ইরজার ফেতনার সংগে সংগে কিতাব ও সুন্নতের পবিত্র সলিলে রায় ও কেয়াসের আবর্জনা মিশ্রিত হইতে লাগিল, তখন হযরত রসূলে করিমের তরীকাপন্থীগণের জন্য দুইটি পথ মুক্ত ছিল :

প্রথম পথ :—খারেজি ও শিয়ারা যেরূপ পৃথিবীর সকল মুসলমানকে কাফের বলিয়া প্রচার করিয়া কেবল নিজেদের জন্য মো'মেন ও মোসলেম আখ্যা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন তদরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন দলের মুসলমানদিগকে কাফের ঘোষণা করিয়া রসূলুল্লাহর (দঃ) তরীকাপন্থীগণের শুধু আপন দলের জন্য মোসলেম নাম পরিগ্রহ করা।

দ্বিতীয় পথ :—খারেজী, রাফেযী, জহমী, মো'তাযেলী, মুর্জিয়া প্রভৃতি ভ্রান্ত দলকে মুসলমানরূপে গণ্য করা এবং নিজেদের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক একটি নাম আপন দলের জন্য মনোনীত করা।

রসুলের তরীকাপন্থীগণের পক্ষে ভ্রান্ত দলসমূহের তকফীর করার উপায় ছিলনা : কারণ এই তরীকার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, কোনরূপ পাপ বা কবীরা গোনাহের জন্য তাঁহারা কোন মুসলমানকে কাফের বলিতে পারেননা। ছাহাবার দলের সহিত খারেজী ও রাফেযী দলসমূহের এই স্থানে হইতেছে মৌলিক প্রভেদ! রাফেযীরা হযরত আবুবকর, ওমর, ওছমান এবং লক্ষাধিক ছাহাবাকে কাফের বলিয়া থাকে, আর খারেজীরা আবুবকর ও ওমর এবং তাঁহাদের সময়ে যাঁহারা পরলোকগমন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে মুসলমান বলিয়া স্বীকার করে, কিন্তু পরবর্তী সমুদয় ছাহাবা ও তাবেয়ীন, যাঁহারা খারেজীগণের মতবাদ বরণ করিয়া লননাই, তাঁহাদের সকলকেই কাফের বলিয়া থাকে। শুধু মত বৈষম্যের দরুন জাতীয় দেহের অঙ্গচ্ছেদের এই বিদআৎ রসুলুল্লাহর (দঃ) তরীকাপন্থীগণ কখনও সমর্থন করিতে পারেননাই, কাজেই বিদআতী শিয়া ও খারেজী দলের তকফীর করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নাই, আর অন্যকার সুবিধাবাদী Inferiority Complex রোগাক্রান্ত অথবা সুলভ জন-প্রিয়তালোভী Cheap popolarity mongeris দের মত সুন্নত ও বিদআৎ, শির্ক ও তৌহীদ, তকলীদ ও ইত্তেবা সমস্তই একাকার করিয়া রেকাবী মযহবের পত্তন করাও তাঁহাদের ক্ষমতার অতীত ছিল, তাই সকল দলের জন্যই মুসলিম আখ্যার দাবী স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহারা আপনাদের জন্য হযরত রসূলে করিমের মুখনিঃসৃত এবং ছাহাবাগণের পরিগৃহীত আহলেহাদীস নাম গ্রহণ করিলেন।

হযরত ইমাম আবুহানিফার আমলেও এই আহলেহাদীস দল সমভাবে বিদ্যমান ছিলেন। ইমাম সাহেব যখন বাগদাদে প্রবেশ করেন তখন সরস খেজুরের সহিত শুষ্ক খেজুরের বিনিময় সুসিদ্ধ কিনা, তাহা লইয়া আহলেহাদীস দলের সহিত তাঁহার বিতর্ক উপস্থিত হয়। দেখুন হিদায়ার টিকা এনায়া, ৫ম খণ্ড, ২৯২ পৃঃ।

তাতর খানিয়া ও ফতাওয়ায় হাম্মাদীয়ার হুদুদ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবু বকর জওযজানীর সময়ে জনৈক হানাফী কোন আহলে হাদীসের নিকট তাহার কন্যার পানি প্রার্থী হয়, আহলে হাদীস লোকটি বলে যে, হানাফী তাহার মযহব ত্যাগ করিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ করিতে এবং রুকুতে যাওয়া এবং রুকু হইতে উঠার সময় হস্তোত্তোলন 'রফ এ ইয়াদায়েন' প্রভৃতি আহলে হাদীস মযহাবের পরিচায়ক কার্যাদি করিতে প্রস্তুত না হইবে, ততক্ষণ সে হানাফীকে তাহার কন্যা দান করিবেনা। হানাফী ব্যক্তি কন্যার পিতার প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার পর বিবাহ সম্পন্ন হয়। ইমাম আবু বকর জওযজানীকে এই বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি মাথা নিচু করিয়া থাকেন ও বিবাহ সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ফতওয়া দেন,—রদ্দুল মোহতার (৩) ১৯০ পৃঃ।

ইমাম আবুবকর জওযজানীর নাম আহমদ বিন ইসহাক, ইনি ইমাম মুহাম্মদ বিন্নুল হাসানের ছাত্র মুছা বিনে সোলায়মান জওযজানীর শিষ্য ছিলেন এবং তৃতীয় শতকের মধ্যভাগে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তাতর খানিয়া ও ফতাওয়ায়ে হাম্মাদীয়াগ্রন্থে ইহাও লিখিত আছে যে, বিখ্যাত হানাফী ইমাম আবুহাফস কবীরের (জন্ম ১৫০ হিঃ) সময় জনৈক হানাফী আহলে হাদীস মযহব অবলম্বন করে এবং ইমামের পশ্চাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করিতে ও রফ্ এ-ইয়াদায়ন করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। শায়খ আবু হাফস এই কথা জানিতে পারিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং জল্লাদের সাহায্যে প্রকাশ্য স্থলে উক্ত আহলে হাদীসকে বেত্রাঘাত করিবার আদেশ দিবার জন্য সুলতানকে বাধ্য করেন। অবশেষে বহু লোকের অনুরোধক্রমে লোকটি তওবা করিলে তাহার প্রাণ রক্ষা হয়।—আলইর্শাদের টীকা ১৮৬ পৃঃ।

এই সকল ঘটনার সাহায্যে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, হিজরীর দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এমন একদল লোক বিদ্যমান ছিলেন, যাঁহারা আহলে হাদীস রূপে আখ্যাত হইতেন এবং তাহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ও নমাযে রুকুতে যাওয়া এবং রুকু হইতে উঠার সময় রফ্ এ ইয়াদায়ন করা।

কেহ মনে করিতে পারেন যে, ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পাঠ ও রফ্ এ ইয়াদায়নের কার্য মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীরাও করিয়া থাকেন, সুতরাং আহলে-হাদীস রূপে যাহাদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহারা বস্তুতঃ মালেকী অথবা শাফেয়ী কিম্বা হাম্বলী ছিলেন।

ইহার উত্তর স্বরূপ আমি ইহাই বলিব যে, ইমাম আবুহানিফা, মালেকী, শায়েয়ী ও আহমদ বিন হাম্বলের জন্মগ্রহণ করার পূর্বেও যে মুসলমানগণ আহলেহাদীস রূপে আখ্যাত হইতেন, তাহা ঐতিহাসিক প্রণালীতে প্রমাণিত হইয়াছে এবং ইমামগণের মযহবের সঙ্গে সঙ্গে আহলেহাদীস মতবাদের কথা সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে ফিক্-হের গ্রন্থসমূহে আলোচিত হইয়াছে।

উপরোক্ত রফ্ এ ইয়াদায়নের মস্আলা সম্পর্কে ইমাম মোহাম্মদ বিনে আবদুল বাকী যোর্কানী মালেকী (মৃঃ ১১২২ হিঃ) বলিতেছেন :

"আবু মছআব, ইবনে ওয়াহাব ও আশ্হাব প্রভৃতি ইমাম মালেক সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি নমাযের রুকুতে যাইবার ও রুকু হইতে উঠিবার প্রাক্কালে ইবনে উমরের হাদীস অনুযায়ী রফ্ এ ইয়াদায়ন করিতেন। ইমাম আওযায়ী, শাফেয়ী, আহমদ, ইস্হাক তাবারী এবং জামাতে আহলেহাদীস ইহাই বলিয়া থাকেন,—শরহে মোআত্তা, (১) ১৪৩ পৃঃ।

আপনারা দেখিতে পাইলেন যে, মযহব সমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লামা যোর্কানী আহলেহাদীস জমাআতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মযহবকে মালেকী শাফেয়ী ও হাম্বলী মযহব সমূহ হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুহিউদ্দীন নববী শাফেয়ী (মৃত ৬৬৭ হিঃ) বলিতেছেন : আলেমগণ তাশাহ্হুদ সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন যে, উহা পাঠ করা ওয়াজিব না সুন্নত? ইমাম শাফেয়ী ও একদল ফকীহ বলিতেছেন : প্রথম তাশাহ্হুদ সুন্নত আর দ্বিতীয়টি ওয়াজিব। আহলেহাদীসগণ বলেন : উভয় তাশাহ্হুদই ওয়াজিব। ইমাম আহমদ বলিতেছেন : প্রথমটি ওয়াজিব, দ্বিতীয়টি ফরয।

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম আবুহানিফা, ইমাম মালেক ও অধিকাংশ ফকীহ বলিতেছেন: উভয় তশহহুদই সুন্নত, অন্য রেওয়ায়ত অনুসারে ইমাম মালেক শেষ তাশাহহুদকে ওয়াজিব বলিয়াছেন:—শরহে মুসলিম, (১) ১৪০ পৃ:।

আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন যে, তশহহুদ সম্পর্কে আহলেহাদীসগণের মযহব সম্পূর্ণ পৃথকভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

তিনি আরও বলিয়াছেন: যদি কাহারো শরীক বিক্রয় ব্যাপার অবগত থাকে এবং অনুমতিও প্রদান করিয়া থাকে, তথাপি বিক্রয়ের পর যদি হকে শোফআ দাবী করিয়া বসে, তাহাহইলে তাহার দাবী টিকিবে কিনা, সে সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন মত অবলম্বন করিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আবু হানিফা ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী; উছমানুল বত্তী (মৃত ১৪৩ হি:) ইবনু আবিলায়লা প্রভৃতি বলেন: তাহার হক্কে শেফআর দাবী গ্রাহ্য হইবে। ইমাম হাকাম বিনে উতায়বা (মৃত ১১৫ হি:) সুফইয়ান ছওরী, আবু উবায়দ (মৃত ২২৪ হি:) এবং আহলে হাদীসগণের একদল বলিতেছেন; গ্রাহ্য হইবেনা। ইমাম আহমদ কর্তৃক দুই প্রকার উক্তিই বর্ণিত আছে,—শরহে মুসলিম (২) ৩২ পৃ:।

উল্লিখিত উক্তি সমূহের সাহায্যে প্রমাণিত হইল যে, আহলেহাদীসগণের মযহব হানাফী, শাফেয়ী ও মালেকী মযহব হইতে স্বতন্ত্র।

এযাবৎ আহলেহাদীসগণের দলগত পরিচয় সম্পর্কে যতগুলি কথা আমি আলোচনা করিয়াছি, তদ্বারা কয়েকটি বিষয় অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছে:

প্রথমতঃ আহলে হাদীসগণ কোন নূতন দল নহেন বা শায়খ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব (১১১৫-১২০৬ হি:) অথবা অন্যকোন আধুনিক ব্যক্তি এই দলের প্রতিষ্ঠাতা নহেন। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং হযরত রসূল করিম মুহাম্মদ মোস্তফা (দ:)! মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের বহুপূর্ব হইতে এই দলের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে। যাহারা আহলে হাদীসদিগকে দুই এক শতাব্দীর নূতন দলরূপে প্রতিপন্ন করিতে চাহেন তাঁহারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সারে ইতিহাস, মিলল ও ফিকহগ্রন্থ সম্পর্কে স্বীয় অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন মাত্র।

দ্বিতীয় বিষয় উল্লিখিত উক্তিসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আহলেহাদীসগণ প্রচলিত মযহবসমূহের অন্তর্ভুক্ত হাদীসশাস্ত্র বিশারদগণের নাম নহে। আহলে হাদীসগণের পরিগৃহীত মছআলাগুলির প্রায় সমস্তই মযহব চতুষ্টয়ের অন্তর্গত কোন না কোন দল কর্তৃক নিশ্চিতরূপে সমর্থিত হইয়াছে বটে কিন্তু আহলে হাদীসগণ প্রচলিত মযহবসমূহের মধ্যে নির্দ্দিষ্টরূপে কোন একটির অন্তর্গত নহেন, তাঁহাদের দল সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও স্বতন্ত্র।

তৃতীয় বিষয় প্রমাণিত হয় যে, কেবল শাস্ত্রতত্ত্ববিদগণ আহলে হাদীসরূপে পরিচিত ছিলেননা, ছাহাবাগণের যুগে সকল মুসলমান এবং পরবর্ত্তীকালে সাধারণ মুসলমানগণের একটি দল এই নামে পরিচিত ছিলেন।

(২)

ভ্রাতৃগণ, অতঃপর আমি আহলে হাদীস আন্দোলনের কয়েকটি মূলনীতির কথা সংক্ষেপে আপনাদের নিকট আলোচনা করিব।

প্রথম: মুসলমানগণের অনুসরণীয় ইমাম ও নেতা একমাত্র হযরত রসূল করীম মোহাম্মদ মোস্তফা (দ:); অপর কোন ব্যক্তি নহেন,—হইতে পারেননা।

দ্বিতীয়: মুসলমানদিগকে সর্বপ্রকার শাস্ত্রীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান কোরআন ও রসূলুল্লাহর (দ:) হাদীস অনুসারে করিতে হইবে।

তৃতীয়: কোরআন ও সহীহ হাদীসের ভিতর কোন সমস্যার সমাধান দৃষ্টিগোচর না হইলে তৎসম্পর্কে ছাহাবাগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

৪র্থ: যেসকল বিষয়ের মীমাংসা কোরআন, সহীহ হাদীস ও ছাহাবাগণের ইজমার মধ্যে নাই, সেইসকল বিষয়ে কিতাব ও সুন্নতের আদর্শকে ভিত্তি করিয়া আলেমগণ ইজতিহাদ করিবেন। কিতাব ও সুন্নতের প্রতিকূল কোন ইজতিহাদ গ্রাহ্য হইবেনা এবং কোন ইজতিহাদ কিতাব ও সুন্নত এবং ছাহাবাগণের ইজমার স্থান অধিকার করার যোগ্য বিবেচিত হইবেনা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৫মঃ— কোন ক্রমেই ধর্মীয় ব্যাপারে কাহারও বেদলীল উক্তির অনুসরণ করা চলিবেনা।

আহলেহাদীস মতবাদের এই মূলনীতিগুলি ছাহাবা ও তাবেয়ীনের পরিগৃহীত মতবাতের সারাংশ মাত্র।

ভ্রাতৃগণ, কেন্দ্র ছাড়া যেরূপ বৃত্তের কল্পনা করা সম্ভব পর নয়, আকাশ ও পৃথিবীর বিরাট গোলকের শৃংখলাকেও সেইরূপ কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছে। শিক্ষিত মুসলিম সাধকবৃন্দ বলিয়া থাকেন: হকিকৎ الحقيقة كالكرة বা বাস্তব প্রকৃতপক্ষে বৃত্তের ন্যায়। মানবীয় আকায়েদ (মতবাদ) ও আমলের (আচরণ) কেন্দ্র আল্লাহর গ্রন্থ ও তদীয় রসুলের (দঃ) নির্দ্দেশ ছাড়া আর কিছুই নাই, হইতে পারে না। এই মূল কেন্দ্র কোন কারণে এবং কোন অবস্থাতেই আপন স্থান হইতে সরিবে না, সকলকেই এই মূল কেন্দ্রের নিমিত্ত আপনাপন কেন্দ্রাতিগ (Centrifugal) স্থান হইতে সরিয়া আসিতে হইবে। এই আশ্রয় ও অবলম্বন কাহারো খাতেরে, কাহারো ভয়ে, কাহারো ভক্তির জন্য কোন কেন্দ্রাতিগাকর্ষণের নিমিত্ত পরিহার করা যাইতে পারে না; সকল দুয়ার, সকল আশ্রয় ও সকল আকর্ষণকে এই মহান অবলম্বন লাভ করিবার জন্য ছিন্ন করিতে হইবে।

আহলেহাদীস মতবাদ উল্লিখিত কেন্দ্রশক্তির প্রেরণা মাত্র! এই মতবাদ হইতে বিচ্যুত হওয়ার দরুন শতাব্দী ধরিয়া মুসলমানগণ কেন্দ্রচ্যুত জীবন যাপন করিতেছেন।

কেহ কেহ বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, দলপন্থী সকল মুসলমান মূলতঃ কিতাব ও সুন্নতের অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করেন। তবে এই কার্য তাঁহারা স্বস্ব অনুসরণীয় ইমামগণের মধ্যস্থতায় সমাধা করিতে চাহেন মাত্র। এই কথার মধ্যে যে অনেকটা সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহা অজ্ঞ ও কলহ পরায়ণ ব্যক্তি ছাড়া কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। জিজ্ঞাস্য শুধু এই যে, এরূপ আচরণের সাহায্যে আল্লাহর গ্রন্থ ও আল্লাহর রসুল (দঃ) কর্ত্তৃক সেই গ্রন্থের ব্যাখ্যা বা সুন্নতের স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজত্বের স্বাতন্ত্র বজায় থাকে কি? না তাহা কতকগুলি সাধারণ ব্যক্তিত্বের অনুমতি সাপেক্ষ হইয়া যায়? ইমাম ও মুজতাহেদগণ আল্লাহ ও তদীয় রসুলের (দঃ) অনুসরণ করিবার জন্য অনুমতি দিয়াছেন বলিয়াই কি আল্লাহ ও তদীয় রসুলের আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে? এরূপ ক্ষেত্রে প্রকৃত আদেশের অধিকার কাহার হস্তে সমর্পণ করা হইল? যে সকল মানুষ সম্বন্ধে পৃথিবীর কেহই দাবী করিতে পারেনা যে, তাঁহারা নিষ্পাপ ও অভ্রান্ত ছিলেন, আহলেহাদীস মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানগণ তাঁহাদের উক্তি ও সিদ্ধান্তসমূহকেই মূল কেন্দ্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা কোন অবস্থাতেই উল্লিখিত কেন্দ্র বিমুখ-বলের প্রভাব হইতে মুক্তি লাভ করিতে প্রস্তুত নহেন, অথচ আল্লাহর গ্রন্থ ও তদীয় রসুলের (দঃ) নির্দেশাবলীতে তাঁহাদের উল্লিখিত আপনাপন মনগড়া কেন্দ্রসমূহের চতুষ্পার্শে প্রদক্ষিণ করাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন। আর সর্বাধিক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 'এলাহি ওয়াহি'কে এইরূপ কলুর বলদে পরিণত করার ভয়াবহ কার্যকে তাঁহারা সমন্বয় সাধন বা তৎবীক ও তওফীক নামে অভিহিত করিতেছেন।

فيـا لله و يا للعجب

এই ভয়াবহ, আচরণের নাম যদি সমন্বয় সাধন হয়, তাহা হইলে আল্লাহর শপথ, পৃথবীতে অপপ্রয়োগ Perversion বা তহরীফ ও তবদীল বা পরিবর্ত্তন বলিয়া কোন কার্যের অস্তিত্ব নাই এবং ইহুদী ও খৃষ্টানগণ স্বস্ব গ্রন্থে কোন দিন তহরীফ করেন নাই।

والتحـقـيق ان العصمة للانبـياء ـ ومن عداهم قد يخطى وقد يصيب فمن ظن انه يكتـفى بما وقع فى خاطره من ماجاء بـه الرسول فـقد ارتكب اعظم الخـطا وضـل ضلا لا مبـينا ۔ (১)

(ক্রমশঃ)

১। অর্থাৎ:—এবং প্রকৃত কথা এই যে, নিষ্পাপ হওয়া শুধু নবীগণের বৈশিষ্ট্য। অপর সকলের মধ্যেই শুদ্ধ ও ভ্রম উভয়ের সমাবেশ রহিয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি এই ধারণা পোষণ করে যে, রসুলের আদর্শ ব্যাতীরেকে তাহার কল্পনাই তাহার জন্য যথেষ্ট হইবে সে মহা পাপী এবং স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত।

—রহমানী।

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলূগুল মরামের বঙ্গানুবাদ

—মুন্‌তাছের আহমদ রহমানী

(পূর্বানুবৃত্তি)

২২২) হযরত আবু কাতাদার [রাযিঃ] বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ [দঃ] আমাদিগকে নমায পড়াইতেন এবং যোহর ও আসরের প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতেহা এবং অপর দুইটি সূরাও পাঠ করিতেন। কোন কোন সময় তিনি আমাদিগকে — শোনাইয়া

قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى بنا فيقرأ فى الظهر والعصر فى الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية احيانا ويطول الركعة الاولى ويقرأ فى الاخريين بفاتحة الكتاب -

আয়ত পাঠ করিতেন অর্থাৎ কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে কিরআত করিতেন এবং প্রথম রাকাআত দ্বিতীয় রাকাআত অপেক্ষা দীর্ঘ করিতেন। তিনি শেষ রাকাআতদ্বয়ে শুধু সূরা ফাতেহা পাঠ করিতেন —বুখারী ও মুসলিম।

২২৩) হযরত আবু ছাঈদ খুদ্‌রীর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, আমরা যোহর এবং আছরের নমাযে রসূলুল্লাহর (দঃ) দাঁড়ানোর সময়ের অনুমান করিতাম। যোহরের নমাযের প্রথম দুই রাকআতে হযরতের দাঁড়াইবার সময় সূরা আলিফলাম-মীম আস্ সিজদাহ পাঠের সমপরিমাণ এবং পরবর্তী দুই রাকআতে উহার

كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الظهر والعصر فحزرنا قيامه فى الركعتين الاوليين من الظهر قدر السم تنزيل السجدة وفى الاخريين قدر النصف من ذلك وفى الاوليين من العصر على قدر الاخريين من الظهر والاخريين على النصف من ذلك

অর্দ্ধেক পরিমাণ সময় হইবে বলিয়া আমরা অনুমান করিয়াছি। এইরূপ আছরের নমাযে প্রথম দুই রাকআতে যোহরের নমাযের শেষ দুই রাকআত পরিমাণ এবং পরবর্তী দুই রাকআতে উহার অর্দ্ধেক পরিমাণ সময় তিনি দাঁড়াইতেন।—মুসলিম।

২২৪) হযরত ছুলায়মান বিন এছারের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, অমুক (আমর বিন ছলমা মদীনার গবর্ণর) যোহরের নমাযে প্রথম দুই রাকআত সুদীর্ঘ করিতেন এবং আছরের নমায সংক্ষিপ্ত করিতেন। মাগরিবের নমাযে তিনি কেছারে মুফাস্‌সল (ছোট ছোট সূরা), ঈশার নমাযে মধ্যম সূরা এবং ফজরের নমাযে লম্বা সূরা পাঠ করিতেন। অতঃপর হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলিলেন, রসূলুল্লাহর (দঃ) নমাযের সহিত ইহার নমায অপেক্ষা অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ নমায বর্তমানে আমি কাহারও পিছনে পড়ি নাই।—নাসায়ী বিশুদ্ধ সনদে।

كان فلان يطيل الاوليين من الظهرو يخفف العصر ويقرأ فى المغرب بقصار المفصل وفى العشاء بوسطه وفى الصبح بطوال له فقال ابو هريرة ماصليت وراء احد اشبه صلوة برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من هذا -

২২৫। হযরত জুবায়র বিন মুত্‌ঈম (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহকে (দঃ) মাগরিবের নমাযে সূরা অত্তুর পাঠ করিতে শ্রবণ করিয়াছি।—বুখারী ও মুসলিম।

قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ فى المغرب بالطور -

২২৬) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) শুক্রবার দিবসের ফজরের নমাযে আলিফ লাম মীম সিজদা (প্রথম রকাআতে) এবং

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ فى صلوة الفجر يوم الجمعة الم تنزيل السجدة وهل اتى على الانسان و للطبرانى

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সূরা হালআতা আলাল ইনছানে (দ্বিতীয় রাক-আতে) পাঠ করিতেন।—বুখারী ও মুসলিম। তাবরানীর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদের বর্ণনাতে—তিনি (দঃ) এরূপ সর্বদা করিতেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

من حديث ابن مسعود يديم ذالك ـ

২২৭) হযরত হুযায়ফা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহর (দঃ) সহিত নমায পড়িয়াছি। (কিরআতের মধ্যে) কোন রহমত সম্বলিত আয়ত পাঠ করিলে তিনি কিছুক্ষণ থামিয়া যাইতেন এবং আল্লাহর রহমত কামনা করিতেন। পক্ষান্তরে কোন আযাব সম্বলিত আয়ত পাঠ করিলে তিনি উক্ত আযাব হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন।—আহমদ ও সুনন। তিরমিযী এই হাদীসকে হাসন বলিয়াছেন।

صليت مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فما مرت به آية رحمة الا وقف عند هايسال ولا آية عذاب الا تعوذ منها

২২৮) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, দেখ, রুকু' এবং সিজদা কালে কুরআন পাঠ করিতে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে। অতএব রুকু'তে প্রভুর মহত্ব কীর্তন করিতে থাক এবং সিজদায় দোয়া প্রার্থনায় সচেষ্ট হও, ইহা দোয়া কবুল হওয়ার উপযুক্ত সময়।—মুসলিম।

الا انى نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجدة فاجتهدوا فى الدعاء فقمن ان يستجاب لكم ـ

২২৯। হযরত আয়েশার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) রুকু'তে এবং সিজদাতে এই দোয়া পাঠ করিতেন" ছুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহাম্‌দিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী" পবিত্রময় তুমি হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু! আমি তোমার প্রশংসা করিতেছি। অতএব হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর।—বুখারী ও মুসলিম।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول فى ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلى ـ

২৩০) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) যখন নমাযে দাঁড়াইতেন তখন দাঁড়ানকালে এবং রুকূ'তে যাওয়া কালে তক্‌বীর বলিতেন; রুকূ' হইতে পিঠ উঠান কালে তিনি 'ছমিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্'[১] বলিয়া দাঁড়াইয়া সেই অবস্থায়ই বলিতেন 'রব্বানা ওয়া লাকাল্ হামদু'[২] সিজদায় গমন কালে তিনি তক্‌বীর বলিতেন এবং সিজদা হইতে মস্তক উত্তোলন কালেও তক্‌বীর বলিতেন। পুনরায় সিজদায় গমন কালে এবং সিজদা হইতে উঠা কালে হযরত তক্‌বীর বলিতেন। এই রূপে পূর্ণ নমাযেই তক্‌বীর বলিতেন। অতঃপর যখন দুই রাক্‌আতের পর বসিয়া (তশহহুদ পাঠের পর) দাঁড়াইতেন তখনও তক্‌বীর বলিতেন।—বুখারী ও মুসলিম।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا قام الى الصلوة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوى ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذالك فى الصلوة كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس ـ

২৩১) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) রুকূ' হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়ান অবস্থায় এই দোয়া[৩] পাঠ করি-

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملاء السموات والارض

১) যাহারা আল্লাহর প্রশংসায় পঞ্চমুখ আল্লাহ তাহাদের প্রশংসা গ্রহণ করিয়াছেন।

২) প্রভু হে। তোমার জন্য সমুদয় প্রশংসা।

৩) উচ্চারণঃ—আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদু মিলআস্ সামাওয়াতে অল আরযে ওয়া মিল্‌আ মা শি'তা মিন শাইয়িন বা'দু; আহ্‌লাছছানায়ে অল মাজ্‌দে। আহাক্কু মা কালাল আবদু ওয়া কুল্লুনা লাকা আবদুন। আল্লাহুম্মা লামানেআ লেমা আ'তাইতা ওয়ালা মু'তিয়া লেমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল্‌জাদ্দে মিনকাল জাদ্দু।

www.ahlehadeethbd.org

তেন, হে আল্লাহ আমাদের প্রভু তোমারই জন্য উত্তম প্রশস্তি যাহাতে আকাশ এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ হইতে পারে এবং অতঃপর যাহা তুমি ইচ্ছা কর (তাহাও পরিপূর্ণ হইতে পারে) প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী প্রভু! বান্দাদের প্রশংসার অত্যুপযোগী এবং আমরা সকলেই তোমার দাস। হে আল্লাহ, তুমি যাহা দান কর তাহা প্রতিরোধ করার কাহারও ক্ষমতা নাই আর তুমি যাহা প্রতিরোধ কর তাহা প্রদান করার কাহারও ক্ষমতা নাই। অদৃষ্টমানের অদৃষ্ট—তোমার ইচ্ছা ব্যতীত—কাহারও কোন উপকার করিতে পারিবেনা।—মুসলিম।

ملا ماشئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد أحق ماقال العبد وكلنا لك عبد اللهم لامانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ـ

২৩২) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, আমাকে সপ্ত অঙ্গে ভর করিয়া সিজদা করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, ললাটে এবং তিনি এই বলিয়া নাকের দিকে ইংগিত করিলেন, হস্তদ্বয়, হাটুদ্বয় এবং পদযুগলের (অঙ্গুলীর) কিনারাসমূহ।—বুখারী ও মুসলিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين

২৩৩) হযরত আবদুল্লাহ বিন বুহায়না (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) যখন নমাযে সিজদা করিতেন তখন তিনি হস্তদ্বয়কে পার্শ্বদেশ হইতে এতদূর সরাইয়া রাখিতেন যে, তাঁহার বগলের সাদা অংশ প্রকাশ হইয়া পড়িত।—বুখারী ও মুসলিম।

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه ـ

২৩৪) হযরত বরা' বিন আযেব (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ(দঃ) বলিয়াছে যখন তুমি সিজদা কর তখন তোমার হস্তদ্বয়কে মাটিতে রাখ এবং কনুইদ্বয়কে মাটি হইতে উপরে রাখ।—মুসলিম।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك

২৩৫) হযরত ওয়াইল বিন হুজর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) যখন রুকু'তে যাইতেন তখন হাতের অঙ্গুলীগুলিকে প্রশস্ত করিতেন এবং যখন সিজদায় যাইতেন তখন অঙ্গুলীগুলিকে মিলিত রাখিতেন।—হাকীম।

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا ركع فرج بين اصابعه واذا سجد ضم اصابعه

২৩৬) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহকে (দঃ) দেখিয়াছি যে, তিনি (দঃ) (কারণবশতঃ) আসন পাতিয়া বসিয়া নমায পড়িয়াছেন।—নাছায়ী, ইবনে খুযায়মা এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي متربعا ـ

২৩৭) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, নবী করীম দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে এই দোয়া পাঠ করিতেন[১] হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি রহম কর, আমাকে সরল পথে চালাও, আমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন কর এবং আমাকে রিয্ক প্রদান কর।—আবুদাউদ প্রভৃতি। হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفرلي وارحمني واهدني وعافني وارزقني

২৩৮) হযরত মালেক বিন হুয়াইরিছ (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (দঃ) কে নমায পড়িতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনি (দঃ) বেজোড় রাকাআতে সোজা হইয়া না বসিয়া দাঁড়াইতেন না (অর্থাৎ জলছায়ে ইছ্তেরাহাত করিয়া তারপর দাঁড়াইতেন)।—বুখারী।

انه راى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلوته لم ينهض حتى يستوى قاعدا ـ

২৩৯) হযরত আনছ বিন মালেক (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে রসূলু-

كان رسول الله صلى الله

১) উচ্চারণঃ—আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ারহাম্‌নী ওয়াহ্‌দিনী ওয়া আফিনী ওয়ারযুক্‌নী।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

تعالى عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من العرب ثم تركه ـ

লাহ (দঃ) রুকু'র পর একমাস দোয়া কুনূত পড়িয়াছেন। উহাতে তিনি আরবের কতিপয় গোত্রের বিরুদ্ধে বদ্ দোয়া করিয়া অতঃপর উহা পরিত্যাগ করিয়াছেন —বুখারী ও মুসলিম।

আহমদ এবং দারকুত্নীতে অন্য সূত্রে এইরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে বর্দ্ধিত হইয়াছে—কিন্তু [রসূলুল্লাহ] দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ফজরের নামাযে দোআয় কুনূত পড়িয়া গিয়াছেন।

২৪০) হযরত আনছ (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان لايقنت الا اذا دعا لقوم اودعا على قوم ـ

যে, নবী (দঃ) কোন সম্প্রদায়ের পক্ষে দোয়া করার জন্য অথবা কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দোয়া করার প্রয়োজন ব্যতীত 'কুনূত' পড়িতেননা।—ইবনে খুযায়মা ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

২৪১) হযরত ছঈদ বিন তারিক আশ্‌জয়ী

قلت لابى يا ابت انك قدصليت خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وابى بكر وعمر وعثمان وعلى افكانوا يقنتون فى الفجر قال اي بنى محدث ـ

(রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলেন, আমি আমার পিতা (তারিক) কে জিজ্ঞাসা করিলাম আব্বাজান, আপনি রসূলুল্লাহ (দঃ), আবুবকর সিদ্দীক, উমর, উছমান এবং আলীর (রাযিঃ) পিছনে নমায পড়িয়াছেন, তাঁহারা ফজরের নমাযে দোয়া কুনূত পড়িতেন কি? তিনি বলিলেন, বৎস! ইহা (সর্বদা ফজরের সময় দোয়া কুনূত পড়া) নুতন।—আহমদ, তিরমিযী নাছায়ী ও ইবনে মাজাহ।

২৪২) হযরত হাসান বিন আলী (রাযিঃ) কর্তৃক

علمنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلمات اقولهن فى قنوت الوتر اللهم اهدنى فيمن هديت وعافنى فيمن عافيت وتولنى فيمن توليت وبارك لى فيما اعطيت وقنى شرما قضيت فانك تقضى ولا يقضى عليك انه لايذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت

বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে বিত্‌র নমাযে কুনূত পাঠ করার জন্য কতিপয় বাক্য শিক্ষা দিয়াছেন। (তাহা এই)[১] হে আল্লাহ যাহাদিগকে তুমি সরল পথের সন্ধান দিয়াছ আমাকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সঠিক পথের সন্ধান দাও, যাহাদিগকে তুমি ক্ষমা করিয়াছ তাহাদের মধ্যে গণ্য করিয়া আমাকেও ক্ষমা কর, তোমার বন্ধুদের মধ্যে আমাকেও গ্রহণ কর, আমাকে যাহা প্রদান করিয়াছ তাহাতে বরকত দাও, তুমি যে সমস্ত বিপদ আপদ নির্ধারিত করিয়াছ তাহার ক্ষতি হইতে আমাকে পরিত্রাণ দান কর কেননা তুমিই মীমংসাকারী তোমার মীমাংসার প্রতিকূলে কোনরূপ মীমাংসা নাই, এবং তুমি যাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়াছ তাহারা অপমানিত হইবেনা। প্রভু হে, তুমি সমৃদ্ধশালী এবং মহামহিম।—সুনন ও আহমদ। তবরানী এবং বয়হকীর সূত্রে বর্দ্ধিত হইয়াছে

ولايعز من عاديت ـ

যাহারা তোমার দুশমন তাহারা কদাচ সম্মানীয় হইতে পারিবেনা। নাছায়ীর হাদীসে অন্য সূত্রে এই দোয়ার শেষাংশে বর্দ্ধিত হই-

وصلى الله على النبى ـ

য়াছে নবীর প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক। বয়হকীতে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস কর্তৃক

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به فى القنوت من صلوة الصبح ـ

বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে একটি দোয়া শিক্ষা দিতেন যাহাতে আমরা ফজরের নমাজের কুনূতে দোয়া করিতে পারি। কিন্তু এই হাদীসের সনদে দুর্বলতা রহিয়াছে।

২৪৩) হযরত আবুহুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا

বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যখন তোমাদের কেহ সিজ্‌দা করে তখন সে যেন উষ্ট্রের

১) আল্লাহুম্মাহ্‌দিনী ফীমান হাদায়তা ওয়া আফিনী ফীমান আফায়তা ওয়া তওয়াল্লানী ফীমান তওয়াল্লায়াতা ওয়া বারিকলী ফীমা আ'তায়তা ওয়াকিনী শররা মা কাযায়তা ফাইন্নাকা তক্‌যী ওয়ালা য়ুক্‌যা আলায়কা ইন্নাহু লাইয়াযিলু মাও ওয়ালায়তা তাবারাকতা ওয়া তাআলায়তা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

فقال اذا صلى احدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لااله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو -

তোমাদের কেহ যখন নমায পড়িতে আরম্ভ করে তখন [তশহুহুদ কালে] এই দোয়া[১] পড়িবে সমুদয় ইবাদত ও অর্চনা [মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক] শুধু আল্লাহর জন্য। হে নবী আপনার প্রতি শান্তি, আল্লাহর অনুকম্পা ও বরকত অবতীর্ণ হউক। আমাদের এবং আল্লাহর অপরাপর সাধুসজ্জনগণের প্রতিও শান্তি [নাযেল] হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং আমি ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ [দঃ] আল্লাহর দাস ও প্রেরিত রসূল।

অতঃপর নমাযী দোআয় [মাছুরার] মধ্য হইতে যে দোয়া তার পছন্দনীয় হয় পড়িবে এবং দোয়া করিবে।—বুখারী ও মুসলিম। শব্দগুলী বুখারী হইতে গৃহীত। নাছায়ীর বর্ণনাতে "আমরা তশহুহুদ ফরয হওয়ার পূর্বে এইরূপ বলিতাম" উল্লেখ হইয়াছে। আহমদের সূত্রে "নবী [দঃ] তাঁহাকে [আবদুল্লাহ বিন মসউদ) তশহুহুদ শিক্ষা দিয়াছেন এবং অপর লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন" বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস বলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে তশহুহুদ (এইরূপ) শিক্ষা দিতেন, التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله الى آخره - বরকতপূর্ণ ইবাদতসমূহ এবং পবিত্র অর্চনাদি শুধু আল্লাহর জন্য—শেষপর্যন্ত।

১) উচ্চারণ :— আত্তাহিইয়াতু লিল্লাহে ওয়াস্সালাওয়াতু অত্তাইয়েবাতু আস্সালামো আলাইকা আইয়ুহান্নাবীয়ু ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু আস্সালামো আলায়না ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন, আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু।

سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه -

স্বীয় না বসে বরং হস্তদ্বয়কে হাটুদ্বয়ের পূর্বে যেন মাটিতে রাখে। —তিরমিযী, আবুদাউদ ও নাছায়ী।

(হাফেয ইবনে হজর বলেন,) উল্লিখিত বর্ণনা ওয়াইল বিন হুজ্‌রের বাচনিক বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা অধিক সবল, ওয়াইল বিন হুজ্‌র বলেন, আমি রসূলুল্লাহকে [দঃ] প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, তিনি [দঃ] সিজ্‌দায় গমনকালে হস্তদ্বয়ের পূর্বে হাটুদ্বয়কে রাখিতেন।—সুনন।

প্রথম হাদীস সবল হওয়ার কারণ এই যে, আবদুল্লাহ বিন ওমর [রাযিঃ] কর্তৃক বর্ণিত হাদীস উহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। ইবনে খুযায়মা ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী ইহাকে মোওআল্লাক ও মওকুফভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

২৪৪) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর [রাযিঃ] রেওয়ায়ত করিয়াছেন, যে, রসূলুল্লাহ [দঃ] যখন তশহুহুদে উপবেশন করিতেন তখন বামহস্ত বাম হাটুর উপরে এবং ডানহস্ত ডান হাটুর উপর রাখিতেন এবং ডানহস্ত মুষ্টিবদ্ধ[১] করিয়া তর্জনী দ্বারা ইশারা করিতেন। অপর বর্ণনাতে—হযরত [দঃ] স্বীয় অঙ্গুলী গুলিকে বন্ধ করিয়া বৃদ্ধার নিকটবর্তী অঙ্গুলী [তর্জনী] দ্বারা ইশারা করিতেন।—মুসলিম।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين واشار باصبعه السبابة - وفى رواية له وقبض اصابعه كلها واشار بالتى تلى الابهام -

২৪৫) হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ [রাযিঃ] প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, [একদা] রসূলুল্লাহ [দঃ] আমাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিলেন, التفت الينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

১) তিপ্পান্নের মুষ্টিঃ অর্থাৎ মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাত্রয়কে বন্ধকরতঃ বৃদ্ধাঙ্গুলীকে তর্জনীর গোড়ায় স্থাপন করা। এইরূপ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তর্জনীদ্বারা ইংগিত করিতেন।

www.ahlehadeethbd.org

২৪৬) হযরত ফুযালা বিন উবায়দ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তিনি জনৈক ব্যক্তিকে নমাযের (পর) দোয়া করিতে শ্রবণ করিলেন, সে দোয়াতে (প্রারম্ভে) আল্লাহর প্রশংসা এবং রসূলের (দঃ) প্রতি দুরূদ পড়েনাই। এতদশ্রবণে রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করিয়াছে। অতঃপর হযরত তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, যখন তোমাদের কেহ নমায পড়ে (এবং পরে দোয়া করিতে ইচ্ছা করে) তখন যথাসম্ভব আল্লাহর প্রশংসা গুণগান করিবে অতঃপর রসূলুল্লাহর (দঃ) প্রতি দুরূদ পাঠ করিবে অতঃপর (নিজের জন্য) যাহা ইচ্ছা হয় দোয়া করিবে।—ইবনে হিব্বান ও হাকিম এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلوته ولم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلى على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم يدعو بما شاء -

২৪৭) হযরত আবু মছউদের (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, বশির বিন ছা'দ রসূলুল্লাহকে (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রসূল (দঃ) আল্লাহ আমাদিগকে আপনার প্রতি দুরূদ পাঠ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন, আমরা আপনার প্রতি কিরূপে দুরূদ পাঠ করিব? রসূলুল্লাহ (দঃ) কিছুক্ষণ নিরব থাকিয়া বলিলেন, তোমরা এইভাবে বলিও[১] "হে আল্লাহ!

يارسول الله امرنا الله ان نصلى عليك فكيف نصلى عليك فسكت ثم قال قولوا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم في العلمين انك حميد مجيد - والسلام كما علمتم -

মুহাম্মদ (দঃ) এবং মুহাম্মদের বংশধরদের প্রতি অনুকম্পা বর্ষণ কর যেমন ইব্রাহীম-বংশের প্রতি করিয়াছ এবং বরকত অবতীর্ণ কর মুহাম্মদ (দঃ) ও তদীয় বংশধরগণের প্রতি যেমন বিশ্ববাসির মধ্যে ইব্রাহীম বংশের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছ বস্তুতঃ তুমি প্রশংসিত মর্যাদাসম্পন্ন।—আর ছালাম যেভাবে শিখিয়াছ সেই ভাবেই করিবে।—মুসলিম। ইবনে খুযায়মার সূত্রে "আমরা নমাযে আপনার প্রতি কিরূপে দুরূদ পাঠ করিব?" বর্ণিত হইয়াছে।

২৪৮) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ তশহুদ পড়িতে বসে তখন (পরিশেষে) আল্লাহর নিকট চারিটি জিনিষ হইতে তাহার পরিত্রাণ কামনা করা উচিত। (এই উদ্দেশ্যে) সে বলিবে[১], হে আল্লাহ,

اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم انى اعوذبك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال - في رواية لمسلم اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير -

আমি জাহান্নামের শাস্তি, কবরের আযাব, জীবন ও মৃত্যুর বিপদ-আপদ এবং দজ্জালের ফিৎনা হইতে তোমার আশ্রয় কামনা করিতেছি।—বুখারী ও মুসলিম। মুসলিমে সূত্রে "যখন তোমাদের কেহ তশহুদ পাঠ সমাপ্ত করে" (তখন এই দোয়া পড়িবে) বর্ণিত হইয়াছে।—মুসলিম।

২৪৯) হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে আরয করিলেন, হে আল্লাহর রসূল (দঃ), আমাকে নমাযে পাঠ করার একটি দোয়া শিখাইয়া দিন, রসূলুল্লাহ (দঃ)

الا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم علمنى دعاء ادعو

১) উচ্চারণ :— আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মদিন কামা ছল্লায়তা আলা আলে ইব্রাহীমা ওয়া বারিক আলা মুহাম্মদিন ওয়া আলে মুহাম্মদিন কামা বারাকতা আলা আলে ইব্রাহীমা ফিল আ'লামীনা, ইন্নাকা হামিদুম মজীদ।

১) আল্লাহুম্মা ইন্নি আয়ুযুবিকা মিন আযাবে জাহান্নামা ওয়া মিন আযাবিল কবরে ওয়া মিন ফিৎনাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামাতে ওয়া মিন শাররে ফিতনাতিল মাছিহিদ দাজ্জালে।

www.ahlehadeethbd.org

بـه فی صلوتی قال قل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفرلی مغفرة من عندك وارحمنی انك انت الغفور الرحیم -

বলিলেন, বল[১] হে আল্লাহ! বস্তুতঃ আমি আমার নিজের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি অধিক অত্যাচার এবং তুমি ব্যতীত অপর কেহ গোনাহসমূহ ক্ষমা করার অধিকারী নহে সুতরাং তুমি স্বীয় কৃপাগুণে আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন কর অবশ্যই তুমি ক্ষমাশীল করুণানিধান।—বুখারী ও মুসলিম।

২৫০) হযরত ওয়াইল বিন হুজর (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহর (দঃ) সঙ্গে নমায পড়িয়াছি (নমায সমাপনান্তে) তিনি (দঃ) ডানদিকে ছালাম ফিরাইয়া বলিতেন আস্সালামো আলায়কুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বরাকাতুহু! এবং বাম দিকে ছালাম ফিরাইয়াও এইরূপ বলিতেন। (অর্থাৎ তোমাদের প্রতি শান্তি আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযেল হউক)। —আবুদাউদ বিশুদ্ধ সনদে।

صلیت مع النبی صلی الله تعالی علیه وسلم فکان یسلم عن یمینه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعن شماله السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته -

হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবীকরীম (দঃ) প্রত্যেক ফরয নমাযের পর এই দোয়া[২] পাঠ করি-

ان النبی صلی الله تعالی علیه وسلم کان یقول فی دبر کل صلوة مکتوبة لااله الا الله وحده لاشریک له له الملك وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر' اللهم لامانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذالجد منك الجد -

তেন "একক আল্লাহ ব্যতীত অপর কোন উপাস্য নাই, আল্লাহর কোন শরীক নাই, বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি তিনিই, তাঁহারই জন্য সমুদয় উত্তম প্রশস্তি এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান। হে আল্লাহ, তুমি যাহা দান কর তাহা বারণ করার কাহারও ক্ষমতা নাই এবং যাহা তুমি প্রদান করনা অপর কেহ তাহা প্রদান করিতে পারিবেনা এবং সম্পদশালীর সম্পদ তোমার অনুগ্রহ ব্যতীত তাহার কোন উপকার করিতে পারিবেনা।—বুখারী ও মুসলিম।

২৫২) হযরত ছা'দ বিন আবুওয়াক্কাছ (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) প্রত্যেক নমাযের পর নিম্ন বর্ণিত বাক্যের দ্বারা আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করিতেন[৩]। হে আল্লাহ, আমি কৃপনতা, অলসতা, অধিক বার্ধিক্য, দুনিয়ার ফেৎনা এবং কবরের আযাব হইতে তোমার আশ্রয় যাচ্ঞা করিতেছি।—বুখারী।

ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کان یتعوذ بهن دبر کل صلوة' اللهم انی اعوذبك من البخل واعوذبك من الجبن واعوذبك من ان اردالی ارذل العمر واعوذبك من فتنة الدنیا واعوذبك من عذاب القبر -

২৫৩) হযরত ছওবান (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) নমায শেষান্তে

কান رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم اذا

১) উচ্চারণ :— আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নফ্ছী যুল্মান কাছীরাওঁ ওয়ালা ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আন্তা ফাগ্ফিরলী মাগ্ফেরাতাম্ মিন ইন্দেকা ওয়ার হাম্নী ইন্নাকা আনতাল্ গফূরুররহীম।

২) লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকা লাহু, লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কদীর। আল্লাহুম্মা লা-মানেআ লেমা আ'তায়তা ওয়ালা মু'তিয়া লেমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল জাদ্দে মিন্কাল জাদ্দু।—তাবরানীর বর্ণনাতে ওয়ালাহুল হামদুর পর "য়ুহয়ী ওয়া য়ুমিতু ওহুয়া হাইউন লা ইয়ামুতু বিইয়াদিহিল খায়রু" বর্দ্ধিত হইয়াছে।—অনুবাদক।

৩) আল্লাহুম্মা ইন্নী আয়ুযুবিকা মিনাল বুখ্লে ওয়া আয়ুযুবিকা মিনাল জুবনে ওয়া আয়ুযুবিকা মিন্ আন্ উরাদ্দা ইলা আরযালিল উমরে ওয়া আয়ুযুবিকা মিন্ ফিতনাতিদ্দুন্য়া ওয়া আয়ুযুবিকা মিন আযাবিল কবরে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২৫৩) হযরত ছওবান (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) নমায শেষান্তে (ছালাম ফিরানোর পর উচ্চঃস্বরে আল্লাহুআকবর একবার বলিয়া) "আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহা"

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا انصرف من صلوته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام -

তিন বার বলিতেন অতঃপর বলিতেন, আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্ সালামো ওয়া মিন্‌কাস্ সালামো তাবারাক্‌তা ইয়া যাল জালালে ওয়াল ইক্‌রাম : হে আল্লাহ তোমার পবিত্র নাম সালাম! বিশ্বের বুকে তোমার প্রদত্ত শান্তি বিরাজমান, তুমি সমৃদ্ধিশালী মর্যাদা সম্পন্ন মহামহিম প্রভু।—মুসলিম।

২৫৪) হযরত আবুহুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি প্রত্যেক নমাযের পর ৩৩ বার ছুবহানাল্লাহে, ৩৩ বার আল্‌হামদু লিল্লাহে এবং ৩৩ বার আল্লাহু আকবর, এই হইতেছে ৯৯ এবং শতপূর্ণকারী লাইলাহাইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকালাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শাইয়িন কাদীর—আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই, তিনিই একচ্ছত্র অধিপতি, তাঁহারই জন্য সমুদয় প্রশস্তি এবং তিনি সর্বশক্তিমান—পাঠ করিবে তাহার সমস্ত পাপ যদিও উহা সমুদ্রের ফেনা তুল্যও হয়—মার্জিত হইয়া যাইবে।—মুসলিম।—অপর বর্ণনাতে "তক্‌বীর ৩৪ বার" বলিয়া উল্লেখিত রহিয়াছে।

من سبح الله دبر كل صلوة ثلاثا وثلثين وحمد الله ثلاثا وثلثين وكبر الله ثلاثا وثلثين فتلك تسع وتسعون وقال تمام المائة لااله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر

২৫৫) হযরত মাআয বিন জবল (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে অছীয়ত করিয়া বলিয়াছেন, হে ان رسول الله صلى الله

মাআয, তুমি প্রত্যেক নমাযের (ফরযের) পর এই দোয়া পাঠ করা পরিত্যাগ করিওনা "আল্লাহুম্মা আইন্নী আলা যিক্‌রিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নে ইবাদাতিকা : হে আল্লাহ, তোমার স্মরণে, তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে এবং উত্তমরূপে তোমার উপাসনা করিতে আমাকে সাহায্য কর।—আহমদ, আবুদাউদ ও নাসায়ী মযবুত সনদে।

تعالى عليه وسلم قال له اوصيك يامعاذ لاتدعن دبر كل صلوة ان تقول اللهم اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك -

২৫৬) হযরত আবু উমামার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রতি ফরয নমাযের পর আয়তুল কুরছী পাঠ করিবে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন বস্তু তাহার বেহেশ্‌তে প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করিবেনা।—নাসায়ী! ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। তাবরানীতে উহার সহিত "কুলহুআল্লাহু আহাদ"ও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ اية الكرسى دبر كل صلوة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت -

২৫৭) হযরত মালেক বিন হুয়ায়রিছ (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, দেখ, তোমরা যেভাবে আমাকে নমায পড়িতে দেখিতেছ সেই ভাবে তোমরাও নমায পড়িবে।—বুখারী।

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلوا كما رأيتمونى اصلى -

২৫৮) হযরত ইমরান বিন হুসাইন (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, আমাকে সম্বোধন করিয়া রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, দাঁড়াইয়া নমায পড়িও; যদি দাঁড়াইতে সক্ষম না হও তাহাহইলে কাত হইয়া শয়ন করিয়া নমায পড়িও; যদি ইহাতে সমর্থ না হও তবে ইংগিত করিয়াও নমায পড়িও।—বুখারী।

قال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى قائما فان لم تستطع فعلى جنب والا فاوم -

(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

মিসরের ইতিহাস

ডক্টর এম, আবদুল কাদের

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অল্পদিন পরেই তাহারা হাফ্‌তাগিনের সহিত কলহ করিয়া তাঁহার সমর্থনে বিরত হইল। কিন্তু ইহাতে তাহাদের ফাতিমিয়া বিরোধিতা হ্রাস পাইলনা। ইউসুফ বিন সা'দের পরিচালনায় তাহারা জওহরকে যুদ্ধ দান করিল। প্রবীন সেনাপতি পরাজিত হইয়া আস্কালনে পলাইয়া গেলেন। তাঁহার শিবির লুণ্ঠন করিয়া কার্মাতিয়ারা ফাঁপিয়া উঠিল।

এই কৃতকার্যতায় উৎসাহিত হইয়া হাফ্‌তাগিন আস্কালন অবরোধ করিলেন। খলীফা সাহায্য প্রেরণে বিলম্ব করায় জওহর ক্ষতিপূরণ দিয়া সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হইলেন। শর্তানুসারে হাফ্‌তাগিনের তরবারি নগরের দ্বারদেশে বিলম্বিত হইল। জওহর স্বসৈন্যে উহার তলদেশ দিয়া মিশর যাত্রা করিলেন। পথে প্রভুর সহিত তাঁহার সাক্ষাত হইল। উভয় বাহিনী একযোগে হাফ্‌তাগিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে চলিল। তিনি তখন তাইবেরীসে। অসীম সাহসে ফাতেমিয়াদের সম্মুখীন হইলেও মাত্র কয়েক মিনিট যুদ্ধের পরেই তুর্কেরা পরাজিত ও বিতাড়িত হইল। হাফ্‌তাগিন হতাবশিষ্ট সৈন্যসহ পলায়ন করিলেন, কিন্তু কয়েকজন আরব তাঁহাকে ধরিয়া আনিল। খলীফা তাঁহাকে সৈন্যদলের মধ্যে ঘুরাইয়া, নানারূপে অপমানিত ও লজ্জিত বন্দীসহ মিসরে লইয়া গেলেন। তবে তিনি সাহসী লোকের মর্যাদা রক্ষা করিতে জানিতেন। কাজেই কায়রোতে হাফ্‌তাগিন অপ্রত্যাশিত সদ্ব্যবহার পাইলেন। খলীফার ক্রোধানল প্রশমিত হইলে তিনি তাঁহার বীরত্বের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে অর্থ, বাসগৃহ ও ও পরিচ্ছদাদি উপহার দিলেন। এই অনুপম মেহেরবাণীর জন্য হাফতাগিন বলিতেন, 'প্রভু আজীজ বিল্লার সম্মুখে অশ্বারোহন করিতে আমার লজ্জাবোধ হয়"। এই কথা খলীফার কর্ণগোচর হইলে তিনি তাঁহার খুল্লতাত হায়দারকে বলিলেন, "লোকের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইতে আমার ভাল লাগে"। কেহ কেহ এজন্য তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন জানিতে পারিয়া তিনি তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার আদেশে ভৃত্যেরা তাঁহাকে মহাড়ম্বর পোষাক পরাইয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিল। অতঃপর খলীফা তাঁহাকে বহু অর্থ ও একপ্রস্থ রাজপোষাক উপহার দিয়া প্রধান আমীরগণকে তৎপ্রতি আতিথেয়তা প্রদর্শনের আদেশ দিলেন। ফলে বিপুল উপঢৌকন-দ্রব্যে হাফ্‌তাগিনের গৃহ ভরিয়া গেল। তদুপরি সমস্ত সভাসদই হাফ্‌তাগিনকে দাওয়াৎ দিয়া নিয়া নানা উপাদেয় খাদ্যে তাঁহার তৃপ্তি বিধান করিলেন।

বার্ব্বারদের উপর অল আজীজের পূর্ণ আস্থা ছিলনা। তজ্জন্য তিনি তুর্ক ও দায়লামী বন্দীদিগকে মুক্তিদান করিয়া তাহাদের সাহায্যে একটি দেহরক্ষী দল গঠন করিলেন। হাফ্‌তাগিন হইলেন উহার সেনাপতি। মৃত্যু (৯৮২ খৃঃ) পর্যন্ত তিনি এই মর্যাদা ভোগ করেন। ইবনে ফিল্লিসের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করায় উজীর তাঁহাকে বিষপান করান বলিয়া কথিত আছে। এই সন্দেহে মন্ত্রী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন; কিন্তু তাঁহার অভাব পূরণের মত যোগ্য লোক না থাকায় ৪০ দিন পরেই তাঁহাকে মুক্তিদান করিতে হয়।

প্রত্যেকের প্রতিই খলীফার এইরূপ দয়া ও সদাশয়তা প্রকাশ পাইত। শত্রুরাও তাঁহার সদাশয়তায় বঞ্চিত হইতনা। সাহসী সেনানায়ক, নির্ভীক শিকারী ও চমৎকার নরপতি বলিয়া ইতিহাসে তাঁহার খ্যাতি আছে। লোকের দোষ ধরায় ও শোণিতপাতে তাঁহার পরাঙ্মুখতা দেখা যাইত। শিকারের ন্যায় সাহিত্য চর্চ্চায়ও তিনি তুল্য আনন্দ পাইতেন। এক বিষয়ক ক্ষুদ্র কবিতায় তাঁহার বিশেষ হাত ছিল।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পিতার ন্যায় আল্-আজীজেরও পূর্তকার্যের প্রতি বেশ ঝোঁক ছিল। তিনি বাবুল নগরের নিকট এক বিরাট মসজিদ নির্মাণ আরম্ভ করেন (৯৯০ খৃঃ)। পর বৎসর উহা নমাজ পাঠের উপযোগী হয়। হাকিমের আমলে সম্পূর্ণ হয় বলিয়া উহা 'হাকিমের মসজিদ' নামে পরিচিত। এতদ্ভিন্ন তিনি বিরাট পূর্ব প্রাসাদের পশ্চিমে 'স্বর্ণ প্রাসাদ', কারাফার গোরস্তানে মাতার নামে একটি মসজিদ ও আয়নুশ্-শামস্ এ একটি প্রাসাদ, সেতু ও জাহাজ তৈয়ারের কারখানা নির্মাণ করেন। তাঁহার অনুকূলে কয়েকটি জরুরী খালও খনিত হয়।

অন্যান্য ফাতিমিয়াদের মত আল-আজীজও অবারিত আড়ম্বর ভালবাসিতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই উহার পথ প্রদর্শন করেন। তাঁহার আমলে দেবিকের শাহী কারখানায় মূল্যবান সূতী কাপড় প্রস্তুত হইত তদ্বারা তিনি স্বর্ণখচিত বহু রঙের ভারী পাগড়ী প্রস্তুত করাইতেন; তাহাতে ৬০ গজ কাপড় লাগিত। বাগদাদের আওয়াবী বা মোটা ক্ষৌম বস্ত্রের পোষাক ও চাদর, কায়রো সাকলাতুন বা রমলা ও তাইবেরিয়াসের রঙীণ বস্ত্র, সুবর্ণ খচিত বর্ম আচ্ছাদনের জন্য মণিমুক্তা বিজড়িত সাজ প্রভৃতি তাঁহারই উদ্ভাবিত। তাঁহার ন্যায় আর কেহই রমজানের প্রতি শুক্রবারে শাহী আড়ম্বরের সহিত মিছিল করিয়া মসজিদে গিয়া ইমামতি করেন নাই। দৈহিক বিলাসিতার সহিত ভোজনাগারের বিলাসেরও বেশ সাদৃশ্য ছিল। সমুদ্র হইতে কায়রোতে টাটকা মৎস্য আনিত হইত, সেখানে এই দৃশ্য এই প্রথম, ভূগর্ভজাত দৃত্রক আর দুর্লভ উপাদেয় খাদ্য রহিলনা, মুকাত্তাম শৈলের কয়েক মাইল দূরে এত আগ্রহভরে উহার অনুসন্ধান চলিল যে, উহা সস্তা ও সুলভ হইয়া পড়িল।

জাকাল পরিচ্ছদ প্রস্তুত ও অপরিমিত বদান্যতা প্রদর্শন ভিন্ন সর্বপ্রকার দুর্লভ বস্তু সংগ্রহে খলিফার অপূর্ব আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত, ফলে কায়রোতে নানা অদৃষ্টপূর্ব পশুপক্ষী আমদানী হইল। নিউবিয়ার লোকেরা কিছুতেই বাহিরে মাদি হাতী চালান দিতনা। আল-আজীজের চেষ্টায় মিসরে সর্বপ্রথম তাহাও আনীত হইল। উহার বাচ্চা জন্মিলে বিস্মিত জনতা আনন্দে আটখানা হইয়া গেল।

এই বিলাসিতা ও পূর্ত কার্যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়। কেবল কঠোর ভাবে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের ফলেই ব্যয়সঙ্কুলান সম্ভবপর হয়।

খলীফা কোষাধ্যক্ষের প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি সমস্ত উৎকোচ ও উপহার গ্রহণ নিষেধ করিয়া দেন। এবিষয়ে খুব কড়াকড়ি করা হইত। লিখিত আদেশ ভিন্ন কাহারও কিছু পাওয়ার উপায় ছিলনা। তিনিই সর্বপ্রথম ভৃত্য ও অনুচরদিগকে নির্দিষ্ট বেতন দান ও তাহাদের পোষাক বিতরণ কার্য পরিদর্শনের নিয়ম প্রবর্তন করেন।

দুর্ভাগ্য বশতঃ তুর্কী সৈন্য আমদানী করিয়া তিনি স্বংশের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া যান। তথাপি তাঁহাকে ফাতিমিয়া খলিফাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও পরোপকারী বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। ইফ্রিকার বন্ধন শিথিল হইয়া আসিলেও যেমন, হেজাজ এবং আটলান্টিক হইতে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত সমগ্র জনপদে, এমন কি একবার (৯৯২ খৃঃ) মুসিলেও তাহার নামে খুৎবা পঠিত হয়, এই বিশাল ভূভাগে অর্দ্ধ শতাব্দির অধিক কাল যাবত যে অভয় শান্তি বিরাজিত ছিল, তাহাই তাঁহার সুশাসনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ধর্ম ও জাতি সম্বন্ধে পরমত সহিষ্ণুতা বা উদারীনতা প্রদর্শনই ছিল ফাতিমিয়াদের ধর্মমত বা নীতি। কিন্তু আল-আজীজের আমলের সময় খৃষ্টানেরা আর কখনও এত সঠিক পরমত সহিষ্ণুতা ভোগ করে নাই। তাহার এক খৃষ্টান পত্নীর প্রভাব এজন্য দায়ী। খলীফার স্পষ্ট, অথচ অনিয়মিত আদেশে ইহার দুইভ্রাতা জেরুযালেম ও আলেকজান্দ্রিয়ার মালিকী পেট্রিয়ার্ক নিযুক্ত হন। ইনি মালিকী ছিলেন বলিয়া যোকোবাইটরা উপেক্ষিত হইত। কপ্ট পেট্রিয়ার্ক এফ্রাইম খলীফার নিকট অত্যন্ত খাতির পাইতেন। বিখ্যাত কজী ইবনুন্নোমান ১৪ বৎসর পর্যন্ত মসজিদের ইমামতি এবং টাকশাল ও ওজন বিভাগের অধ্যক্ষতা করেন। তাহার ন্যায় ধার্মিক সলমানের সঙ্গে উশ্ মুনায়নের বিশপ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সেম্ভায়ন্দের ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক হইত। খলীফা ইহাতে অনুমতি দেন। মৃত্যুই ইসলাম ধর্ম্ম ত্যাগীর একমাত্র শাস্তি। কিন্তু জনৈক মুসলমান খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে আল-আজীজ তাহাকে কোন প্রকার দণ্ড দানেই অসম্মত হন। বস্তুতঃ উদারতা ফাতিমিয়াদের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। আকবর, হায়দর আলী প্রভৃতি ভূপতি পরে ইহার অনুসরণ করেন।

ইবনে কিল্লিস ময়জের অধীনে বিশ্বস্ততার সহিত চাকুরী করেন। তাঁহার পুত্রেরও তিনিই ছিলেন দক্ষিণ হস্ত। ময়জের রাজত্বের প্রথম ১৬ বৎসর তিনিই ছিলেন তাঁহার প্রধানমন্ত্রী। তাঁহার বিজ্ঞোচিত রাজনীতি জ্ঞানের ফলে মিসরের কোষাগার ধনরত্নে ভরপুর ও উহা দীর্ঘকাল পূর্ণ শান্তি ভোগে সমর্থ হয়। ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি দুইবার পদচ্যুত হন। কিন্তু খলীফা তাঁহার অভাব এত তীব্রভাবে অনুভব করেন যে, অল্পকাল পরেই তাঁহাকে স্বপদে বহাল করিতে বাধ্য হন। তাঁহার মৃত্যুর (৯৯১ খৃঃ) পর খৃষ্টান ঈসা বিন্ নেস্তেরিয়াস দুই বৎসর উযীরী করেন; পূর্বেও তিনি উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। মানাসাহ নামে আর এক জন য়িহুদী ছিলেন সিরিয়ার প্রধান খতিব।

এই সকল সর্বোচ্চপদ অমুসলমানদের হস্তগত হওয়ায় মুসলমানেরা স্বভাবতঃই মনক্ষুন্ন হন। তাহাদের অবস্থা ফকিরী আমল অপেক্ষাও খারাপ হইয়া দাড়ায়। কাজে কাজেই কবিরা তাঁহার নামে ব্যঙ্গ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন; কোন কোন অত্যুৎসাহী ও দুঃসাহসী মুসলমান এমনকি অশ্বারোহণে গমনকালেও তাঁহার হাতে প্রতিবাদ পত্র দিতেও কুন্ঠিত হইত না। খলীফা এই বিরক্তিকর কর্ম্মচারীদিগকে বিদায় দিয়া সংখ্যাধিক মুসলমানদিগকে শান্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু অন্ততঃ ইবনে নেস্তোরিয়াসের বেলায় হারেমের প্রভাবে তাঁহাকে নিজের সিদ্ধান্ত রদ করিতে হইল। তাঁহার পরম স্নেহাস্পদ ও সুযোগ্য দুহিতা সৈয়দাতুল মুলকের চাপে পদচ্যুত য়িহুদী স্বীয় চাকুরী ফিরিয়া পাইলেন।

প্রকৃতপক্ষে এসকল কর্ম্মচারীর সাহায্য ব্যতিরেকে খলীফার পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা সম্ভবপর ছিলনা। যে সামরিক কার্যে অ-মুসলমানেরাই ছিল স্পষ্টতঃ মুসলমানদের চেয়ে যোগ্যতর। দৃঢ় ও ন্যায়বান শাসন এবং পরাক্রান্ত বাহিনী মুসলমানদিগকে সাময়িকভাবে এই অস্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব সহ্য করিতে বাধ্য করিলেও চিরদিন তাহাদের অসন্তোষ দাবাইয়া রাখিতে পারিলনা। ৯৯৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট কাউন্সিলের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিলে মাক্স্ বন্দরে ১১খানা বৃহত্তম জাহাজে আগুন লাগিল। নাবিক ও জনসাধারণ স্থানীয় গ্রীকদিগকেই এজন্য দায়ী বলিয়া মনে করিল। ফলে তাহাদের ধনসম্পত্তি লুন্ঠিত ও অনেকেই নিহত হইল। দাঙ্গাকারীরা তাহাদের ছিন্ন মুণ্ড দিয়া ফুটবল খেলিল। কিন্তু ইহা হাঙ্গামা মাত্র কোন খৃষ্টান বিরোধী আন্দোলন নহে। সরকার শীঘ্রই শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন। ইবনে নেস্তেরিয়াস তিন মাসের মধ্যেই দুইখানা প্রথম শ্রেণীর জাহাজ তৈয়ার করিয়া ফেলিলেন।

সুযোগ্য হইলেও এই সকল মন্ত্রী ছিলেন প্রভুর ন্যায়ই অত্যন্ত ভোগ বিলাসী ও অতিথি প্রিয়। ইবনে কিল্লিস বার্ষিক একলক্ষ দিনার বেতন পাইতেন; অথচ মৃত্যুকালে তিনি বাসগৃহ, দোকান, পোষাক, দাসদাসী, তাজুক, জমী ও আসবাবপত্রে ৪০ লক্ষ দিনারের সম্পত্তি এবং কন্যার বিবাহের জন্য দুই লক্ষ দিনার যৌতুক রাখিয়া যান। চাকরাণী ভিন্ন তাঁহার হারেমে ৮০০ রমণী ছিল। শ্বেত ও কৃষ্ণকায় ৪০০০ যুবক দ্বারা তাঁহার দেহরক্ষী দল গঠিত হয়। তাঁহার প্রাসাদ 'উজীর ভবন' ছিল সুরক্ষিত ও দুর্গের ন্যায় বিচ্ছিন্ন। তাঁহার নির্বাচিত ডাকবাহী কবুতরগুলি ছিল খলীফার কবুতরের চেয়েও উৎকৃষ্ট।

তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াও দৈনন্দিন জীবনের ন্যায়ই মহাড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। খলীফা তাঁহার শব ধৌত করার সমস্ত দ্রব্য— কর্পূর, মৃগনাভি ও গোলাপজল এবং কাফনের জন্য ৫০ প্রস্ত মূল্যবান পোষাক উপহার দেন। কেবল তাহাই নহে, রাজছত্র ত্যাগ করিয়া তিনি অশ্বতরে বসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্যের গৃহে গমন করেন এবং অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার জানাজার নামাজ শেষ করেন। সহৃদয় খলীফা স্বহস্তে উজীরের কবরের দ্বারে প্রস্তর স্থাপন করেন। তিন

www.ahlehadeethbd.org

সমাধী ক্ষেত্র

—এস, এনায়েতুল্লাহ

এ, মানব জাতির মিলন-কেন্দ্র
অতীব সুখের দেশ,
হেথা ইতর-ভদ্র, ধনী-দরিদ্র
সবার একই বেশ।

বাদশাহ-কাজী, মজুর-চাষী
লক্ষপতি আর কুটির বাসী
একই হালে শু'য়ে ঘুমায়—
নাইক ঘুমের শেষ।

হেথা নাই কেউ কালা ও গোরা
সবার একই বসন পরা—
রূপ অভিমান নাইক হেথা—
নাই কালাদের লেশ।

জীব জানোয়ার যতই ভবে
এই মাটি হ'তে পয়দা সবে
আবার হেথায় ফিরতে হবে—
বৃথাই ভবের ক্লেশ।

হাজার সাধের খানা জমি
সাধ্বী সতী ও পত্নী-স্বামী
ছিঁড়ে রে ভাই প্রেমের সুতা
পায় হেথায় সুখ অশেষ।

নাইক হেথায় রাজার মান
নাইক রে ভাই প্রেমের টান
দিন দুনিয়ার ভাবনা রেখে
হেথায় এসে দেখ নিমেষ।

ভবের যত হিংসা, দ্বন্দ্ব, কলহ-কাজ
ফাঁকী ধোকাবাজী ও লুটতরাজ
মরণ-পরশে সব মিটে যায়
এক হয়ে যায় রাজা দরবেশ।

দিন তিনি অন্ন গ্রহণ বা অতিথি সৎকার করেননাই। ১৮ দিন পর্যন্ত সরকারী দফতর ও রাজকার্য বন্ধ ছিল। একমাস পর্যন্ত গোরস্তান তীর্থস্থান হইয়া রহিল। খলীফার অর্থে কবিকুল সেখানে বিগত উজীরের প্রশংসা কীর্তন ও একদল কারী দিবারাত্র কুরআন পাঠ করিতেন। প্রকৃত শোকাকুল বা স্বার্থান্বেষী কপট ক্রিয়াশোককারীদিগকে মদ্য ও মিঠাই বিতরণের জন্য ক্রীতদাসীরা রূপার চামচ ও পেয়ালা হস্তে কবরের ধারে দণ্ডায়মান থাকিত। উজীরের সমস্ত মাম্লুক খলীফার উদারতায় স্বাধীনতা পাইল; তিনি তাঁহার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিলেন: তাঁহার বিরাট পরিবারের ভরণ পোষণ ও বেতন দানের ভারও তিনিই লইলেন।

এই অত্যধিক ও অবিশ্বাস্য সদাশয়তার তুলনায় জওহরের সহিত খলীফার ব্যবহার বিসদৃশ মনে হয়। পর বৎসর অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত অবস্থায় ঐ মহাসেনাপতির মৃত্যু হইলে তিনি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থ তাঁহার পরিবারবর্গকে মাত্র ৫০০০ হাজার দীনার উপহার প্রেরণ করেন। পৃথিবীতে কেহ কেহ বাস্তবিকই তাহাদের যোগ্যতার চেয়ে অধিকতর ভাগ্যবান।

গ্রীক ও তুর্কেরা শত্রুতা আরম্ভ করায় ৯৯৯ খৃষ্টাব্দে আল্‌আজীজ সিরিয়া যাত্রা করিলেন। বিলবায়সে তাঁহার উদর-বেদনা আরম্ভ হইল। একবার একটু ভাল হইয়া আবার রোগ বৃদ্ধি পাইল। মৃত্যু নিকটবর্তী বুঝিতে পারিয়া তিনি বালক-পুত্র হাকিমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এই মর্মস্পর্শী সাক্ষাতের পর খলীফার অবস্থা আরও কাহিল হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার প্রাণ-পাখী দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কায়রোয়ানের ঐতিহাসিকদের মতে হেকিম তাঁহার জন্য যে ঔষধের ব্যবস্থা দেন, তাহা প্রস্তুত করিতে ভুল হয়। ঐ ভ্রান্ত ঔষধ পানের ফলেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।
(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

আঁ-হযরতের (দঃ) যুগে কুরআনের "তদ্‌ভীন" ও "তরতীব"

—আফ্‌তাব আহমদ রহমানী এম, এ,

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আমরা পূর্বের আলোচনায় হযরতের পিতৃব্য আব্বাসের পুত্র আবদুল্লাহর প্রমুখাৎ বুখারীর রেওয়াতে কুরআনের মলাট বাঁধাইর কথা উল্লিখিত হয়েছে বলে প্রমাণ করে দেখিয়েছি। এক্ষণে স্বভাবতঃই মনে এ প্রশ্ন জাগে যে, তবে কি সে যুগেও লিখনী-বিদ্যা (Art of writing) ব্যাপক ছিল আর লিখে রাখার জন্য যে কাগজের প্রয়োজন তা' কি সুলভ ছিল? একটু চিন্তা সহকারে ধীর স্থির ভাবে কুরআন পাঠ করলে এ' প্রশ্নের উত্তর আমরা কুরআন হতেই পেতে পারি। কুরআনের সুরাহ বাকারাতেই বলা হয়েছে, হে বিশ্বনিপরায়ণ সমাজ যখনই তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আপোষের-মধ্যে কোন প্রকার দেনা-পাওনার কারবার কর তখনই উহা লিখে রাখিও।

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه

বলা বাহুল্য, দেনা-পাওনা, ধার কর্জ, লেন-দেন ইত্যাদি মানব সমাজের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। ছোট-বড়, ইতর-ভদ্র সবারই প্রয়োজন হয় লেন-দেনের। তাই সবাই এর মধ্যে সমান ভাবে জড়িত, শুধু তাই নয় সমাজে যারা উপায়হীন, নিঃসম্বল, গরীব শ্রেণী—লোকে যাদেরকে নিম্নস্তরের লোক বলে থাকে—লেন-দেনের প্রয়োজন হয় তাদেরই বেশী। এক্ষণে, আঁ-হযরতের যুগে লিখনী-বিদ্যার প্রচলন যদি ব্যাপক না হত তবে সমাজের গরীব শ্রেণীর প্রতি—যাদের মধ্যে লেখা-পড়ার চর্চ্চা স্বভাবতঃ কম হয়ে থাকে—কুনআনের এ' ব্যাপক ফরমান জারী করা কখনই শোভনীয় হত না। এ' ছাড়া হাদিস ও ইতিহাসের গ্রন্থগুলিতে এমন ভুরি ভুরি প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে যাতে করে ইহা প্রমাণিত হয় যে, আঁ-হযরতের (দঃ) যুগে লিখনী বিদ্যার চর্চ্চা ব্যাপক ছিল। নিম্নে আমরা মাত্র কয়েকটি হাদিসের উল্লেখ করছি।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে :—

আঁ-হযরত (দঃ) রোমান সম্রাটের নিকট তবলীগের উদ্দেশ্যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করার ইচ্ছা পোষণ করলে লোকেরা তাঁকে জানালেন যে, রোমানরা ত' শীল-বিহীন চিঠি পত্রের কোন মর্যাদাই দান করেননা। এতদশ্রবণে আঁ-হযরত (দঃ) (শীলযুক্ত) একটী আংটী তৈরী করে নিলেন[১]।

لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى الروم قالوا انهم لايقرؤن كتابا الا مختوما قال فاتخذ رسول الله خاتما من فضة

পাঠক এখানে দেখ্‌তে পাচ্ছেন যে, অফিস সংক্রান্ত লৌকিকতা (Official formalities) বলে যে কথাটীর আজকাল বহুল প্রচলন দেখ্‌তে পাওয়া যায় তা' আধুনিক যুগের কোন আবিষ্কার নয়। সুদূর মধ্যযুগেও এর প্রচলন ছিল এবং তা' সংক্রামিত হয়েছিল আরবদের মধ্যেও। আঁ-হযরতের যুগে লিখনী-বিদ্যার আদৌ প্রচলন ছিল কিনা সে সমস্যার সমাধান নিয়ে আজ আমাদের একদল ঐতিহাসিক বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন। পক্ষান্তরে এ হাদিস প্রমাণ করছে যে, লিখনী-বিদ্যার প্রচলনের কথা ত' দূরে থাক অফিস সংক্রান্ত সর্বপ্রকার লৌকিকতাও সে যুগে চলে ছিল পুরা দমে। আমাদের যুগের আর একদল অতি চিন্তানায়ক অতি-ঐতিহাসিক বলে থাকেন যে, আঁ-হযরতের যুগে যে লেখা-পড়ার প্রচল ছিল না তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ হলেন স্বয়ং আঁ-হযরত (দঃ) অর্থাৎ তিনি পড়তেও জান্‌তেন না লিখ্‌তেও জান্‌তেন না। ঠিক এ কথাটাকে আর একটু ফলাও করে তাঁরা বলেন যে, আঁ-হযরতের যুগটা এমনি নিরক্ষতার যুগ ছিল যে, আঁ-হযরত সে যুগের (আমরা বলি সর্ব যুগের) শ্রেষ্ঠ মানব হওয়া সত্ত্বেও নিজের নামটা পর্যন্ত দস্তখত

১) সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড, ১৫৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করতে জানতেন না। সে যুগের নিরক্ষরতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি থাকতে পারে? যুক্তিটা বাহ্য দৃষ্টিতে চমৎকারই লাগে বৈ কি? কিন্তু একটু তলিয়ে দেখ্‌লেই এর অসারতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকেনা।

আঁ হযরত (দঃ) অশিক্ষিত ছিলেন—একথা আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। এটাই আমাদের ঈমান। এমনিতর একজন অশিক্ষিত অক্ষর জ্ঞান বিহীন মানুষের নিকট অহী প্রেরণের মধ্যে যে বিরাট হেকমত নিহিত ছিল তা' একমাত্র মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লারই জানা ছিল। অশিক্ষিত এমন কি অক্ষরজ্ঞান-বিহীন মুহাম্মদের (দঃ) মুখ দিয়ে কুরআনের বাণী প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও যখন মক্কার কুরায়শগণ উহাকে মুহাম্মদের রচনা বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে কসুর করেননি আর আজও মূয়র, মারগলিয়থ, স্প্রেঙ্গার, নিকলসন প্রভৃতি ইংরেজ লেখকগণ উহাকে Muhammad's Composition বলে উল্লেখ করতে কসুর করছেন না, তখন শিক্ষিত সুসাহিত্যিক মুহাম্মদের মুখ দিয়ে কুরআনের বাণী উচ্চারিত হলে তাঁরা কি বলতেন আর তাঁদের উত্তরে আমাদেরই বা বলবার কি থাকত? তবে মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর পূর্ব নির্ধারিত কোন হেকমতের পূর্ণতা বিকাশের জন্য অশিক্ষিত ছিলেন বলে সে যুগটা নিরক্ষরতার যুগ ছিল এমন যুক্তি অন্ততঃ আমরা স্বীকার করতে প্রস্তুত নই। আজ এই শিক্ষা-প্লাবিত যুগে রহিম, করিমের মত দু'পাঁচটা লোক যদি অক্ষরজ্ঞান-বিহীন হয়ে থাকে তা হলে কি বলতে হবে যে, এ যুগে শিক্ষার ব্যাপক চর্চা হয়নি আর একশত বা দুই শত বৎসর পর যদি কোন ঐতিহাসিক একথা লিখেন যে ১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার ব্যাপক চর্চা ছিল না, কারণ আদমজী জুট মিল্‌সের মালিকের মত বিরাট লোক অশিক্ষিত ছিলেন। তবে কি আমরা তাঁর এ ঐতিহাসিক আবিষ্কারকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিব?

খ) সহীহ মুসলিমে উল্লিখিত হয়েছে আঁ-হযরত (দঃ) ফরমিয়েছেন :—

কুরআন ছাড়া আমার لاتكتبوا عنى غير القرآن অন্যকোন বাণী লিপিবদ্ধ করিওনা। এ হাদীস দ্বারা দুটী বিষয়ের উপরে আলোকপাত হচ্ছে। প্রথমটী হল এই যে, লিখনী বিদ্যার ব্যাপক প্রচলন, আর দ্বিতীয়টী হল এই যে, সাহাবাগণের কুরআন মুখস্থ রাখার অভ্যাস। আঁ-হযরতের যুগ যদি নিরক্ষরতারই যুগ হয়ে থাকত আর তখনকার লোকেরা যদি লিখ্‌তেই না পারতেন তবে "না লিখার আদেশ দেওয়ার প্রশ্নই উঠ্‌ত না[২]।

গ) সহীহ বুখারীতে উল্লিখিত হয়েছে, আঁ-হযরত (দঃ) বলেছিলেন, যারা اكتبوالى من تلفظ بالاسلام ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের নামের একটা লিষ্ট তৈরী করে আমাকে দাও[৩]।

ঘ) বদরের যুদ্ধে যেসব লোক ধৃত ও বন্দী হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই অর্থের বিনিময়ে মুক্তিলাভ করেছিল। আর যারা অর্থ সংগ্রহ করতে পারেনি তাদেরকে আঁ-হযরত (দঃ) এ শর্তে মুক্তিদান করেছিলেন যে, তারা প্রত্যেকেই মুসলিম সন্তানদের দশজনকে লিখ্‌তে ও পড়তে শেখাবে[৪]।

এ ঘটনার দ্বারা দুটী জিনিষের উপর আলোকপাত হচ্ছে। প্রথমটী হল এই যে, সমগ্র আরবদেশে আঁ-হযরতের যুগে যদি ব্যাপকভাবে নিরক্ষরতা বিরাজ করছিল তাহলে বদরযুদ্ধের এসব বন্দী লেখাপড়া শিখেছিল কোথায়? না, দুচারজন যারা লেখাপড়া জানত বেছে বেছে শুধু তারাই ধৃত ও বন্দী হয়েছিল? দ্বিতীয় যে জিনিষটীর উপর আলোকপাত হচ্ছে তা' আঁ হযরতের লেখাপড়া বিস্তারের ঐকান্তিক ইচ্ছা। শত্রুপক্ষের বন্দীদের হাতে স্বজাতির ভবিষ্যৎ মেরুদণ্ড স্বরূপ কোমল মতি বালক-বালিকাদের লেখাপড়ার ভার তুলে দেওয়া সত্যিই দুনয়ার ইতিহাসে অতি বিরল। আজ সভ্যতার এ চরম বিকাশের দিনে দুনয়ায় এমন কোন সভ্যতাভিমানী জাতি নেই যারা নিজেদের কোমলমতি বালক-বালিকাদের লেখাপড়ার ভার শত্রুভাবাপন্ন দেশের শিক্ষকদের হাতে তুলে দিতে রাজী হবেন। বর্তমান জগতের কম্যুনিষ্ট দুনয়ার এমন কোন মহানুভব ব্যক্তি আছেন কি যাঁরা কেপিটালিষ্ট দুনয়ার লোকদের হাতে

২) সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড, ৩৯২ পৃঃ।
৩) বুখারী ২য় খণ্ড ১১২ পৃঃ।
৪) তাবাকাত এবনে সাআদ ২য় খণ্ড, ১৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নিজেদের ইউনিভার্সিটির কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে রাজী হবেন? আঁ-হযরতের এ মহানুভবতা দর্শনে দুনিয়া চমৎকৃত না হয়ে পারেনা।

৬) এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে আঁ-হযরত (দঃ) শেফা বিনতে আবদুল্লাকে বলেছিলেন, তুমি উমর-তনয়া হাফসাকে (রাজি আল্লাহ আনহা) লিখনী শিক্ষা দেওয়ার সাথে فقال الا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة পীপড়া কাটার মন্ত্র কেন শিক্ষা দাও নি?

এহাদিস দ্বারা একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, আঁ-হযরতের যুগে শুধু পুরুষেরাই লিখতে ও পড়তে জানত না বরং মহিলাগণের মধ্যেও লেখা পড়ার চর্চা বিদ্যমান ছিল।

এক্ষণে আমরা আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটীর প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তা হল এই যে, আঁ-হযরতের যুগে কি কাগজ পাওয়া যেত? এপ্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব যে, হ্যাঁ! আঁ-হযরতের যুগে কাগজ দুষ্প্রাপ্য হলেও একেবারে অপ্রাপ্য ছিলনা। কাগজ ব্যবহারের কথা খোদ কুরআন মজিদেও উল্লেখিত হয়েছে: হে মুহাম্মদ (দঃ) আমরা যদি কুরআন মজিদ কাগজে লিখে একখানি পুস্তকাকারে তোমার নিকট অবতীর্ণ করতাম, ولونزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا لسحر مبين . আর লোকেরা তা' হস্তদ্বারা স্পর্শও করত' তবুও এই কাফেরেরা বলত যে, এটা একটা প্রকাশ্য যাদু বৈ আর কিছুই নয়।

আমাদের যুগে যেমন কোন কিছু লিখে রাখার জন্য কাগজ ছাড়া আর অন্য কিছুই ব্যবহার করা হয় না, আঁ-হযরতের যুগে ঠিক তেমনটী ছিলনা। সে যুগে কাগজও ব্যবহার করা হত আর কাগজের Substitute হিসেবে তাল পাতা, হাড়, চামড়া ইত্যাদিও ব্যবহার করা হত। লিখনি-পত্র হিসেবে চামড়া ব্যবহারের কথা জনৈক আরবী কবিও উল্লেখ করেছেন।—

الدار قفرو انما الرسوم كما رقش فى ظهر الاديم قلم

প্রিয়ার বাড়ী পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে সত্য কিন্তু তার চিহ্নগুলি কলমের আঁচড় দ্বারা চামড়ার গায়ে অঙ্কিত চিহ্নগুলির ন্যায় এখনও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

ফল কথা এই যে, কুরআন মজীদ যে আঁ-হযরতের জীবদ্দশাতেই পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছিল এসত্য অনস্বীকার্য। তবে এখানে এপ্রশ্ন হতে পারে যে, আমরা বর্তমানে যে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করে থাকি তাতে আয়াত ও সুরাসমূহ যেমনভাবে বিন্যস্ত হয়ে আছে আঁ-হযরতের যুগে লিপিবদ্ধ কুরআনেও কি আয়াত ও সুরাসমূহ ঠিক ঐভাবেই বিন্যস্ত হয়েছিল? এপ্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব, হাঁ; কারণ কুরআনের সংস্কার উল্লেখযোগ্য অংশটী হল এই যে, উহাকে পৌণ পৌনিক (متواتر) হতে হবে। এখন যদি আমরা ধরে নেই যে, আঁ-হযরতের যুগে কুরআনের যে বিন্যাস ছিল তা সংরক্ষিত হয়নি বরং পরবর্তী কোন খলিফা উহাকে বর্তমান রূপ দান করেছেন তবে তা পৌণ পৌনিক হলনা। অতএব সে কুরআন, কুরআনই হলনা। তা'ছাড়া একথা ত' কোন সুস্থবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিই কল্পনাও করতে পারেন না যে, আবু-বকর, উমর বা উছমানের মত কোন সাহাবা রসুলুল্লাহ কর্তৃক দানকৃত রূপের মর্যাদাহানি করে নিজেরাই কুরআনকে একটা নূতনরূপ দান করেছিলেন।

আঁ-হযরতের দুনয়ায় আবির্ভাবই হয়েছিল মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি তাদেরকে কুরআন ও হেকমত يعلمهم الكتاب والحكمة শিক্ষা দেন আর তিনি তা অক্ষরে অক্ষরে পালনও করেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ বলেছেন: আমি রসুলুল্লাহর পবিত্র মুখনিঃসৃত তেলাওয়াত لقد اخذت من فى رسول الله بضعا وسبعين سورة শুনে ৭০ টীরও অধিক সুরাহ মুখস্ত করেছিলাম। অন্যান্য রেওয়াতে আছে যে, আবদুল্লাহ বিন মসউদ আঁ-হযরতের নিকট শ্রবণ করতঃ সম্পূর্ণ কুরআন খানাই মুখস্থ করেছিলেন। এছাড়া খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রত্যেকই ছিলেন এক একজন হাফেয। হযরত আবু বকরের (রাযিঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হাফেয-ই কুরআন হওয়া সম্বন্ধে আবুল হাসান আশ-আরী (মৃঃ ৩২৪ হিঃ) যে দলীলটী পেশ করেছেন তা' সত্যিই চমৎকার। তিনি বলেছেন :—

আঁ-হযরত (দঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী কুরআন মুখস্থ রাখে ও বেশীভাল পড়তে পারে সেই তোমাদের ইমাম হবে। পক্ষান্তরে তিনিই হযরত আবুবকরে (রাঃ) ইমামত করার জন্য আগে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, তিনিই সবচেয়ে বেশী কুরআন মুখস্থ করে রেখে ছিলেন এবং তিনি পড়তেও পারতেন ভাল।

وهو الذى قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله واكثر هم قرأنا وتواتر الى قدمه للامامة

হযরত আবুল আলিয়া বলেছেন :—আমি উমরকে চারবার সম্পূর্ণ কুরআন তেলাওয়াত করে শুনিয়ে ছিলাম[১]।

قال ابو العالية قرأت القران على عمر اربع مرات

এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যে, কুরআনের হাফেজদের এ নিয়ম (Convention) অদ্যাবধি চলে আসছে যে, তাঁরা এক হাফেজ অন্য হাফেজকেই নিজেদের দোষত্রুটি সংশোধনের জন্য কুরআন তেলাওয়াত করে শুনিয়ে থাকেন; এ নিয়মানুসারে আবুল আলিয়া যখন হযরত উমরকে কুরআন শুনিয়েছিলেন তখন উমর হাফেজ না হলে তাঁকে শুনাতে যাবেন কেন?

হযরত উসমান (রাঃ) সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, হযরত উসমান এক রাকা-আত নামাযের মধ্যেই (সম্ভবতঃ তাহাজ্জুদ) সম্পূর্ণ কুরআন খতম করতেন[২]।

كان (عثمان) يختم القران فى ركعة واحدة

হযরত আলী (রাঃ) সম্বন্ধে বলা হয়েছে :—আবদুর রহমান সুলামী বলেছেন, আমি হযরত আলীর চেয়ে বড় কুরআন তেলওয়াতকারী আর দেখি নাই।

عن عبد الرحمن السلمى قال مارأيت اقرأ من على

ফলকথা এই যে, আঁ-হযরতের (দঃ) নিকট প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা কুরআন পাঠ করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়, এঁদের মধ্যে সহীহ বুখারীর ২য় খণ্ড ১৪১ পৃষ্ঠায়, সহী মুসলিমের ২য় খণ্ড ২৫২ পৃষ্ঠায় এবং তিরমিযীর ২য় খণ্ড ২২২ পৃষ্ঠায় এমন চারজন সাহাবার নাম উল্লিখিত হয়েছে যাঁদেরকে স্বয়ং রিসালত মা'আব (দঃ) কুরআনের অধ্যাপক নিযুক্ত করেছিলেন। এঁরা হচ্ছেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ), হযরত সালেম (রাঃ), হযরত মাআয বিন জবল (রাঃ) এবং ইবনে আবিক'আব (রাঃ)। এছাড়া সাময়িকভাবে আঁ-হযরত (দঃ) যাঁদেরকে নিযুক্ত করতেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। হযরত উবাদা বিন সামেত বলেছেন, যদি আল্লাহর রসুল কাজে ব্যস্ত থাকতেন আর এমন সময় কোন ব্যক্তি হিজরত করে তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হতেন, তাহলে তিনি উক্ত মুহাজেরকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাদের হাতে সোপর্দ করে দিতেন[১]।

قال عبادة بن الصامت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغل فاذا قدم الرجل مهاجرا.....دفعه الى رجل منا يعلمه القرآن

কারযা ও আযল নামক গোত্রদ্বয়কে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য আঁ-হযরত (দঃ) যে ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবীকে নিযুক্ত করে পাঠিয়ে ছিলেন, ইবনে আবদুল বার তাঁর ইস্তিয়াব নামক গ্রন্থে তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন :—

"النفر الستة الذين بعثهم رسول الله صلعم الى رهط من عضل والقارة فى سنة ثلاث من الهجرة ليتفقهوهم فى الدين ويعلموهم القرآن وهم عاصم بن ثابت مرثد ابن ابى مرثد خبيب بن عدى خالد بن البكير زيد ابن الدثنة وعبد الله ابن طارق"

হিজরী তৃতীয় সনে আঁ-হযরত (দঃ) যে ছয় ব্যক্তিকে কারযা ও আযল গোত্র দ্বয়কে ধর্ম ও কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন, তাঁরা হলেন : (১) আসেম বিন সাবত, (২) মারসাদ বিন আবি মারসাদ, (৩) খুবাইব বিন আদি, (৪) খালেদ বিন বুকায়র, (৫) যায়দ বিন দাসানা এবং (৬) আবদুল্লাহ বিন তারেক।

(ক্রমশঃ)

১) মিফ্তাহুস্ সাআদাহ ১ম খণ্ড, ৩৪৯ পৃঃ।

২) ইসতিয়াব ২য় খণ্ড, ৪৭৬ পৃঃ।

১) কানযুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, ২৩১ পৃঃ।

২) ইসতিয়াব ১ম খণ্ড, ৩৬৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

ইঁসলাম সমন্বয় নহে

—মোঃ আবদুল গণি এম, এ

ধর্ম ও কমিউনিষ্ট দেশ :—

কমিউনিজম মতবাদের দৃষ্টি ও নীতি অনুসারে ধর্ম কি তাহা আমরা তর্জুমানের চলতি বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় কিছু আলোচনা করিয়াছি। বাস্তবক্ষেত্রে কমিউনিষ্ট দেশসমূহে ধর্মের কি পরিণতি হইয়াছে বক্ষমাণ নিবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সন্তোষজনক আলোচনার জন্য তাহার কিছু আভাষ থাকা প্রয়োজন। এই বিষয়ে আমাদের বিজ্ঞপাঠকগণকে আমরা তর্জুমানের সপ্তম বর্ষের দশম ও একাদশ সংখ্যায় উদীয়মান লেখক এবং আরাফাতের নূতন সুযোগ্য সম্পাদক মৌঃ মোঃ আবদুর রহমান বি, এ, বি, টি সাহেবের রচিত সারগর্ভ প্রবন্ধ, "সোভিয়েট রাষ্ট্রে ধর্ম ও ধর্মীয় নীতি" পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

আমরা জানি যে, কমিউনিজম ও ধর্ম পরস্পর বিরোধী এবং কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে সরকার পরিচালিত ধর্মবিরোধী প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মব্যবস্থা চিরতরে নির্মূল করিয়া দেওয়ার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। মার্কস্ ধর্ম সম্পর্কে বলিতে গিয়া মন্তব্য করেন, "The idea of God must be destroyed, it is the key stone of perverted civilization.....it is opium". আল্লাহ কল্পনা মানব মন হইতে উৎখাত করিতে হইবে, বিকৃত সভ্যতার ইহাই মূল কারণ"।* ধর্ম আফিম স্বরূপ।" ধর্ম সম্পর্কে উক্তি করিতে গিয়া—stalin বলেন, কমিউনিষ্ট পার্টি ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিতে পারেনা। সর্ববিধ ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে পার্টিকে এক ধর্ম বিরোধী অভিযান ও প্রোপাগাণ্ডা পরিচালনা করিতে হইতেছে, কারণ পার্টি বিজ্ঞানের সমর্থক।"‡ বর্তমান কমিউনিষ্ট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী একবার মন্তব্য করেন, "ধর্মবিরোধী কমিউনিষ্ট দৃষ্টিভংগী অপরিবর্তিত রহিয়াছে। ধর্মরূপী আফিমের প্রভাব হতে জনসাধারণকে রক্ষা করতে আমরা সর্বপ্রকার চেষ্টা চালাচ্ছি"।¶

কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ—ধর্মবিরোধী নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়িত করিবার কোন চেষ্টারই ত্রুটি করিতেছেনা। এই সমস্ত দেশ গীর্জা, মন্দির, মসজিদ প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্পত্তি বাজেয়াফত করিয়া ইহাদের সকল প্রকার আয়ের পথ বন্ধ করিয়া দেয়। ধর্ম শিক্ষার জন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলিতে দেওয়া হয় না, কোনরূপ ধর্মীয় প্রচার বা কোন ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ করিতেও দেওয়া হয় না। অন্তপক্ষে 'League of the Godless' নামক প্রতিষ্ঠান এবং তদরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে সর্বপ্রকার ধর্মবিরোধী প্রচার প্রোপাগাণ্ডা চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। সাধারণতঃ কমিউনিষ্ট দেশে ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ, তবে কোন কোন কমিউনিষ্ট দেশে কমিউনিষ্ট সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এই ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার অদ্ভুত ব্যাপার হইতেছে এই যে, ধর্মীয় শিক্ষার সহিত কমিউনিজমের আদর্শও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। চেকোশ্লোভাকিয়াতে এই ধরণের ব্যবস্থা প্রচলিত। †

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বপর্যন্ত রাশিয়াতে ধর্মের বিলুপ্তি সাধনের জন্য বহুবিধ নিষ্পেষণ, অত্যাচার ও উৎপীড়নের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, কিন্তু যুদ্ধ চলার সময় রাশিয়ার কমিউনিষ্ট শাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে সকল শ্রেণীর মানুষের সাহায্যের প্রয়োজনের তাকিদে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হয়; এই সাময়িক সুযোগ লাভ করার ফলে রাশিয়ায় আবার নূতন করিয়া ধর্মের বুনিয়াদ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে আরম্ভ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পর হইতেই রাশিয়ায় পুনরায় ধর্মবিরোধী অভিযান অত্যন্ত জোরদার করিয়া তোলা

*Islam & Socialism, †Mother Russia.
‡ Islam & Communism,

¶ কমিউনিজম পরিচিতি।
† কমিউনিজম পরিচিতি, ৩৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হয়; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ধর্মাবালম্বীদের মন হইতে ধর্মের প্রভাব বিদূরিত হইতেছেনা; অন্যান্য কমিউনিষ্ট দেশেও একই অবস্থা। কমিউনিষ্টদের নিকট ইহা একটি বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কমিউনিষ্টরা ধর্মের ধ্বংস সাধনের চেষ্টার কোনরূপ ত্রুটি করিতেছেনা; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কমিউনিষ্ট মতবাদ কমিউনিষ্টদের মধ্যে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ধর্মের মতই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে; কমিউনিষ্টরা ইহাকে ঠিক ধর্ম-রূপী মতবাদ ও আদর্শরূপে বিশ্বাস করিয়া ইহার অনুকরণের প্রয়াস পাইতেছে।

কমিউনিজমের আন্তর্জাতিক নীতি:—

কমিউনিজমের স্রষ্টা কার্ল মার্কস বলেন, "Let the ruling classes tremble at a Communist revolution. The Proletoriate have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Working men of all countries unite." এই উক্তি হইতেই কমিউনিজমের আন্তর্জাতিক নীতির আভাষ পাওয়া যায়। মার্কস তাঁহার—জীবিতাবস্থায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করিয়া কমিউনিষ্ট আন্দোলন জোরদার করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পর-বর্তীকালে তাঁহার অনুসারীরা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নানারূপ ছল চাতুরী ও বল প্রয়োগের নীতি অবলম্বন করে। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তাহারা ইউরোপ ও এশিয়ার অনেক দেশ কমিউনিজমের শাসনাধীনে আনয়ন করে। বর্তমানেও তাহারা এই নীতির অনুসরণ করিতেছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে।

মার্কস ও লেনিন সমগ্র বিশ্বকে দুইটি শিবিরে ভাগ করিয়াছিলেন, একটি কমিউনিষ্ট শাসিত আর একটি পুঁজিবাদীদের শাসনাধীন। তাঁহারা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া যান যে, এই দুই শিবিরে দীর্ঘদিন সংগ্রাম চলিতে থাকিবে এবং পরিণামে কমিউনিষ্ট শিবির জয়-যুক্ত হইবে। পরবর্তী কমিউনিষ্ট নেতা স্ট্যালিন কমিউ-নিষ্ট দেশ রাশিয়ার পক্ষ হইতে বিশ্বব্যাপী ধনতন্ত্রবাদ-বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা করা সেই সময়ে অসম্ভব বুঝিয়া—"Capitalist encirclement," "ধনতন্ত্রবাদী পরিবেষ্টন" নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন; তিনি পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বুলি আওড়াইতে থাকেন এবং ঘোষণা করেন "If a war is waged by the hroletoriate.................with the object of strenghening and extending socialism, such a war is legitimate and holy."* "সাম্যবাদের শক্তি বৃদ্ধি ও প্রসার লাভের উদ্দেশ্যে যদি সর্বহারার দল কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষিত হয় তবে ইহা বিধি সঙ্গত ও পবিত্র যুদ্ধ হইবে"। আশ্চর্যের বিষয়, রাশিয়ার বাহিরে বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্টরা স্ট্যালিনের এই উক্তি সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করে এবং তাহারা স্ট্যালিনের আহ্বানে সাড়া দিয়া পুঁজিবাদ বিরোধী আন্তর্জাতিক সংগ্রামে অন্ধভাবে রাশিয়ার নেতৃত্বের অনুসরণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। কমিউনিজমের মাতৃভূমি রাশিয়ার আজাদী রক্ষার জন্য সংগ্রাম করাকেও তাহারা নিজেদের পবিত্র কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করে। রাশিয়ার কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ—বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট কর্মীদের সহযোগিতায় তাহাদের চিরাচরিত ঘোলা পানিতে মৎস্যশিকারের নীতির অনুসরণে সামরিক বল প্রয়োগ দ্বারা রোমানিয়া, হাঙ্গেরী, যুগ-গেভিয়া, পোল্যাণ্ড, আলবেনিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও জার্মানীর কিয়দংশ; চেকোশ্লোভাকিয়া, তান্নোতোয়া, সিংকিয়াং, তিব্বত, চীন, বহির্মঙ্গোলিয়া এবং উত্তর কোরিয়ায় কমিউনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করে। ইহার পরও কমিউনিষ্ট শাসনের আন্তর্জাতিক নীতির কোন পরিবর্তন হয় নাই। সমগ্র বিশ্বে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রকার চেষ্টা অবিরাম গতিতে চলিতেছে। তবে কমিউনিষ্ট জগত এই প্রশ্নে নীতিগত ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। এই দুই দলের নেতৃত্ব করিতেছে যথাক্রমে রাশিয়া ও চীন। রাশিয়া ঘোলা পানিতে মৎস্য শিকার করার নীতি অনুসরণ করিতেছে, অন্যপক্ষে চীন সামরিক বল প্রয়োগে দুর্বল ও অনুন্নত দেশকে কমিউনিষ্ট শাসনের কুক্ষিগত করিবার নীতি অনু-সরণ করিতেছে। নীতিগতভাবে কমিউনিষ্ট জগতে

* What Is Communism

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দুইটি দলের সৃষ্টি হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা এক এবং অভিন্ন। অকমিউনিষ্ট জগত তাহাদের সাধারণ শত্রু এবং তাহাদের লক্ষ্যস্থল এক। কাজেই তাহারা উভয়েই স্বাধীন বিশ্বের চরম শত্রু এবং গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাহারা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করিবে।

গত বছর রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ নিকিতা ক্রুশ্চেব স্বাধীন বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশসমূহের নরনারীদের চক্ষে ধূলা দিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বড় বড় রাজনৈতিক বুলি আওড়াইয়া বৃহৎ চতুর্শক্তির গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের পথ প্রশস্ত করেন, কিন্তু পরিণামে রাশিয়ার অভ্যন্তরে আমেরিকার একটি বিমান প্রবেশ করিবার অজুহাতে রাশিয়া সম্মেলন পরিত্যাগ করিয়া বিশ্ব সমস্যার সমাধান ও শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে একটি প্রহসনে পরিণত করে।

কমিউনিজমের চরম লক্ষ্য

আমাদের আলোচনায় ইহা প্রতিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে যে কমিউনিজম অন্যান্য সকল মতবাদের উপর মারমুখী। ইহা বিশ্বের সকল মতবাদের সহিত আপোষহীন মনোভাব পোষণ করে। শুধু তাহাই নহে, ইহা বিশ্বের সকল ব্যবস্থাপনাকেই সমাজ শোষণের স্বার্থদুষ্ট অবলম্বন বলিয়া বিশ্বাস করে। তাই ইহার অনুসরণ অকমিউনিষ্ট আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত সকল ব্যবস্থাপনার পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া—কমিউনিজমের ভিত্তিতে নূতন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করাকে পবিত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করে। এই প্রসঙ্গে আমরা কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টোর একটি উক্তি পুন উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাতে বলা হইয়াছে,

"But Communism abolishes eternal truth, it abolishes all religion, and all meraility, instead of constituting them on a new basis, it, therefore, acts in contradiction to all past hisrorical experience" * অর্থাৎ "কিন্তু কমিউনিজম চিরন্তন সত্য রহিত করে, ইহা সকল ধর্ম ও নৈতিকতা নূতন বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার পরিবর্তে এই সমস্ত বর্জন করে, সুতরাং ইহা সকল অতীত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বিপরীত যাহা তাহাই করে।"

উদ্ধৃত উক্তি হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কমিউনিজম অতীত ঐতিহাসিক সকল আদর্শ ও জীবনব্যবস্থার শুধু অবিশ্বাসীই নহে, বরং ইহাদের ঘোর বিরোধী, ইহাদের ধ্বংস করিয়া সম্পূর্ণ নূতন বুনিয়াদের উপর নূতন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পায়।

সমন্বয়ের প্রশ্ন

আমাদের মূল্য বিবেচ্য বিষয় ইসলাম ধনতন্ত্রবাদ ও কমিউনিজমের মধ্যে সমন্বয় কিনা। সুধী পাঠকবৃন্দ পূর্ব আলোচনায় ধনতন্ত্রবাদ ও কমিউনিজম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে পারিয়াছেন। তাহারা আমাদের সহিত এক মত হইবেন যে, এই দুইটি আদর্শ সম্পূর্ণরূপে পরস্পর বিরোধী। এই আদর্শের অনুসারীদের মধ্যে কোনরূপ সমঝোতা, সম্প্রীতি বা সমন্বয় অসম্ভব। সহবাসের যে সস্তা ও বিভ্রান্তিকর উক্তি কমিউনিষ্ট দেশ হইতে প্রচার করা হইতেছে তাহা বিশেষ উদ্দেশ্য মূলক। নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহারা প্রচার করে যে, কমিউনিজম ও ধনতন্ত্রবাদ পরস্পর বিরোধী হইলেও উভয় মতাবলম্বীরা নিজ নিজ আদর্শ অনুসরণ করিয়া শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত বসবাস করিতে পারে। কমিউনিষ্টরা একদিকে এই মতবাদ ও নীতির মহিমা প্রচার করিতেছে অন্যদিকে অকমিউনিষ্ট দেশে কমিউনিষ্ট শাসন কায়েম করিবার সর্বপ্রকার চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। কমিউনিজম ও ধনতন্ত্রবাদের এই পরস্পর বিরোধী নীতির পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম চিন্তাবিদদের এক শ্রেণী মনে করেন যে, এই পরস্পর বিরোধী আদর্শের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া বিশ্বে স্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিতে পারে এমন একটি মতবাদ ও আদর্শ আছে এবং ইহাই ইসলাম।

ইসলাম সমন্বয় কিনা তাহা সূক্ষ্মভাবে বিচার করার উদ্দেশ্যে আমাদিগকে ধনতন্ত্রবাদ এবং কমিউনিজমের সহিত ইসলামের নিরপেক্ষ তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন। পাঠকবর্গের যাহাতে ধৈর্যচ্যুতি

* Karl Marx—Selected works.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা সংক্ষিপ্ত তুলনা-মূলক আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

ইসলাম ও ধনতন্ত্রবাদ

ধনবাদ বা পুঁজিবাদ ইসলামের সহিত মূলতঃ সামঞ্জস্যহীন। তবে আধুনিক যুগে বিভিন্ন পরিবেশের চাপে পড়িয়া ইহা তাহার পূর্বরূপের কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়া নূতনরূপে আত্ম-প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমরা ধনতন্ত্রবাদের ক্রমবর্দ্ধমান পরিবর্তন ও সংস্কার সম্বন্ধে পূর্বেই আলোকপাত করিয়াছি। আধুনিক ধনতন্ত্রবাদ গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্রবাদের সহিত ইসলামী অর্থনীতির সামান্য সামঞ্জস্য আছে। সামগ্রিকভাবে অবশ্য উভয়বিধ অর্থনীতির মধ্যে অসামঞ্জস্যই অধিক। তুলনামূলক বিচারেই ইহা প্রতীয়মান হইবে।

তুলনা :— ধনতন্ত্রবাদ মূলতঃ একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ইহাতে প্রথমতঃ ধনী শ্রেণীর ব্যক্তি-স্বার্থ সংরক্ষণের পূর্ণ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় পুঁজিপতির শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য বিনিয়োগ ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ চলেনা। পুঁজিপতিগণ নিজেদের স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক নিয়োগ ও তাহাদের বরখাস্ত করিয়া থাকে। উৎপাদন সম্পর্কেও একই কথা। বাজারদর ঠিক রাখিবার জন্য তাহারা কোন কোন সময় অসংখ্য পরিমাণ উৎপাদিত দ্রব্য নর্দমায় বা সমুদ্র বক্ষে নিক্ষেপ করে। কোন কোন সময় দর বাড়াইয়া দেওয়ার জন্য মওজুদ দ্রব্য বাজারে প্রেরণ বন্ধ করিয়া দেয়। তাহাদের সুবিধার্থে সুদ-ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে এবং ব্যবসা বাণিজ্যে অপ্রতিহত প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। ফলে সাধারণ ও মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ীগণের অপমৃত্যু ঘটে এবং তাহারা পুঁজিপতিগণের উপর নির্ভরশীল হইতে বাধ্য হয়। এই ব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ শোষণ প্রথমাবস্থায় ছিল চরম কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ইহা কমিয়া গিয়া বৈদেশিক শোষণ চরমে উঠে। পুঁজিপতি দেশের সরকার পুঁজিপতিগণের সহযোগিতায় উপনিবেশসমূহে অমানুষিক শোষণ ও অত্যাচার উৎপীড়নের স্বার্থক ব্যবস্থা কায়েম করে। ধনতন্ত্রবাদকে অবলম্বন করিয়া সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি হয়। আর সাম্রাজ্যবাদীরা প্রাচ্য দেশের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিয়া নিজেদের দেশের সমৃদ্ধি সাধন করে।

ধনতন্ত্রবাদের সহিত ইসলামের তুলনা করিতে গেলে প্রথমেই বলিতে হইবে যে, ইসলাম একটি সামগ্রিক পূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা। কোরআনের ভাষায় বলিতে হয়, "তোমাদিগের কল্যাণের জন্য আজ আমি তোমাদিগের দীনকে পূর্ণ করিলাম এবং আমার নিয়ামতকে তোমাদিগের প্রতি সম্পূর্ণ করিয়া দিলাম আর তোমাদিগের দীন হিসাবে মনোনীত করিলাম ইসলামকে" (৫:৩)।

মূল আদর্শ বাস্তবায়িত করিবার প্রয়োজনে ও সামাজিক জীবনের পূর্ণত্বলাভের উদ্দেশ্যেই ইহার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার বিধান করা হইয়াছে। ন্যায়নীতি ইহাদের ভিত্তিমূল। ইহাতে কোনরূপ অন্যায়, উৎপীড়ন ও শোষণের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। সমাজ জীবন ও মানবতার বৃহত্তর স্বার্থের কারণে ইহার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্থান, কাল ও পাত্রভেদে পরিবর্তন করা চলে : কিন্তু মৌলিক ব্যবস্থা ও নীতির পরিবর্তন করা চলেনা (কারণ তাহা মানবতার বৃহত্তর—কারণেই করা হইয়াছে)। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত অধিকার সংরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বার্থের কারণে সামাজিক ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ ও অধিকার খর্ব করা হয় নাই, বরং বৃহত্তর কারণে প্রয়োজন মুহূর্তে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক কমাইয়া দেওয়ার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। কোরআনের আয়াত উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার করিতে চাই। ছুরায়ে নেছায় বলা হইয়াছে, "পুরুষ মানুষের জন্য যেই অংশ (তাহাদের আয় ও সম্পদের) যাহা তাহারা ন্যায্য ভাবে উপার্জ্জন করে মহিলাগণের জন্য সেই অংশ যাহা তাহারা ন্যায্য ভাবে উপার্জ্জন করে"। (৪ : ৩২)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই আয়াত দ্বারা ন্যায্যভাবে উপার্জ্জিত অর্থে ও সম্পদে স্ত্রী পুরুষের ন্যায়সঙ্গত ব্যক্তিগত অধিকার—স্বীকৃত হয়। এই অধিকার বলে মানুষ অনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ও সম্পদের মালিক হইতে পারে। কিন্তু এই অধিকার শর্তসাপেক্ষ। যাহারা সম্পদের অধিকারী তাহাদিগকে বাধ্যতা মূলক ভাবে সমাজ কল্যাণকর কাজে নিজেদের সম্পদ হইতে খরচ করিতে হইবে। ইহাই জাকাত। জাকাত ছাড়াও সামাজিক প্রয়োজনে তাহাদিগকে খরচ করিতে বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কোরআনে ঘোষণা করা হইয়াছে "এবং যাহাদের (মোমেনদের) ধন-সম্পদে নির্ধারিত অধিকার والـذين فى امـوالهم حـق مـعلوم' للسائـل والمحروم' রহিয়াছে—প্রার্থী ও বঞ্চিতদের জন্য (৭০—১৫) যদি কেহ নিজ সম্পদ হইতে সমাজকল্যাণকর কাজে বাধ্যতামূলক দান (জাকাত) না করে তবে তাহার নিকট সরকার বল পূর্ব্বক তাহা—আদায় করিতে পারে। হজরত আবুবকর তাহাই করিয়াছিলেন। আল-কোরানেও এই শ্রেণীর লোকদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হইয়াছে।"বস্তুতঃ স্বর্ণ ও রৌপ্যকে ভাণ্ডারে বদ্ধ করিয়া রাখে ও والذين يكنزون الذهب والفضـة ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم - তাহাকে আল্লার রাহে ব্যয় না করে যাহারা (হে রাছুল) তুমি তাহাদিগকে এক যন্ত্রনাদায়ক আজাবের সংবাদ দিয়া রাখ"।

যদি কেহ—উৎপাদনক্ষম সম্পদের অধিকারী হইয়া তাহা উৎপাদন কার্যে ব্যবহার না করে তবে রাষ্ট্র তাহা উৎপাদন কাজে ব্যবহার করিতে পারে এমন ব্যক্তিকে দিয়া দিতে পারে। তবে এরূপ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন আছে। কিন্তু রাষ্ট্র কর্ত্তৃক ইজারার ভিত্তিতে প্রাপ্ত জমির মালিকের স্বত্বাধিকার অস্থায়ী। এইরূপ জমির মালিক যে পরিমাণ জমি নিজে চাষ করিবে সে শুধু তাহারই মালিক হইবে। রছুলুল্লাহ (দঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এই বিধান বলবৎ ছিল। হারিছের পুত্র বিলালকে রছুলুল্লাহ [দঃ] সরকারী জমি প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সে জমি চাষ না করিয়া ফেলিয়া রাখার অভিযোগে হজরত উমর তাহাকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন। হজরত উমর অনুরূপ কারণে বাজিলার [Bajilah] ভূমি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন।†

ইসলাম ধন সম্পদে ব্যক্তিগত অধিকার—স্বীকার করিয়াছে নির্দ্ধারিত শর্ত ও বিধান পালনের ভিত্তিতে। নির্দ্ধারিত শর্ত ও বিধান পালন না করিলে (মসনদের অধিকারী তাহার মসনদ হইতে বঞ্চিত হইতে পারে।) হয় না। পুঁজিবাদের সম্পদের অধিকারীকে এহেন শর্ত পালন করিতে হয়না। পুঁজিবাদে যেরূপ মাল মওজুদ করিয়া রাখিয়া অধিক লাভবান হওয়ার সুযোগ আছে, ইসলামে সে সুযোগ নাই; পক্ষান্তরে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নির্দিষ্ট দিনের বেশী মওজুদ করিয়া রাখা আইন বিরুদ্ধ। রছুলুল্লার সময় খাদ্য দ্রব্যাদি চল্লিশ দিনের বেশী মওজুদ করিয়া রাখিতে দেওয়া হইত না।

ইসলাম ন্যায়সঙ্গত ভাবে উপার্জ্জিত বা অধিকৃত ধনসম্পদে ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে; কিন্তু যথেচ্ছাভাবে তাহা ব্যবহার করিবার অধিকার ব্যক্তি বিশেষকে দেয় নাই। প্রয়োজনীয় খরচ করিবার অধিকারই শুধু স্বীকৃত হইয়াছে এবং অপব্যয় করা বা অন্যায়ভাবে খরচ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কোরানের ভাষায় বলিতে হয়;

'এবং' ভোজন কর ও পান কর, এবং অপব্যয় করিওনা, নিশ্চয় তিনি অপব্যয়িদিগকে ভালবাসেন না। وكلوا واشربوا ولاتسرفوا' انـه لايحب المسرفين ۔

"এবং অপব্যয় করিওনা নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা হইতেছে শয়তানদিগের ভাই; আর শয়তান হইতেছে নিজ প্রভুর প্রতি কৃতঘ্ন।" (৭ : ৩১) ولاتبـذر تبـذيـرا' ان المبـذرين كانـوا اخوان الشـيـطان وكان الشيطان لـربـه كفورا ۔

ধনতন্ত্রবাদের একটি বিশেষ স্বরূপ হইতেছে দেশের সম্পদ ও অর্থ পুঁজিপতিদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হওয়া; কিন্তু ইসলাম এই নীতি নামঞ্জুর করিয়াছে; দেশের অর্থসম্পদ সকলের মধ্যে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেকেই তাহা হইতে উপকৃত হউক ইহাই ইসলামের নীতি।

† Islamic Takxation in the classic period p. 49

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বাধ্যতামূলক সমাজ কল্যাণকর কর (জাকাত) সম্পর্কে বলা হইয়াছে, "ইহা বিত্তবানদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ কর" [হাদিস]। অর্থসম্পদ যাহাতে অল্প সংখ্যক লোকদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত না হইয়া তাহা বৃহত্তর জনসংখ্যার অধিকারভুক্ত থাকে তাহার জন্য নানাবিধ বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা প্রচলন ও আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইসলামের উত্তরাধিকারী আইন অনুযায়ী যে কোনরূপ অর্থ সম্পদের মালিকের মৃত্যুর পর তাহার পরিত্যক্ত সম্পদ তাহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। জাকাত, ফেতরা, হজ্জ প্রভৃতি বিধান প্রবর্তিত হওয়ার ফলেও মুসলমানদের সম্পদ ও অর্থ বৃহত্তর জনসংখ্যার মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে।

ধনতন্ত্রবাদ ও ইসলামের মধ্যে আর একটি প্রধান বৈসাদৃশ্য ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার প্রশ্নে। আমরা বক্ষমাণ নিবন্ধের প্রথমেই দেখাইয়াছি যে, ধনতন্ত্রবাদের Laissez faire থিওরী অনুসারে ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্প ও কল কারখানার ব্যাপারে মালিকদিগকে তাহাদের এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কাজে পূর্ণ স্বাধীনতা অধিকার এবং সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইয়া থাকে। তাহাদের অন্যতম প্রধান অধিকার হইতেছে অবাধ প্রতিযোগিতার সুযোগ। এই প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিবার ক্ষমতা যাহাদের আছে পরিণামে শুধু তাহারাই টিকিয়া থাকিতে পারে। এই প্রতিযোগিতায় সরকার বাহাদুরের পক্ষ হইতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হয় না। ইসলামী অর্থনীতিতে বৃহত্তর জনসংখ্যার ক্ষতিসাধন করিয়া শুধু বিত্তশালীদের জন্য Laissez Faire প্রদত্ত পক্ষপাতিত্বমূলক সুযোগ সুবিধা বা অবাধ প্রতিযোগিতার কোন স্থান নাই।

দেশের বৃহত্তর জন সংখ্যার প্রয়োজনে বিত্তশালীদের ব্যবসা বাণিজ্যে অবাধ অধিকার কমাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের রহিয়াছে। কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের বৃহত্তর কারণে ব্যবসা বাণিজ্যে অপ্রতিহত প্রতিযোগিতায় বাঁধা-নিষেধ আরোপ করিতে পারেন। ইসলামের ন্যায়নীতি, ইনসাফ ও শোষণ বিরোধী আদর্শই এই পুঁজিবাদ বিরোধী বাণিজ্য নীতির ভিত্তিমূল। এই নীতির সমর্থনে কোরআনের অনেক আয়াত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"তোমরা অত্যাচার করিবেনা ও অত্যাচারিত হইবেনা।" ولاتظلمون ولاتظلمون

"হে বিশ্বাস স্থাপন কারীগণ তোমরা পরস্পর সম্মতিক্রমে ব্যবসায় ব্যতীত অন্যায় ভাবে পরস্পরের ধন-সম্পত্তি গ্রাস করিওনা এবং তোমরা নিজদিগকে হত্যা করিও না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুণাবান" [৪ : ২৯] يايها الذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما

"(হে মোসলেম সমাজ) আল্লাহ তোমাদিগকে আদেশ করিতেছেন সব বিষয়ে সুবিচার করিতে, সকলের কল্যাণ সাধন করিতে এবং আত্মীয় স্বজনকে দান করিতে আর তিনি [তোমাদিগকে] নিষেধ করিতেছেন সমস্ত অশ্লীলতা হইতে, সকল প্রকার নিষিদ্ধ ও সুরুচি বিগর্হিত [কাজ] হইতে এবং সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে, তোমাদিগকে তিনি [এই সমস্ত] উপদেশ দিতেছেন যে মতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে।" [১৬ : ৯০] ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاى ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون

"এবং তোমরা যেন পরস্পরের ধন-সম্পত্তি অন্যরূপে গ্রাস করিওনা, আর জনসাধারণের ধন-সম্পত্তির এক অংশকে অন্যায় ভাবে গ্রাস করার জন্য সেই বিষয় সম্পত্তি [সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমা] শাসন কর্তাদের নিকট উপস্থাপিত করিওনা, অথচ তোমরা জানিতেছ"। ولاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون

"বলিয়া দাও :—আমার প্রভু তো হারাম করিয়াছেন কেবল মাত্র অশ্লীল বিষয়গুলিকে— তাহার প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন উভয়কে, এবং সকল প্রকারের পাপাচারকে ও অহেতুক বিদ্রোহকে ...।" [৭ : ৩] قل انما حرم ربى الفواحش ماظهر منها ومابطن والاثم والبغى بغير الحق

[ক্রমশঃ]

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম সাগানী (রঃ)

মুহাম্মদ মিজানুর রহমান বি-এ, বি-টি

আমরা সাধারণতঃ এই বিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকি যে, পাক-ভারত উপমহাদেশে হাদীস শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সর্ব প্রথম আরম্ভ হয়—হিজরি দশম শতকে। কিন্তু ইতিহাস আমাদের এই ভ্রান্ত ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর নগরীতে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষের আবির্ভাব হয় যিনি হাদীস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বাগদাদে চলিয়া যান। তিনি হইতেছেন ইমাম [১] সাগানী। পাক-ভারতের ইতিহাস যখন নূতন করিয়া বিরচিত হইবে তখন ভারতীয় 'মুহাদ্দেসগণের পুরোভাগে তাঁহারই নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে।

পাক-ভারতের একজন অনন্যসাধারণ মনিষী ছিলেন ইমাম সাগানী। তিনি ছিলেন একাধারে 'মুহাদ্দিস, 'ফিকাহ শাস্ত্রবিদ, অভিধান সঙ্কলক ও সাহিত্যিক। ইমাম সাহেবের পূর্ণ নাম—ইমাম রাজিউদ্দীন আবুল ফাজায়েল আলহাসান। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ বিন হাসান বিন হায়দর 'বিন ইসমাইল আল-কারাশী আল-আদ্‌দী আলওমারি। [২] ইমাম সাহেবের পূর্বপুরুষগণ হজরত ওমরের [রাঃ] পূর্ব পুরুষ আদ্‌দীর সহিত মিলিত। সুতরাং তাঁহারা আদ্‌দী ও ওমারী উভয় উপাধি ধারণ করিতেন।

ইমাম সাহেবের পূর্বপুরুষগণ সাগানীয়ানের অধিবাসী ছিলেন। এই স্থানটি মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত তিরমিজের সন্নিকটে অবস্থিত। ইমাম সাহেব তাঁর পূর্বপুরুষদের জন্মভূমির নামানুসারে সাগানী উপাধি ধারণ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ কখন এদেশে আগমন করেন উহা সঠিক জানা যায় না।

গজনীর শেষ সুলতান খসরু মালিকের [১১৬০—১১৮৬ খৃঃ] রাজত্বকালে ইমাম সাগানী লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার শৈশবকালের অধিকাংশই অতিবাহিত হয় গজনীতে। গজনীর সুলতানগণের আমলে লাহোর পাক-ভারত এলাকার রাজধানী ছিল। সে যুগে লাহোর ছিল উন্নত কৃষ্টি ও জ্ঞান চর্চ্চার কেন্দ্র। কিন্তু গজনী রাজত্বের শৌর্য্যবীর্য্য ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া আসিতেছিল। পক্ষান্তরে ঘোর রাজ্য এই সময়ে বিশেষ প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিল এবং গজনী-রাজ বংশের ক্ষমতা খর্ব করিয়া পাক-ভারতে অধিকার বিস্তার করতঃ দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন করার প্রয়াস করিতেছিল।

বাল্যকাল হইতেই ইমাম সাগানী হজরত রাসুলে আকরামের পবিত্র হাদীস শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু সে যুগে পাক-ভারতে হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ ছিলনা। ফলে তিনি তাঁর আবাল্য পোষিত আকাঙ্খা চরিতার্থ করার জন্য বাগদাদে চলিয়া যান। 'সেখানে তিনি হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেন এবং তাঁহার মনের আকাঙ্খা পূর্ণ হয়। উহারই ফল স্বরূপ আমরা পাক-ভারতে ইমাম সাহেব কর্তৃক সঙ্কলিত হাদীস শাস্ত্রের অমূল্য গ্রন্থ "মাশারেকুল আনওয়ার" লাভ করিয়াছি।

ইমাম সাহেবের বহুমুখী প্রতিভার কথা—তাহার ছাত্র জীবনেই বাগদাদের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এমন কি খলিফার দরবারেও তাঁহার বিভিন্নমুখী জ্ঞান গরীমার 'যথেষ্ট কদর ছিল। বাগদাদের তদানীন্তন খলিফা ইমাম সাহেবের বিভিন্ন গুণাবলীতে এতদূর মুগ্ধ ছিলেন যে, তিনি ইমাম সাহেবকে রাষ্ট্র দূতের সম্মান দিয়া পাক-ভারতে প্রেরণ করেন। দিল্লীতে কোন্ সুলতানের দরবারে ইমাম সাহেব রাষ্ট্রদূত হইয়া.....আসেন, ঐতিহাসিকগণ উহা উল্লেখ করেন নাই। তবে খুব সম্ভব সুলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদের [১২৪৪—৬৬ খৃঃ] রাজত্বকালে তিনি দিল্লীতে আগমন করেন এবং রাষ্ট্রদূতরূপে এদেশে বহুদিন অবস্থান করেন। দিল্লী হইতে ইমাম সাহেব মক্কায় গমন করিয়া হজব্রত পালন করেন। হজ সম্পন্ন হওয়ার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পর তিনি ইয়ামনে চলিয়া যান। সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। বাগদাদে কিছুকাল অবস্থান করিয়া পুনরায় দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন এবং অল্পকাল মধ্যেই দিল্লী হইতে শেষ বারের মত বাগদাদ প্রস্থান করেন।

ইমাম সাগানীর উস্তাযগণের মধ্যে ইমামুন্-নেজাম আলমুরগিনানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত ইমাম শারফুদ্দীন আলদিমইয়াতী ছিলেন তাঁহার সাগরেদগণের অন্যতম। তাঁহার সাগরেদগণের মধ্যে কেহ আবু ওবায়েদ কৃত "গরীব" কেতাবখানা কণ্ঠস্থ শুনাইতে সক্ষম হইলে তিনি তাকে 'এক হাজার দিনার পুরস্কার দিতেন এবং বলিতেন যে, তিনি নিজেও ঐ পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।' এই পুরস্কার তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেহ কেহ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইমাম সাগানীর সাগরেদ ইমাম সারফুদ্দিন লিখিয়াছেন, "ইমাম সাহেব ছিলেন একজন পূত-চরিত্র মহাপুরুষ। তিনি জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই। সাধকগণের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল অতি উর্দ্ধে। ইমাম সারফুদ্দিনের বাচনিক ইমাম তাকিউদ্দিন সুবকী ইমাম সাগানীর মৃত্যু সম্বন্ধে এক আশ্চর্য ঘটনার বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন, "ইমাম সাগানীর সঙ্গে একজন বালক অবস্থান করিত। ইমামের মৃত্যু সম্বন্ধে বালকটী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল। ক্রমে তাহার ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত দিনটী সমাগত হইল। কিন্তু সেদিন তিনি সুস্থদেহে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন। সাধারণতঃ যে সকল কারণে মানুষের মৃত্যু সংঘটিত হয়, সেদিন তাহার মধ্যে এমন কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। এমতাবস্থায় তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারটি ছিল কল্পনাতীত। ইমাম সাহেবের সাগরেদ ও বন্ধুবান্ধবগণ বিপদের আর কোনই আশঙ্কা নাই মনে করিয়া তাহার দীর্ঘায়ুর জন্য আল্লার কাছে প্রার্থনা করিল এবং দিনের শেষে ইমাম সাহেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। তাহারা কিছুদূর যাইতে না যাইতেই একব্যক্তি দৌড়াইয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, ইমাম সাহেব মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। হঠাৎ হৃদয় যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মৃত্যু হওয়া বিচিত্র নয়। ১২৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইমাম সাগানীর মৃত্যু হয়।

বাগদাদের হারিমুল জাহরীতে ইমাম সাহেবের একটী বাড়ী ছিল। তাঁহাকে সেই খানেই কবরস্থ করা হয়। ইমাম সাহেব তাঁহার জীবদ্দশায় ওসিয়ত করিয়াছিলেন যে, কেহ তাহার শবদেহ মক্কায় নিয়া কবরস্থ করিলে ৫০ দিনার পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইবে। জনৈক ব্যক্তি তাঁহার শবদেহ বাগদাদ হইতে পবিত্র মক্কায় আনয়ন করিয়া সেখানে উহা কবরস্থ করতঃ ৫০ দিনার পারিশ্রমিক লাভ করিয়াছিল। এইরূপে ইমাম সাহেবের জীবিত কালের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

ইমাম সাহেব কর্তৃক রচিত তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুল আজদাদের ভূমিকায় এইরূপ মনোবাঞ্ছার কথা উল্লিখিত আছে। ইমাম সাগানীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে ইহার চেয়ে বেশী কিছু জানা যায়না।

ইমাম সাগানী ছিলেন একজন অতিউচ্চ দরের লেখক। তাঁহার সঙ্কলিত হাদীস শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ মাশারেকুল আনওয়ার উর্দ্দুতে অনুদিত হইয়াছে। তিনি ইহাতে বোখারী এবং মোসলেম হইতে হাদীস সঙ্কলন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বারটী অধ্যায়ে ২২৭৬টী হাদীস সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইমাম সাহেব বলিয়াছেন যে, তিনি মাশারেকুল আনওয়ার আব্বাসীয় খলিফা মুস্তানসির বিল্লাহর (১২২৬—৪৩ খৃঃ) জন্য সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তিনি নিজকৃত মেসবাহুদদোজা, সামসুল মুনীরা, কেতাবুস সেহাব এবং কেতাবুন নজম নামে হাদীস শাস্ত্রের কেতাব চতুষ্টয় মাশারেকুল আনওয়ারে একত্রীভূত করিয়া দেন। হাদীস শাস্ত্রের এই বিখ্যাত গ্রন্থখানা ছিল তাঁর বড়ই প্রিয়। তিনি উহাকে তাঁর পরকালের মুক্তির উপলক্ষ মনে করিতেন। ইমাম সাগানী আল্লাহকে সাক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন যে, তিনি মাশারেকুল আনওয়ার সঙ্কলন করিতে এবং উহাকে সুষ্ঠু ও

(অবশিষ্টাংশ ৩৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

রেজাল বা চরিত-অভিধান-শাস্ত্র

—আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,

ইতিহাসের যে শাখায় ব্যক্তি বিশেষের জীবনী আলোচিত হয় তাকে Biography বা জীবন চরিত বলা হয়। ইতিহাস আর জীবন চরিতের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে ইতিহাসে একটী জাতি বা গোত্রের বৃত্তান্ত আলোচিত হয় আর জীবন চরিত ব্যক্তি-বিশেষের আলোচনার সীমাবদ্ধ[১]। ইতিহাস ও জীবন চরিত দুটী পৃথক শাস্ত্র—এ ধারণা ইউরোপে খুব বেশী দিন আগে ছিলনা। ইংরেজী সাহিত্যে জীবন-চরিত স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে প্রথম প্রকাশ লাভ করেছে অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালের পরে (১৫০৯—৪৩) এবং মাত্র ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ষ্টীফেনের সম্পাদনায় ইংরেজদের জাতীয় চরিত অভিধান মুদ্রিত হয়[২]। এদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে মুসলমানদেরকে ভাগ্যবানই বলতে হয়। কারণ তাঁদের জাতীয় চরিত অভিধান সর্বপ্রথম বিরচিত হয় হিজরী সনের দ্বিতীয় শতকের শেষ ভাগেই অর্থাৎ মোটামুটী হিসেবে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে। ইমাম ইয়াহইয়া বিন্ সঈদ আল কাত্তান (মৃঃ ১৮৯ হিঃ) এসম্বন্ধে সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। সেই হতে হিজরী সনের দশম শতাব্দী পর্যন্ত এ বিষয়ে কত যে গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কেউ বই রচনা করেছেন শুধু-মাত্র আঁ-হযরতের (দঃ) সাহাবীগণকে কেন্দ্র করে, কেউ শুধুমাত্র বিশ্বস্ত রাবীদেরকে কেন্দ্র করে, কেউ শুধুমাত্র দুর্বল রাবীদেরকে কেন্দ্র করে, কেউ মুদাল্লেছ রাবীদেরকে কেন্দ্র করে, কেউ হাদিস জালকারী রাবীদেরকে কেন্দ্র করে, কেউ বিশ্বস্ত, দুর্বল জালকারী ইত্যাদি সকল প্রকার রাবীদেরকে একই পুস্তকে সন্নিবেশিত করে। আবার কেউ সাহিত্যিকদেরকে কেন্দ্র করে, কেউ বৈজ্ঞানিকদেরকে কেন্দ্র করে, কেউ কবিদেরকে কেন্দ্র করে, কেউ কুরআনের টীকাকার ও হাদিস গ্রন্থ সংকলনকারীদেরকে কেন্দ্র করে, কেউ ঐতিহাসিকদেরকে কেন্দ্র করে পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের কোন এমন বিভাগ নেই যার সেবকগণের জীবনী অতি সুক্ষ্ম আলোচনা সহকারে মুসলমানেরা লিপিবদ্ধ করেননি। এর কতকগুলিকে রেজাল বা জীবন চরিত অভিধান আর কতকগুলিকে "তাবাকাৎ" বলা হয়।

জীবন চরিত অভিধান রচনায় মুসলমানেরা পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে এ কথা যদি আমরা বলি তা হলে হয়ত পাঠকগণ তা' দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিতে সঙ্কোচ বোধ করবেন। তাই এক্ষেত্রে ডাঃ স্প্রেঙ্গারের মত একজন ইসলাম বৈরীর অভিমত উদ্ধৃত করে দেওয়াই সমীচীন মনে করছি। ডাঃ সাহেব বলতে বাধ্য হয়েছেন :—

There is no nation, nor has there been any which like them has during twelve centuries recorded the life of every man of letters. If the biographical records of Musalmans were collected, we should probably have accounts of the lives of half a-milion of distinguished persons."

"পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নেই, আর আগেও এমন কোন জাতি ছিলনা, যারা মুসলমানদের ন্যায় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রত্যেকটী শিক্ষিত লোকের জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। মুসলমানদের জীবন-চরিতগুলি সংগৃহীত হলে, আমরা সম্ভবতঃ[৩] পাঁচলক্ষ বিশিষ্ট মানুষের জীবন-চরিত প্রাপ্ত হতে সমর্থ হব"।

১। ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা ৩য় খণ্ড, ৫৯৪ পৃঃ।

২। ঐ, ৫৯৪ পৃঃ।

৩। "এসার"—এর ভূমিকা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ডাঃ স্প্রেঙ্গার সাহেব তাঁর এ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন "এসাবা" নামক গ্রন্থের ভূমিকায়, উক্ত গ্রন্থখানী এশিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল কর্তৃক সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয় ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে। তখন পর্যন্ত হাফেয ইবনে হাজার আসকালানীর "তকরীবুত তাহযীব" ও "রফ্উল ইস্র," ইমাম যাহাবীর" মিযানুল ই'তিদাল," ইবনে সাআদের "তাবাকাত" প্রভৃতি রিজাল বা চরিত ইতিহাস সম্বন্ধীয় বহু মূল্যবান গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়নি।

ডাঃ সাহেব তাঁর ভূমিকায় আরও একটু অগ্রসর হয়ে খুব খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেছেন যে :—

"It is therefore no wonder that the Muhammadans have in this Particular surpassed all other nations." (2)

"অতএব এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই যে, মুসলমানেরা এ বিশেষ শাস্ত্রে দুনয়ার অন্যান্য জাতিকে হার মানিয়েছে"।

আঁ-হযরতের (দঃ) যুগে সাহাবাগণের অনেকেই হাদীস লিপিবদ্ধ করে নিয়েছিলেন, এ কথার প্রমাণ পাওয়া গেলেও সাহাবাগণের যুগে সাধারণভাবে সকলেই বাচনিকভাবে হাদীস বর্ণনা ও শিক্ষা করতেন। সাহাবীদের মৃত্যু, তাঁদের বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়া, তাবেয়ীগণের সংখ্যাবৃদ্ধি ও তাঁদের মধ্যে বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্য লোকের সমাবেশ ইত্যাকার কারণে হিজরী সনের দ্বিতীয় শতকের প্রথম দিকে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখা ইসলামের একটি গুরুতর কর্তব্য বলে নির্ধারিত হয়।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বহু অসৎ ও ধোকাবাজ লোক নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির মানসে উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু জাল হাদীস তৈরী করে নিয়েছিল। আবদুল করিম "আলওয়ায্যা" নামক হাদীস জালকারীকে যখন হত্যা করার জন্য বেদীর নিকটবর্তী করা হয় তখন সে নিজ মুখে স্বীকার করেছিল যে, সে হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম করার জন্য ৪০০০ হাদীস জাল করেছিল[১]! হাদীস জালকারীদের মধ্যে এমনও একদল লোক ছিল যে, তারা কিছু সংখ্যক সহীহ সনদ মুখস্থ করে নিয়েছিল আর সুযোগ বুঝে তারই সংগে মনগড়া মতন জুড়ে দিয়ে খাঁটি হাদীস তৈরী করে নিত[২]। আঁ-হযরতের (দঃ) মুখ-নিঃসৃত পবিত্র বাণীসমূহকে এমন্বিধ কলুষ হতে মুক্ত করার জন্য মুহাদ্দেসগণ জীবন-মরণ পণ করে হাদীস বর্ণনাকারীদের প্রত্যেকের নৈতিক, ব্যবহারিক, চারিত্রিক, জন্ম ও মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ের পুঙ্খানুপুংখ আলোচনা করেছেন। এ আলোচনার ফলে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছে তাকেই রিজাল বা জীবন-চরিত শাস্ত্র বলা হয়।

---

(১) এর পুরা নাম আবদুল করিম বিন আবুল 'আওজা'। এ মা'আন বিন যায়দার মাতুল। অনেকেই একে মানি কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম মতে বিশ্বাসী বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন, এ এমন সূক্ষ্ম ইসনাদ-সহকারে হাদীস বর্ণনা করত যে ইসনাদ শাস্ত্রের পণ্ডিতেরা ছাড়া এর ধূর্তামী ধরার উপায় ছিলনা, (ফজরুল ইসলাম, ২৫৯ পৃঃ)।

(২) এখানে একটী উপাদেয় ঘটনা উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করতে পারছিনা। তা এই :—

একদা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও ইয়াহ্ইয়া বিন মায়ীন (এরা স্বীয় যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেস ছিলেন) রাসাফার মসজিদে বসে আছেন এমন সময় এক ব্যক্তি ওয়াজ প্রসঙ্গে দাঁড়িয়ে বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন যে, আমি আহমদ বিন হাম্বল ও ইয়াহ্ইয়া বিন মায়ীনের নিকট শ্রবণ করেছি.....রসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠ করবে আল্লাহ তার প্রত্যেকটি শব্দ হতে এক একটী পাখী তৈরী করবেন। পাখীটির ঠোঁট হবে স্বর্ণের আর পাখাগুলি হবে মুক্তা.....এভাবে বর্ণনাকারী পাখীটির এত সব গুণ বর্ণনা করল যে, তা' দিয়ে অন্ততঃ কমপক্ষে ২০ পৃষ্ঠা মযিযুক্ত করা যাবে। বক্তার এ হাদিস বর্ণনাকালে ইমাম আহমদ আর ইয়াহ্ইয়া বিন মায়ীন পরস্পরের মুখ তাকাতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করে বসেন যে, তিনি কি

2. Ibid.

www.ahlehadeethbd.org

মুহাদ্দেসগণ রিজাল শাস্ত্রের প্রতি এত গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, তাঁরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে দিয়েছেন, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইসনাদের বালাই না হলে যার যা' খুশী لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء তা' বলতে পারত (৩) তাঁরা একথাও ঘোষণা করেছেন যে, যে-ব্যক্তি রিজাল শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ অথবা এ সম্বন্ধে যার জ্ঞান অল্প সে

উক্ত হাদিস বর্ণনা করেছেন? উভয়েই শপথ করে বলেন যে, তাঁরা এমন হাদিস বর্ণনা করা ত' দূরের কথা এর পূর্বে আর কখনও শোনেনই নাই। বক্তা সাহেবের বক্তৃতা শেষ হলে পর ইয়াহ্‌ইয়া তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। বক্তা সাহেব কিছু পাবার আশায় লাফ দিয়ে আসলেন। ইয়াহ্‌ইয়া তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমার নিকট এ হাদিস বর্ণনা করেছে? বক্তা সাহেব, আহমদ বিন হাম্বল ও ইয়াহইয়া বিন মঈন।

ইয়াহইয়া :—আমি ইয়াহইয়া আর এই আহমদ বিন হাম্বল। কিন্তু আমরা কোনদিন এ হাদিস শুনিনি।

বক্তা সাহেব :—আপনি ইয়াহইয়া বিন মঈন?

ইয়াহইয়া :— জী হাঁ।

বক্তা :—আমি বরাবর শুনতাম যে ইয়াহইয়া বিন মঈন আর আহমদ বিন হাম্বল দু'জনই বে-ওকুফ কিন্তু তাঁদের বে-ওকুফী দেখার সুযোগ কোন দিনই ঘটেনি। আজ্‌কে তা' বুঝলাম।

ইয়াহইয়া :—কি করে বুঝলে?

বক্তা :—আপনারা কি মনে করেন যে, আপনারা ছাড়া দুনয়ায় আর কোন আহমদ বিন হাম্বল আর ইয়াহইয়া বিন মঈন নেই? আমি অন্ততঃ কমপক্ষে সতের জন আহমদ বিন হাম্বলের নিকট হতে হাদিস শ্রবণ করে লিপিবদ্ধ করেছি।

(দেখ ফুট নোট মুসহাহ শরহে মুখবা পৃঃ ৫৮ রহীমিয়া প্রেস, দেওবন্দ)।

(৩) মুকাদ্দিমাহ ইবনে সালাহ ১০৫ পৃষ্ঠা।

কখনই "মুহাদ্দেস" নামের উপযুক্ত নয়—হাদীসের মতন সম্বন্ধে তার জ্ঞান যতই গগনচুম্বী হোক না কেন। কারও অসাক্ষাতে তার সম্বন্ধে সমালোচনা করাকে ইসলামের পরিভাষায় "গীবত" বলা হয়। কোরআনের ভাষায় একে اكل لحم اخيه ميتا অর্থাৎ "মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আঁ-হযরতের (দঃ) বাণীর পবিত্রতা রক্ষার্থে হাদিস বর্ণনাকারীদের অসাক্ষাতে তাঁদের দোষ গুণের সমালোচনা এ "গীবতের" পর্যায়ভুক্ত নয় বলে দুনয়ার সমস্ত আলেম একমত হয়েছেন। শুধু তাই নয় বরং এ ধরণের সমালোচনাকে তাঁরা ধর্মের একটী অপরিহার্য অংশ বলে ঘোষণাও করেছেন।[১]

হাদিসের রাবীদের দোষ গুণের সমালোচনা ধর্মের দিক হতে স্বীকৃতি লাভ করার পর হতে হাদিস বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে রাবীদের অবস্থাদিও বাচনিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হত। তাবেয়ীগণের শেষের যুগে অর্থাৎ হিজরী সনের ১৫০ বৎসর পর ইয়াহ্‌য়া বিন সাঈদ আল্‌কাত্তান (মৃঃ ১৮৯) ও আবদুর রহমান বিন মাহদী [মৃঃ ১৯৮ হিঃ] নামক দু'জন মহাত্মার আবির্ভাব হয়। রিজাল শাস্ত্রে তাঁদের অগাধ পাণ্ডিত্য মানুষকে এতদূর বিমোহিত করেছিল যে, তাঁরা যে রাবীকে গ্রহণযোগ্য বলে অভিমত প্রকাশ করতেন, মানুষ দ্বিধাহীন চিত্তে তাদেরকে গ্রহণ করে নিত আর তাঁরা যাদেরকে গ্রহণযোগ্য নয় বলে ঘোষণা করতেন, মানুষ তাদেরকে চিরতরে বর্জন করত।[২] এ বাচনিক সমালোচনা কিছু দিন চলতে থাকার পর হিজরী সনের দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তানের হাতে এ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হয়।[৩] ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদের পর ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত যাঁরা রিজাল শাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেছেন। হাদিস-

(১) লিসানুল মীযান : ভূমিকা ;

(২) তারিখ ফনুনিল হাদিস ১৪৮ পৃঃ।

(৩) মীযানুল ইতিদাল ২পৃঃ। হাজী খলিফা বলেন, শ'বা বিন আল-হাজ্জাজ (মৃঃ ১৬০ হিঃ) সর্ব্বপ্রথম এ সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর ইয়াহুইয়া বিন সাঈদ তাকে অনুসরণ করেন। (কাশফুয্ যুনুন ২য় খণ্ড ৫৯১ পৃঃ)।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শাস্ত্রামোদী ছাত্রদের অবগতির জন্য, তাঁদের মধ্যকার নামকরা গ্রন্থকারদের একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করছি।

৩য় শতাব্দী :—ইয়াহইয়া বিন মঈন [মৃত ২২৩ হিঃ] আলী বিন মাদিনী [মৃঃ ২৩৪ হিঃ] আবু বক্‌র বিন শায়বাহ [মৃঃ ২৩৫ হিঃ], ইসহাক বিন রাহওয়াহ [মৃঃ ২৩৭ হিঃ], আহমদ বিন হাম্বল [মৃঃ ২৪১ হিঃ], আবুল হাসান আহমদ বিন আবদুল্লাহ আল-ইজলী [মৃঃ ২৬১ হিঃ] ইত্যাদি।

৪র্থ শতাব্দী :— ইমাম নাসাই (মৃঃ ৩০৩ হিঃ) আবু ইয়া'লা (মৃঃ ৩০৭ হিঃ) ইবনে খুযায়মা (মৃঃ ৩১১ হিঃ) ইবনে জরীর আততাবারী (মৃঃ ৩১০ হিঃ) দুলাবী (মৃঃ ৩১১ হিঃ) আবু আরুবা আল হার্‌রানী (মৃঃ ৩১৮ হিঃ) আবু জাফর আল উকায়লী (মৃঃ ৩২২ হিঃ) ইবনে আবি হাতিম (মৃঃ ৩২৭ হিঃ), আহমদ বিন নসর আল বাগদাদী (ইমাম দারকুতনীর উস্তাদ) (মৃঃ ৩২৩ হিঃ) আবু হাতিম বিন হিব্বান আল বিসতী (মৃঃ ৩৫৪ হিঃ), তাবারানী (মৃঃ ৩৬০ হিঃ), ইবনে আদী আল জুরজানী (মৃঃ ৩৬৫ হিঃ) আবু বকর আল ইসমাঈলী (মৃঃ ৩৭১ হিঃ) আবু আহমদ আলহাকিম (মৃঃ ৩৭৮ হিঃ) দারকুতনী (মৃঃ ৩৮০ হিঃ)।

৫ম শতাব্দী :— আবু আবদুল্লাহ আল হাকিম (মৃঃ ৪০৬ হিঃ) আবদুল গণি বিন সাঈদ (মৃঃ ৪০৯ হিঃ) আবু বকর বিন মারদাওয়াহ আল ইস্পাহানী (মৃঃ ৪১৬ হিঃ) মুহাম্মদ বিন আবুল ফাওয়ারেছ আল বাগদাদী (মৃঃ ৪৪২ হিঃ) আল হামান বিন মহাম্মদ আল খালাল আল বাগদাদী (মৃঃ ৪৩৯ হিঃ) আবু ইয়া'লা আল্ খালিলী (মৃঃ ৪৪৬ হিঃ) ইবনে অবদুল বার (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ) ইবনে হাযম (মৃঃ ৪৫৬ হিঃ) বায়হাকী (মৃঃ ৪৫৮ হিঃ) আল খতিব আল বাগদাদী (মৃঃ ৪৬৩ হিঃ) ইবনে মাকালা (মৃঃ ৪৭৫ হিঃ) আবু অবদুল্লা আল হুমায়দী (মৃঃ ৪৮৮ হিঃ)।

৬ষ্ঠ শতাব্দী :— আবুল ফজল ইবনে তাহের আল মাকদিসী (মৃঃ ৫০৭ হিঃ) আবুল কাসেম বিন আসাকের (মৃঃ ৫২৩ হিঃ) ইবনে বাশকুওয়াল (মৃঃ ৫৭৮ হিঃ) আবু মুসা আলমাদিনী (মৃঃ ৫৮১ হিঃ) আবু বকর আল হাযিমী (মৃঃ ৫৮৪ হিঃ) আবদুল গণি আল মাকদিসী (মৃঃ ৬০০ হিঃ)

৭ম শতাব্দী :— ইবন মুফায্‌যাল আল্ মাকদিসী (মৃঃ ৬১৬ হিঃ) আবুল হাসান ইবনে আল কাত্তান (মৃঃ ৬৩৮ হিজরী) ইবনে আনমাতী (মৃঃ ৬১৯ হিঃ) ইবনে নুকতাহ (মৃঃ ৬২৯ হিজরী) ইবনে সালাহ (মৃঃ ৬৪৩ হিজরী) যাকী আল মুনযিরী (মৃঃ ৬৫৬ হিজরী) আবু আবদুল্লাহ আল্ বারযালী (মৃঃ ৬৩৬ হিজরী)

৮ম শতাব্দী :— ইবনে দাকীক আল ঈদ (মৃঃ ৭০২ হিজরী ইবনে তায়মীয়াহ (মৃঃ ৭২৮ হিজরী) আল মিয্‌যী (মৃঃ ৭৪২ হিজরী) যাহাবী (মৃঃ ৭৪৮ হিজরী শাহাব ইবনে ফাযলুল্লাহ (মৃঃ ৭৪৯ হিজরী) মুগলতায়ী (মৃঃ ৭৬৩ হিজরী)

৯ম শতাব্দী :— যয়নুদ্দীন আল ইরাকী (মৃঃ ৮০৬ হিজরী) ইবনে হাজার আল আসকালানী।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(৩২৮ পৃষ্ঠার পর)

সুবিন্যস্ত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তাহার সে চেষ্টা বিফল হয় নাই। বিদ্বানগণের নিকট এই গ্রন্থখানা বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। এদেশে হাদীস শাস্ত্রের উচ্চস্তরের শিক্ষার্থিগণ বহুদিন পর্যান্ত এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া হাদীস শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করিতে থাকেন।

ইমাম সাগানী যেসব অভিধান সঙ্কলন করিয়াছেন তাহার মধ্যে 'আল আব'বুজ জাখের ওয়াল লুবাবুল ফাখের' সর্ববৃহৎ এবং অতি উচ্চ স্তরের। অভিধানটী বিশ খণ্ডে সমাপ্ত। আরবী ভাষায় বহু অভিধান সঙ্কলক বিদ্যমান কিন্তু ইমাম সাহেব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এই অভিধানটী তাহাদের সঙ্কলিত অভিধান গুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। কামুসের বিখ্যাত সঙ্কলক ইমাম মাজদুদ্দিন ফিরোজাবাদী (১৩২৯—১৪১৪ খৃঃ) আরবী অভিধান সঙ্কলকদের অন্যতম। তাঁর সঙ্কলিত একখানা অভিধান ৬০ খণ্ডে সমাপ্ত। ইমাম সাগানী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত আলআবাব এবং আন্দালুসিয়ার বিখ্যাত অন্ধ আল্লামা ইমাম[৪] এবনে সিদার কিতাবুল মুহাকামার উপর নির্ভর করিয়া ফিরোজাবাদী সাহেব তাঁর এই বিরাট অভিধানটী সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তিনি অভিধানটীর নাম দিয়াছিলেন 'আললামেউল মুযাল্লিমিল আজব আল্ জামেয়ে বাইনাল মুহাকাম ওয়াল আবার'। কামুসের উভয় খণ্ডের ভূমিকাতেই ইমাম ফিরোজাবাদী আললামে' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আললামে কামুছ হইতে ত্রিশগুণ বড় ছিল"।

ইমাম সাগানী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত আলআবাব এবং আন্দলুসিয়ার অন্ধ ইমাম এবনে সিদা কর্ত্তৃক সঙ্কলিত কিতাবুল মুহাকাম সম্বন্ধে ফিরোজাবাদী মন্তব্য করিয়াছেন যে, আরবী অভিধানের মধ্যে উপরোক্ত অভিধান দুইটী অতি উচ্চস্তরের। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, প্রাচীন বহু অমূল্য গ্রন্থের ন্যায় ইমাম ফিরোযাবাদীর আললামে' ও ইমাম সাগানীর আলআবাব অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আধুনিক যুগে এই অমূল্য গ্রন্থদ্বয়ের সন্ধান পাওয়া যায়না। তবে ইমাম সিদার কিতাবুল মুহকাম মিশরের খেদিবীয়া লাইব্রেরীতে ও বৃটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। ইমাম এবনে সিদা কর্ত্তৃক সঙ্কলিত অন্য একখানা অভিধান ১২১৬ খৃঃ বুলাক প্রেস হইতে ১৭ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। ইমাম সাগানী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত আলআবাব বর্ত্তমান থাকিলে জগদ্বাসী জানিতে পারিত যে, পাক-ভারতের এই মহামনিষী আরবী অভিধান সঙ্কলনে কতবড় উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

হাজী খলিফা লিখিয়াছেন, ইমাম সাগানী তাঁর জীবদ্দশায় এই অভিধানটির সঙ্কলন সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি উহাতে 'কাম' শব্দটি পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর পূর্বে লিখিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন"। পক্ষান্তরে ইমাম সায়ুতী বলেন, "ইমাম সাগানীর জীবদ্দশায়ই অভিধানটির সঙ্কলন সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ইমাম ফিরোযাবাদীও এই অভিমত পোষণ করেন। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তীকালে অভিধানটীর শেষাংশ হারাইয়া গিয়াছিল। উহা হাজী খলিফার নজরে পড়ে নাই। ফলে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম সাগানী মাজমাউল বাহরায়ন নামে অন্য একখানা অভিধান সঙ্কলন করেন। হাজী খলিফা বলেন যে, উহা বার খণ্ডে সমাপ্ত।

ইমাম সাগানী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত[৫] কিতাবুল আমদাদ নামে একটি ছোট অভিধান ১৯১৩ খৃঃ বৈরুত হইতে মুদ্রিত হয়। অষ্ট্রীয়ার অন্তর্গত ইঞ্চব্রুক ইউনিভার্সিটির আরবীর অধ্যাপক ডাক্তার অগাষ্টাস্ হাফনারের প্রচেষ্টায় উহার প্রকাশনা সম্ভব হইয়াছে। ইমাম সাহেব তাঁর এই অভিধানটি সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন, "আমি মোহাম্মদ বিন মুজতাম কাতরাবের (মৃত্যু ৮২২ খৃঃ) যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আব্বাসী খলিফা মুস্তানসির বিল্লাহর খেলাফতের সময় পর্যন্ত বিভিন্ন আরবী অভিধানের সঙ্কলকদের দ্বারা তাদের অভিধানগুলিতে লিপিবদ্ধ নূতন শব্দগুলি এই ছোট অভিধানটীতে একত্রীভূত করিয়া দিয়াছি।"

ইমাম সাগানী আরবী ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। আরবী অভিধান সঙ্কলনে তাঁহার সমকক্ষ খুব কম লোকই ছিল। জ্ঞান রাজ্যের

www.ahlehadeethbd.org

বিভিন্ন দিকে তিনি অনর্গল লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন। এমনকি কাব্য চর্চায়ও তিনি পশ্চাৎপদ ছিলেন না। ইমাম সাগানীর একটী প্রার্থনা ইমাম সায়ূতী নকল করিয়াছেন। প্রার্থনাটী পদ্যে লিখিত। উহার প্রত্যেক ছন্দের শেষ শব্দটী مرتجی 'মুর্তাজী'। কিন্তু প্রতি বারেই উহা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কবিতাটীর মূলসহ বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

يا راحـــم الطفل الـرضيـع المزعـــج
يا فاتـــح الباب المنيـــع المـرتـــجی

হে অসহায় দুগ্ধপোষ্যের শান্তিদাতা! হে কঠিন রুদ্ধ অর্গল মুক্তকারী!

ان كان غيـری مبلسا مستـئسا
فانی الفقيـر المستكيـن المرتجی

'আমিছাড়া আশাহত' হৃত সর্বস্ব ও ভীত সন্ত্রস্ত আর কে আছে?

او كان غيـری امنا فی سربـه
فانا المنجی المستجيـر المـرتجی

কেহ যদি স্বীয় বাসস্থানে নির্বিঘ্নে কালাতিপাত করে (সে করিতে পারে) কিন্তু আমিই সেই হতভাগ্য যে একটু ঠাঁই পাওয়ার প্রত্যাশী।

استاءت الراحات عنـی وانـات
يا مـن يقـرب كل ناء مرتجی

হে অভিপ্সীত বস্তুর নৈকট্যের মালিক! শান্তি আমার নিকট হইতে দূরে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে।

انت الـذی فيــه شفاء السقام لا
قصر الفريـرة لا دواء المرتجی

তুমিই সকল রোগের মুক্তিদাতা। 'নিশকাহ' কিম্বা অন্য কোন অমোঘ ঔষধে ইহার চিকিৎসা অসম্ভব।

উপরে বড় অক্ষরে লিখিত শব্দগুলিতে مرتجی 'মুরতাজি' শব্দটীর অর্থের পার্থক্য দেখান হইয়াছে।

ইমাম সাগানী কর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে আমরা যতদূর অবহিত হইতে পারিয়াছি সেমতে উহার নানাসূত্রে সংগৃহীত একটী তালিকা এস্থলে প্রদত্ত হইল। (১) আসমাউল আসাদ। (২) আসমাউল গাদাত। (৩) আল আছফাদ। (৪) আল আযদাদ। (৫) আল ইফতিয়াল। (৬) আত্তাজবীদ ওয়া জামালুস সাগানী। (৭) আত তারাকিব। (৮) তাগরিদু বায়তিল হারিরি। (৯) আত-তাকমিলাতু আলাস্ সিহাহ। (১০) তাউসিহু দাম্বি-দিয়া। (১১) দুররুস সাহাব ফি বায়ানে মাওয়াফি ওয়াফিয়াতিস সাহাবা। (১২) আদদুরুল মুলতাকা ফি তাবায়িনিল গালাতে। (১৩) আজজিব। (১৪) রেসালা-তুন ফি আহাদীসিল মাউজুয়াতে। (১৫) আস্সালে-কিন। (১৬) সারহু আবয়াতিল মোমাস্সিলে ফিন্ নাহবে লিল জামাখসারী। (১৭) সারহুল বোখারি (একখণ্ড)। (১৮) শামসুল মুনিরা ফিল হাদীস। (১৯) আশ-শাওয়ারিদু ফিল লোগাহ। (২০) ফিজজুয়াফায়ে ওয়াল মাতরুকিনয় ফি রুয়াতিল হাদীস। [২১] আল উবাবুজ জাখের ওয়াল লুবাবুল ফাখের ফিল লোগাহ। [২২] আলউরুজ। [২৩] ফারায়েজুস্ সাগাণি। [২৪] ফি'য়াল ও ফু'লান। [২৫] কাশফুল হিজাব আন আহাদীসিশ শিহাব। [২৬] মাশারেকুল আনওয়ার ফিল হাদীস। [২৭] মাজমাউল বাহরাইন ফিল লোগাহ। [২৮] মিসবাহুদদুজা ফি আহাদীসিল মুসতাফা। [২৯] আলমাফউল। [৩০] মানাসিকুস সাগানী। [৩১] নাফয়াতুস্ সাদইয়ান। [৩২] নাওয়াদেরুল লোগাহ।

১) মোহাম্মদ বিন সাকের স্বরচিত ফাওয়াতুল উফিয়াত গ্রন্থের ১ম খণ্ডে ১৩৩ পৃঃ ইমাম সাগানী সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, ইমাম জালালউদ্দীন সায়ূতি তাঁর রচিত বুগিয়াতুল উ'য়াত ২২৭—২২৮ পৃঃ ইমাম সাহেবের বর্ণনা দিয়াছেন, হাফেজ ইবনে হাযার তাঁহার ইন-বাউল গুমর ফি আবনাইল উমর নামক পুস্তকের (পাণ্ডুলিপি) 501, 54. ইমাম সাহেব সম্পর্কে লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া হাজী খলিফা (মৃত্যু ১০২৯ খৃঃ)—ইমাম সাহেব কর্তৃক রচিত কিছু সংখ্যক গ্রন্থের বর্ণনা তার কাশফুজ জনুন গ্রন্থে দিয়াছেন

২) 'আদদি ও উমারী' ইয়াকুতের মু'জামুল বুলদান দ্রষ্টব্য।

৩) ইমাম ফিরোজাবাদী ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম "ফিরোজাবাদী প্রকরণ" দ্রষ্টব্য।

৪। আন্দালুসিয়ার অন্ধ আল্লামা ইমাম ইবনে সিদা আবুল হাসান আলী বিন ইসমাইল-ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম "ইমাম এবনে সিদা" (৪১৮—৪০৯ পৃঃ) প্রকরণ দ্রষ্টব্য। ইমাম ইবনে সিদা ছিলেন অতি উচ্চস্তরের জ্ঞানসাধক; তাঁর পিতাও ছিলেন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। পিতা পুত্র উভয়েই ছিলেন অভিধান সঙ্কলনে সিদ্ধহস্ত। তাঁহারা উভয়েই অন্ধ ছিলেন।

৫) উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থকারগণের লেখায় ইমাম সাহেব সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে। অস্ট্রিয়ার অন্তর্গত ইন্সব্রুক ইউনিভার্সিটির আরবী অধ্যাপক ডাঃ হাফনার বৈরুত হইতে মুদ্রিত ইমাম সাগানীর কিতাবুল আজদাদের ২৪৯—২৫৩ পৃঃ তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ আলোকপাত করিয়াছেন। ইমাম সাহে-বের জীবনী সঙ্কলনে এই গ্রন্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

কষ্টিপাথর

হিজরী সনের দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকে হাদিস-ই-নববী সংকলনের যে অভিযান ইবনে শিহাব যুহরী কর্তৃক পরিচালিত হয় তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে হিজরীর চতুর্থ শতাব্দীতে। এই সময় হাদিসের সংকলয়ীতাগণ হাদিসের পাণ্ডুলিপি তৈয়ার করিয়াই ক্ষান্ত হন। আজ আমরা হাদিসের যেসব গ্রন্থরাজি দেখিতে পাইতেছি যেমন বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, মুয়াত্তা মালেক, মুসনদ আহমদ, মুসনদ আবুদাউদ তায়ালেসী, সহিহ এবনে হিব্বান, দারকুতনী, হিলয়ায় আবু নুয়াঈম, মুস্তাদরাকই হাকিম, সুনন-ই-কুবরা ও সুগ্‌রা বায়হকী, মুসনদ আল ফিরদাউস, মসনদউশ্‌শাহাব, মুসনদ আবুহানিফা (হারেসী ও খসরু) মু'জাম-ই-কাবির, আওসত ও সগীর তাবারানী, মুসনদ-ই-হারিস, মাশারিকুল আনওয়ার (সাগানী) তরগীব ও তরহীব (মুনযিরী) ইত্যাদির কোনটাই উহার সংকলয়িতার দ্বারা মুদ্রিত হয়নাই। এই সব পাণ্ডুলিপি সংকলয়িতাগণের সাগ্‌রেদ ও তথ্য শাগ্‌রেদদের দ্বারা নকলের পর নকল হইয়া বহুদিন পর মুদ্রিত হইয়াছে।

উপরে উল্লিখিত ২৫ খানা হাদিসগ্রন্থ এবং অনুরূপ আরও কয়েকখানা গ্রন্থ তাহাদের সংকলয়িতাগণের পাণ্ডুলিপি হইতে কে এবং তাহার পর কে নকল করিয়া উহাদের হেফাযতের মহান দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন, পাক-ভারত উপমহাদেশের ইমামুল মুহাদ্দেসীন হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী স্বীয় যুগ পর্যন্ত তাঁহাদের সূত্র পরম্পরা বর্ণনা করিয়া গ্রন্থরাজির বিশ্বস্ততা চির অক্ষুণ্ণ করিয়া গিয়াছেন। যে পুস্তকে এই সূত্র পরম্পরা সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহার নাম "আল-ইরশাদ ইলা মুহিম্মাতিল ইস্‌নাদ"। আকারে ইহা একখানি পুস্তিকা মাত্র হইলেও প্রয়োজনের দিক দিয়া ইহাকে একখানি গ্রন্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। শাহ ওলীউল্লাহ হইতে উপরে বর্ণিত হাদিস গ্রন্থরাজির প্রণেতাগণ পর্যন্ত সূত্র পরম্পরায় যেইসব মুহাদ্দেসের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদেরকে নিম্নরূপ তিনটী স্তরে (তবকায়) ভাগ করা যাইতে পারে :—

(১) শাহ ওলীউল্লাহ.....হইতে মক্কা ও মদীনার শয়ুখ।

(২) মক্কা ও মদীনার শয়ুখ.....হইতে কাযী যয়নুদ্দীন ও জালালুদ্দীন সয়ুতী।

(৩) কাযী যয়নুদ্দীন ও সয়ুতী.....হইতে সংকলয়িতাগণ।

শাহ সাহেবের এই ছোট পুস্তিকা খানির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ আমরা সকলেই সহীহ বুখারী পড়িয়া থাকি কিন্তু ইহা যে ইমাম বুখারীর সংকলিত হাদিস গ্রন্থের হুবহু নকল তাহা কি করিয়া বলিব? আর যদি অবিকল নকল হইয়া থাকে তবে কে তাহা নকল করিয়াছিল ইত্যাদি প্রশ্নাবলীর যথাযথ উত্তর এই পুস্তিকাখানিতে পাওয়া যাইবে। এহেন প্রয়োজনীয় একখানি পুস্তিকা ছাপার অভাবে এতদিন পূর্ণ প্রচার ও প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তাই পাঞ্জাবের স্বনামধন্য আলেম মওলানা মুহাম্মদ আবদুহু ফিরোযপুরী সাহেব উহাকে প্রকাশ করিয়া ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। মওলানা মওসুফ সাহেব উহাকে শুধু প্রকাশই করেন নাই বরং উহার সম্পাদনাও করিয়াছেন। সম্পাদনার ক্ষেত্রে পুস্তকে যেসব মুহাদ্দেসের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, মওলানা সাহেব তাহাদের জনম ও মৃত্যুর তারিখ এবং যত্র তত্র সংক্ষেপে দু' চারজনের জীবনীও সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, তিনি খান্দানে ওলীউল্লাহ সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ ভূমিকাও লিখিয়াছেন।

কোন পুস্তকের সম্পাদনার কাজ সহজ নহে। বিশেষ করিয়া মুহাদ্দেস প্লাবিত ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর মুহাদ্দেসগণের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ প্রদান করার কাজ আরও কঠিন। তাই সম্পাদক সাহেবকে অনেক ক্ষেত্রেই এই স্থান শূন্যই রাখিতে হইয়াছে। তবে চেষ্টা করিলে উহার অনেকগুলি স্থান পূর্ণ করা যে খুব কষ্ট কর হইত না তাহা একরূপ নিঃসঙ্কোচে বহা যাইতে পারে।

আমরা বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

www.ahlehadeethbd.org

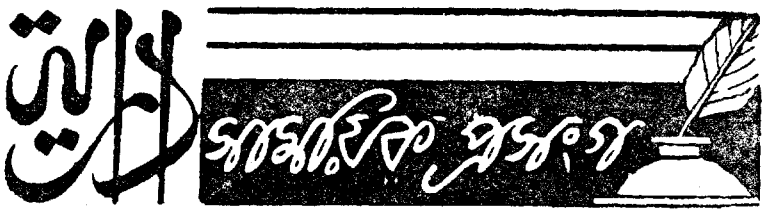

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

প্রগতি ও সংকট

আধুনিক জগত জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে। জ্ঞানরাজ্যের পরিধি ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, প্রকৃতির অনুদ্ঘাটিত বহুবিধ রহস্যের দ্বার একের পর এক উদ্ঘাটিত হইয়া চলিয়াছে। মানুষের জীবন যাত্রার শতবিধ অসুবিধা দূরীভূত করিয়া সুখ ও স্বাচ্ছন্দ, আরাম ও আয়াস এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির সহস্র উপকরণ এখন তাহার হাতের মুঠায় আসিয়া গিয়াছে। ধরণীর বুকে এই অর্জিত সাফল্য মানুষকে এখন আকাশের দিকে অগ্রসর হওয়ার উৎসাহ ও অনুপ্রাণনায় উদ্দীপিত করিয়া তুলিয়াছে। চাঁদ এবং অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহে মানবীয় আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখাও শুরু হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানে এই অপরিসীম প্রগতি মানুষকে কোথায় লইয়া চলিয়াছে? আরাম-আয়াস এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দের সহজলভ্য উপকরণের বিপুল সম্ভার, জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোক-উদ্ভাসিত তথ্যাবলী সত্যই কি মানুষকে সামগ্রিক ভাবে অনাবিল শান্তি এবং প্রকৃত পরিতৃপ্তির সন্ধান দিতে পারিয়াছে?

সকলের মুখ হইতেই দ্বিধাহীন কণ্ঠে, অকুণ্ঠ ভাষায় জওয়াব আসিবে এক দ্ব্যর্থহীন "না"। জ্ঞান রাজ্যের বহু বিস্তৃত পরিধি এবং বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত সহস্রবিধ তথ্যাবলী ও দ্রব্যসম্ভার মানুষের মনে শান্তির পরিবর্তে অশান্তির আগুনকেই প্রজ্জলিত করিয়া তুলিয়াছে। বিশ্বজগত ও প্রকৃতি রাজ্যের স্রষ্টা ও নিয়ামক, মানুষের চরম ও পরম প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের উপর মানুষ বিশ্বাস হারা এবং পরম সত্তার চরম কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইয়া—দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া মরিতেছে! সুখ ও শান্তির আশায় এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় মানুষের দশ দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় যেদিকেই ধাবিত হয়—সীমাহীন বালুকার উপর বিকীরিত সূর্যরশ্মির প্রাচণ্ডিক প্রখরতা তাঁহাকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ছারখার করিয়া দেয়।

সঙ্কট কেন?

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উক্ত প্রগতি মানুষকে শান্তির পরিবর্তে এই সঙ্কটের ঘূর্ণাবর্তে কেন এবং কেমন করিয়া নিক্ষেপ করিল?

এই প্রশ্নের জওয়াব পাশ্চাত্যের বিখ্যাত সমাজ তত্ত্ববিদ্ P. A. Sorokin এর নিকট হইতে শোনা যাক। তিনি তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক "The Crisis of our Age" গ্রন্থে বলেন,

"ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও অসত্যের উপর মানুষের যদি দৃঢ় আস্থা না থাকে, সেযদি পরম সত্তা আল্লাহর উপরই বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে, নৈতিক বাধ্যবাধকতার কোন মূল্যই যদি তাঁহার নিকট না থাকে এবং সর্বোপরি দৈহিক ক্ষুধার অতৃপ্ত আকাঙ্খা যদি তাহার মনে প্রাধান্য বিস্তার করিয়া বসে, তাহাহইলে অপর মানুষের প্রতি তাঁহার আচরণ কিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইবে? অদম্য ভোগ লালসাই তখন তাহার প্রভু সাজিয়া বসিবে। এই পরিস্থিতিতে সমস্ত যুক্তি যৌক্তিকতা এবং নৈতিক চাপ—এমন কি মানব সুলভ সাধারণ জ্ঞান টুকও সে তখন ধোয়াইয়া বসে। অপরের স্বার্থ, কল্যাণ এবং অধিকারের সীমা লঙ্ঘনের কার্যে কোন্ বস্তু তাহাকে নিরত রাখিবে?

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জৈব ক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্য তাহার অগ্রগতিকে কে রোধ করিবে ?.....এইরূপ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ মানুষের সমবায়ে গঠিত সমাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দাঁড়াইবে—পারস্পরিক সংগ্রাম—দ্বন্দ্বের পর দ্বন্দ্ব ; ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির, পরিবারের সহিত পরিবারের, শ্রেণীর সহিত শ্রেণীর, জাতির সহিত জাতির বিরামহীন, আপোষহীন সংগ্রাম"।

সঙ্কট ও সমস্যার ভয়াবহতা—

এই সংগ্রাম মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে যেমন অশান্তি বিক্ষুব্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার সমষ্টি জীবনকেও তেমনি বিষায়িত করিয়া তুলিয়াছে। শান্তি যেন ধরা বক্ষ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। সঙ্কটের পর সঙ্কট মানবজীবনকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। মানুষের দেহ ও মন উভয়ই সাঙ্ঘাতিক ভাবে আক্রান্ত, একটি অঙ্গও এই ক্ষয়িষ্ণু রোগের অপ্রভাব হইতে মুক্ত নয়, হৃদযন্ত্রের প্রতিটি অংশ, শিরা উপশিরা, ধমনি উপধমনী, মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রের প্রতিটি শাখা প্রশাখা আজ বিকলিত ও বিকারগ্রস্ত। উহার পরিণতির ভয়াবহতা আমাদের চোখের সম্মুখে দেদীপ্যমান। পুনঃ মিঃ পি এ, সরোকিনের ভাষায় বলিতে হয়,

We are in the midst of an enormous conflagration—burning every thing into ashes. In a few weeks millions of human lives are uprooted, in a few hours century-old cities are demolished, in a few days kingdoms are erased. Red human blood flows in broad streams from one end of the earth to the other. Ever expanding misery spreads its gloomy shadow over larger and larger areas. The fortunes, hapiness and comport of untold millions have disappeared, peace, security, and safety have vanished, prosperity and well-being have become in many countries but a memory ; freedom a mere myth. Western culture is covered by a blackout. A great tornado sweeps over the whole mankind (The Crisis Of Our Age, p. 14-15)

"আমরা এক সর্বগ্রাসী দাবানলের মধ্যে অবস্থানরত। এই দাবানল সমস্ত পোড়াইয়া ভস্মে পরিণত করিয়া দিতে উদ্যত। মাত্র কয়েক সপ্তাহের ধ্বংস লীলায় লক্ষ লক্ষ মানব সন্তান ধরাবক্ষ হইতে নির্মূল, কয়েক দিবসেই রাজ্যের পর রাজ্য বিধ্বস্ত এবং কয়েক ঘণ্টায় শতাব্দী-প্রাচীন সহর ও জনপদ ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে। পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মানুষের দেহ-ক্ষরিত রক্ত স্রোতের প্রশস্ত রক্তিম নদী প্রবাহিত, ক্রমবিস্তারশীল অভাব ও দারিদ্র্য বৃহৎ হইতে বৃহত্তর ইলাকায় উহার কৃষ্ণ ছায়া প্রসার-কার্যে রত। সুখ, শান্তি এবং সৌভাগ্য কোটি কোটি গৃহ হইতে চিরতরে নির্বাসিত, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিহ্ন। কল্যাণ ও সমৃদ্ধি বহু দেশেই অতীতের অস্পষ্ট স্মৃতিতে পর্যবসিত, স্বাধীনতা এক পুরা কাহিনীতে পরিণত, পাশ্চাত্য কৃষ্টি ঘোর তমসায় সমাচ্ছন্ন! সমগ্র মানব জাতি এক মহা ঘূর্ণিবাত্যার কবলে নিপতিত"!

উপায়, কর্তব্য ও দায়িত্ব

নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যের এই ঘোর অমানিশায় আশার আলোক কোথায় ? জল, স্থল ও নভোমণ্ডলে ব্যাপ্ত প্রায় সংগ্রাম ও দ্বন্দ্বের আশঙ্কিত মহাবিধ্বস্তির কবল হইতে রক্ষার উপায় কি ? বিভিন্ন মহল হইতে সঙ্কট ত্রাণের বহুবিধ নোস্খার বিবরণ ও প্রচারণা শ্রুতিগোচর হয় কিন্তু সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে জটিলতার গ্রন্থি ক্রমেই বাড়িয়া চলে।

পাকিস্তান ইসলামের যে মহা জ্যোতি-প্রভা নূতনভাবে প্রজ্জ্বলিত করিয়া এই সূচিভেদ্য আঁধার অপসারণের দায়িত্ব গ্রহণের আকাঙ্খা প্রকাশ করিয়াছিল—তাহা মিথ্যা ছিলনা। দুনয়ার অন্য কোন মতবাদ নয়—একমাত্র ইসলামই দুনিয়াকে শেকা ও রহমতের আবে হায়াত—রোগমুক্তি এবং শান্তি ও কল্যাণের সঞ্জীবনী অমৃতের দ্বারা রোগজীর্ণ, জরগ্রস্ত ও বিকলাঙ্গ দুনয়ার হতাশ মানব সমাজকে নব জীবনের নূতন আশায় উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে পারে।

কিন্তু পাকিস্তানীদের ভিতর পাশ্চাত্যের অভিশপ্ত কৃষ্টির ক্রমপ্রসারতা এবং স্বীয় ঐতিহ্য ও তমদ্দুনের প্রতি ক্রমবর্ধমান উপেক্ষা উক্ত আশার বাস্তবায়নের সম্ভাবনাকে মিথ্যায় পর্যবসিত অথবা সুদূর পরাহত করিয়া রাখিতেছে।

জাগ্রত খাটি পাকিস্তানী এবং ইসলামপন্থী মুসলমানদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন ও কর্তব্য-নিষ্ঠ হওয়ার সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাইতেছে!

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

জম্‌ঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার (১৯৫৯)

যিলা – ময়মনসিংহ

আদায় মারফত জমঈয়ত প্রেসিডেণ্ট মরহুম আল্লামা মওলানা মুহাম্মদ আবতুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শী সাহেব, সদর দফতর, ঢাকা।

৭৮। মোঃ নায়েবালী মিয়া সাং কোনাবাড়ী পোঃ সরিষাবাড়ী যাকাত ১০৲ ৭৯। মোঃ গোলাব উদ্দীন সরকার সং চকপাড়া পোঃ সরিষাবাড়ী ফিৎরা ২৫৲ ৮০। সাতপোয়া দক্ষিণপাড়া জামাতের পক্ষে মুন্‌শী কদম আলী মিঞা পোঃ সরিষাবাড়ী ফিৎরা ১৭৲ ৮১। মোঃ রইসউদ্দীন মণ্ডল সাং সাতপোয়া দক্ষিণপাড়া পোঃ সরিষাবাড়ী আকিকা ৩৲ ৮২। মোঃ আবতুল হামিদ আরামনগর বাজার পোঃ সরিষা-বাড়ী যাকাত ৮৷৷॰ ৮৩। সাতপোয়া পশ্চিমপাড়া জামাতের পক্ষে মোঃ আবতুস্ সাত্তার মিঞা পোঃ সরিষাবাড়ী ফিৎরা ১০৭৷৷॰ ৮৪। মোঃ সিরাজউদ্দীন মুসল্লি সাং থাগুরিয়া পোঃ বাউসীবাঙ্গালী ফিৎরা ৩৭৲ ৮৫। ইয়ার মোহাম্মদ মুসল্লি সাং ও পোঃ ঐ ফিৎরা ১৪৲ ৮৬। মোঃ বসিরউদ্দীন মণ্ডল সাং ও পোঃ ঐ ফিৎরা ১৫৲ ৮৭। মোঃ নইমউদ্দীন সরকার সাং সাঞ্চারপাড় পোঃ সরিষাবাড়ী যাকাত ৭৲ ৮৮। মোঃ শাহেদ আলী আকন্দ সাং সিঙ্গুয়া পোঃ বাউসী-বাঙ্গালী ফিৎরা ৫৲ ৮৯। চরখানাটা মধ্যপাড়া জামাতের পক্ষে হাজী জিনাতুল্লাহ পোঃ সরিষাবাড়ী ফিৎরা ১৭৷৷॰ ৯০। হাজী মোঃ মহীউদ্দীন আকন্দ সাং চর হরিপুর জামাত পোঃ গুনেরবাড়ী যাকাত ২৲ ফিৎরা ১৲ ৯১। কুমারগাতী জামাতের পক্ষে মোঃ আবুল ফযল রইসুদ্দীন পোঃ মেন্তা ফিৎরা ৩৲ ৯২। সাতপোয়া দক্ষিণপাড়া জামাতের পক্ষে মুন্‌শী মোহাঃ আলী পোঃ সরিষাবাড়ী ফিৎরা ৪০৲ ৯৩। মূলবাড়ী পূর্বপাড়া জামাতের পক্ষে হাজী মুন্‌শী আবতুল আজিজ পোঃ সরিষাবাড়ী ফিৎরা ৩৫৲ ৯৪। হাজী মুন্‌শী আবতুল আজিজ সাং মূলবাড়ী পোঃ সরিষাবাড়ী যাকাত ৫৲ ৯৫। বলারদিয়ার মধ্যপাড়া জামাতের পক্ষে মাষ্টার মোঃ জয়েনউদ্দীন পোঃ সরিষাবাড়ী ফিৎরা ১৩৲ ৯৬। হাজী বসিরউদ্দীন খান সাং বটখড়া পোঃ বাউসীবাঙ্গালী এককালীন ৮৲ ৯৭। ভূরারবাড়ী জামাতের পক্ষে হাজী এলাহী বখশ সরকার পোঃ সরিষাবাড়ী ফিৎরা ৪০৲ ৯৮। বিলবালিয়া মধ্যপাড়া জামাতের পক্ষে মোঃ আজিমুদ্দীন মণ্ডল পোঃ বাউসী-বাঙ্গালী ফিৎরা ১০৲ ৯৯। মূলবাড়ী জামাতের পক্ষে মোঃ শাহেদ আলী পোঃ সরিষাবাড়ী ফিৎরা ১৫৲ ১০০। মূলবাড়ী জামাতের পক্ষে হাজি আবতুল হামিদ পোঃ সরিষাবাড়ী ফিৎরা ২০৲ ১০১। বলারদিয়ার জামাতের পক্ষে মোঃ জবান আলী মিয়া পোঃ সরিষা-বাড়ী ফিৎরা ৯৲ ১০২। হিরণ্য বাড়ী জামাতের পক্ষে মোঃ শাহেদ আলী মণ্ডল পোঃ দিঘপাইত ফিৎরা ৫৲ ১০৩। সানাকইর জামাতের পক্ষে হাজি তসর উদ্দীন পোঃ দিঘপাইত ফিৎরা ১০৲ ১০৪। বিলবালিয়া জামাতের পক্ষে মুন্‌শী সফর উদ্দীন পোঃ বাউশীবাঙ্গালী ফিৎরা ৫৮৲ ১০৫। বলার দিয়ার উত্তর পাড়া জামা-তের পক্ষে মুন্‌শী বাহার উদ্দীন মিঞা পোঃ সরিষা-বাড়ী ফিৎরা ২৪৲ ১০৬। সিঙ্গুয়া পূর্বপাড়া জামাতের পক্ষে মোঃ হাসেন আলী পোঃ বাউশী বাঙ্গালী ফিৎরা ৪৫৲ ১০৭। নোটাবর জামাতের পক্ষে মোঃ আলতাফ হোসেন পোঃ গুণেরবাড়ী ৯২৲ ১০৮।

www.ahlehadeethbd.org